ডাক্তারের হাতে দড়ি

প্রথম পর্ব

পুলিশ কমিশনরের বিপদ

সুপ্রসিদ্ধ নরহন্তা ডাক্তার সাটিরা ক্র্যাগ দ্বীপে পলায়নের উদ্দেশ্যে প্রচণ্ড তুফান অগ্রাহ্য করিয়া ক্ষুদ্র তরণীতে আট্‌লান্টিক বক্ষে ভাসমান হইলে তাহার নৌকা ঝটিকাবেগে সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য হইয়াছিল। সুতরাং ডাক্তার সাটিরা সমুদ্রে ডুবিরা মরিয়াছে মনে করিয়া মিঃ ব্লেক ইনস্পেক্টর কুট্‌স ও স্মিথকে সঙ্গে লইয়া সমুদ্রতীরবর্ত্তী পার্লপোর্থ গ্রাম হইতে লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন।

ডাক্তার সাটিরা ক্ল্যাবান ক্র্যাগকে গোপনে হত্যা করিয়া তাহার ছদ্মবেশে কিরূপে লণ্ডনে আসিয়াছিল, কি কৌশলে সে ক্র্যাগের এটর্ণীদ্বয়কে প্রতারিত করিয়া ব্যাঙ্ক হইতে ক্র্যাগের জন্য গচ্ছিত পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড আত্মসাৎ করিয়াছিল, সত্য প্রকাশের ভয়ে সে কি ভাবে কসমো হোটেলে মিঃ গালাহেরকে হত্যা করিয়াছিল, এবং পার্লপোর্থ নামক গ্রামের মাঝি ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে বোট চালাইতে অসম্মত হইল, সে মাঝিকে হত্যা করিয়া তাহার বোট লইয়া কি ভাবে সমুদ্রে ভাসিয়াছিল, এবং সেই বোট সহ কিরূপে অদৃশ্য হইয়াছিল, তাহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ লণ্ডনের সংবাদপত্র সমূহে প্রকাশিত হইল। লণ্ডনের আবাল-বৃদ্ধ বনিতা সেই সকল সংবাদ পাঠে গুম্ভিত হইয়াছিল। ডাক্তার সাটিরার অনুষ্ঠিত পৈশাচিক কার্য্য সমূহের বিবরণ অবগত হইয়া লণ্ডনে সকল শ্রেণীর লোক আন্দোলন আলোচনা আরম্ভ করিলেও সাটিরার কবল হইতে তাহারা এতদিন পরে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছে ভাবিয়া আশ্বস্ত হইল।

পূর্ব্বেও দুইবার সাটিরার মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হইরাছিল, কিন্তু পরে তাহা মিথ্যা প্রতিপন্ন হইলেও আটলাণ্টিকে নৌকাডুবি হইয়া সাটিরা সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে—এবিষয়ে সকলেই নিঃসন্দেহ হইল। নানা ভাবে অত্যাচার লুণ্ঠন ও নরহত্যা করিয়া সাটিরা লণ্ডনবাসীদের মনে যে ত্রাসের সঞ্চার করিয়াছিল, তাহার মৃত্যুসংবাদে সে ত্রাস প্রশমিত হইল, অশান্তির দাবানল নির্ব্বাপিত হইল, সকলেই যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

এই ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পরে জোয়েল পোলাডো নামক একজন সার্কাস-ওয়ালার বিরুদ্ধে নরহত্যার অভিযোগ উত্থাপিত হওয়ায় ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স গ্রেপ্তারী পরোয়ানার বলে তাহাকে গ্রেপ্তার করেন। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স গোপনে অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারেন—সার্কাসওয়ালা জোয়েল পোলাডো ভ্রাম্যমাণ সার্কাসের দল (travelling circus) লইয়া বিভিন্ন দেশে খেলা দেখাইয়া বেড়াইলেও সে সাটিরার দলভুক্ত দস্যু, এবং সাটিরাকে সে নানাভাবে সাহায্য করিত। এই সার্কাসের দলের একজন খেলোয়াড় ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের নিকট স্বীকার করিয়াছিল ডাক্তার ঝটিকাবেগে নৌকাসহ সমুদ্রকূলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল; তাহার নৌকাখানি তরঙ্গাভিঘাতে সমুদ্র-কূলস্থ পাহাড়ে প্রতিহত হইয়া চূর্ণ হইলেও সাটিরা সংজ্ঞাহীন অবস্থায় সমুদ্রতটে বালুকারাশির উপর পড়িয়া ছিল। কয়েক ঘণ্টা পরে ঝটিকা নিবৃত্ত হইলে, আকাশ পরিষ্কার হইয়াছে দেখিয়া জোয়েল পোলাডো তাহার সার্কাসের দল লইয়া দেশান্তরে যাইবার জন্য সমুদ্র-তটে উপস্থিত হয়, সেখানে সে ডাক্তার সাটিরাকে অচেতন অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার বাষ্পীয় পোতে তুলিয়া লইয়া যায়, এবং তাহার সেবা শুশ্রূষায় ডাক্তার সাটিরা চেতনা লাভ করিয়া সুস্থ হইলে তাহাকে সেই বাষ্পীয় পোতেই আশ্রয় প্রদান করে। জোয়েল পোলাডো পরে ধরা পড়িলেও সে সাটিরাকে কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছে—তাহা প্রকাশ করে নাই, এবং তাহার দলের যে লোকটির নিকট ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স এই সংবাদ জানিতে পারিলেন, তাহাকে নানাভাবে জেরা করিয়াও, সাটিরা কোথায় লুকাইয়া আছে—তাহা জানিতে পারিলেন না।

ইন্স্পেক্টর কূট্‌স পুলিশ কমিশনরকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করিলে পুলিশ কমিশনর সার হেনরী ফেয়ারফক্স একদিন অপরাহ্ণকালে মিঃ ব্লেকের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য তাঁহার বেকার ষ্ট্রীটের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। ইনস্পেক্টর কূট্‌সও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

সার হেনরী এই যে সর্বপ্রথম মিঃ ব্লেকের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলেন এরূপ নহে; তিনি পূর্ব্বেও বহুবার মিঃ ব্লেকের গৃহে আসিয়াছিলেন এবং মিঃ ব্লেক সরকারের বেতনভোগী ডিটেক্‌টিভ না হইলেও তাঁহার শক্তি সামর্থ্যে সার হেনরীর প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল; তাঁহার পরামর্শগুলি তিনি মূল্যবান মনে করিতেন। ডাক্তার সাটিরা জীবিত আছে, সুতরাং পুনর্ব্বার লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া অত্যাচার উপদ্রব আরম্ভ করিতে পারে—এই আশঙ্কায় মিঃ ব্লেকের উপদেশ গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি অন্যের অজ্ঞাতসারে গোপনে তাহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন।

মিঃ ব্লেক পাইপ টানিতে টানিতে সার হেনরীর সকল কথা শ্রবণ করিলেন। সাটিরা ঝড় তুফানের মধ্যে আট্‌লাণ্টিক-বক্ষে নৌকাসহ অদৃশ্য হইলেও ডুবিয়া মরে নাই; তাহার দলের লোক সমুদ্রের সৈকত তট হইতে তাহাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তুলিয়া লইয়া গিয়া তাহার চেতনা সম্পাদন করিয়াছে, এবং তাহাকে কোন নিরাপদ স্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছে—এ সংবাদ শুনিয়া মিঃ ব্লেক বিন্দুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করিলেন না; এ সংবাদ মিথ্যা এবং বিশ্বাসের অযোগ্য এরূপ সন্দেহ প্রকাশ করিতেও তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। তিনি কয়েক মিনিট চিন্তা করিয়া, মুখের পাইপ নামাইয়া রাখিয়া বলিলেন, "আপনার কোন কর্ম্মচারী কর্ত্তব্য পালন সম্পাদনে ত্রুটি করে নাই, সার হেনরী! সকলেই সাধ্যানুসারে কর্ত্তব্য পালন করিয়াছে। তথাপি সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। সাটিরা জীবিত নাই, এইরূপ অনুমান করিয়া নিশ্চিন্ত হইবার উপায় নাই। আমার চক্ষুর উপর তাহার বোট সমুদ্র-বক্ষ হইতে অদৃশ্য হইল; ইন্স্পেক্টর কূট্‌স তাহা দেখিয়া বলিয়াছিলেন, সাটিরা নৌকা সহ আট্‌লাণ্টিকগর্ভে, সমাহিত হইয়াছে, সেই অতলস্পর্শ সমাধিগর্ভ হইতে সে সজীব অবস্থায় আর ফিরিয়া আসিবে না।

তাঁহার কথা শুনিয়া আমি বলিয়াছিলাম ভবিষ্যতে তাহা জানিতে পারা যাইবে। তাহাকে জলমগ্ন হইতে দেখি নাই, এ জন্য সে মরিয়াছে—ইহা বিশ্বাস করিতে আমার প্রবৃত্তি হয় নাই। অদ্ভুত উপায়ে তাহার প্রাণরক্ষা হইয়াছে, এ কথা শুনিয়াও বিস্মিত হই নাই। সে একাধিক বার মৃত্যু-কবল হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছে! সাটিরার দলবল কিরূপ প্রবল, এবং সে কি পরিমাণ শক্তি সঞ্চার করিয়া আপনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে—তাহা আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও জানিতে পারি নাই। তাহার শক্তি অসাধারণ; তাহার কৌশল অব্যর্থ। তাহার বহু অনুচর বর্ত্তমান; তাহারা তাহাকে নিরাপদে রক্ষা করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে, এবং তাহার স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে পুনর্ব্বার দেশমধ্যে অশান্তির অনল প্রজ্জ্বালিত করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। কোন সার্কাসের দলের সহিত সাটিরার যোগ আছে, ইহা পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম; সুতরাং সার্কাসওয়ালা জোয়েল পোলাডোকে গ্রেপ্তার করায় বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। তাহার অনুচরের নিকট সাটিরার যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে—তাহা সত্য বলিয়াই আমার ধারণা হইয়াছে।—সাটিরা এ দেশে আসিবার পর যে অপকর্ম্ম করিয়াছে—তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছি, ইহাতে তাহার অত্যাচার, লুণ্ঠন, নরহত্যা, প্রতারণা প্রবঞ্চনা প্রভৃতি ধারাবাহিক ভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা দেখিলে আপনি তাহার শক্তি ও কৌশল সম্বন্ধে সকল কথাই জানিতে পারিবেন।"

মিঃ ব্লেক স্মিথকে দিয়া যে রিপোর্টটি 'টাইপ' করাইয়াছিলেন, তাহা কয়েকখানি ফুলস্‌ক্যাপ কাগজে সন্নিবিষ্ট ছিল, এই কাগজগুলি তিনি 'পিন' দিয়া গাঁথিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই 'ফাইল' তিনি সার হেনরীকে পাঠ করিতে দিলেন।

সার হেনরী তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন; ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইল। অন্ধকারে তাহা পাঠ করিবার অসুবিধা হইবে বুঝিয়া মিঃ ব্লেক স্মিথকে আলো জালিবার ইঙ্গিত করিলেন। স্মিথ তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বিদ্যুতালোকের 'সুইচ' টিপিয়া দিল, (**rose and switched on the elec-**

tric lights) মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই কক্ষ বিদ্যুতালোকে উদ্ভাসিত হইল।—ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স এক পাশে একখানি চেয়ারে বসিয়া নিঃশব্দে গোঁফে তা দিতে লাগিলেন। রিপোর্ট্‌খানি পাঠ করিয়া সার হেনরী কি মন্তব্য প্রকাশ করেন তাহা জানিবার জন্য তাঁহার আগ্রহ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল।

রিপোর্ট-খানি পাঠ করিয়া সার হেনরী মিঃ ব্লেকের চুরুটের বাক্স হইতে একটি চুরুট টানিয়া লইয়া বলিলেন, "হাঁ মিঃ ব্লেক, আপনার এই সুবিস্তীর্ণ ও বহু তথ্যপূর্ণ রিপোর্ট পাঠ করিয়া আমার মনে একটি ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে। ডাক্তার সাটিরা এখনও জীবিত আছে; সুতরাং তাহার সম্বন্ধে উদাসীন থাকা সঙ্গত হইবে না। সে মরিয়াছে—অতএব তাহার সম্বন্ধে আমাদের আর কিছুই করিবার নাই; এইরূপ স্থির করিয়া এখন নিশ্চিন্ত হইলে আমাদিগকে ঠকিতে হইবে। এ পর্য্যন্ত সে ছয় সাতটি কি ততোধিক নরহত্যা করিয়াছে, বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির হীরকরত্নাদি অপহরণ করিয়াছে, অবশেষে ক্ল্যাবান ক্র্যাগের পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড ব্যাঙ্ক হইতে উঠাইয়া লইয়া ছদ্মবেশে পলায়ন করিয়াছে; সে আইনকে ক্রমাগত বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছে। তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য আমাদের সকল চেষ্টা বিফল হইয়াছে। আমরা তাহাকে ধরিতে পারিলাম না, ইহা আমাদের অযোগ্যতার নিদর্শন। স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের পক্ষে ইহা অপেক্ষা অধিকতর লজ্জার বিষয় আর কি থাকিতে পারে? আমরা দেশের লোকের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হারাইতে বসিয়াছি! আমরা এ কাল পর্য্যন্ত সাটিরাকে গ্রেপ্তার করিতে অসমর্থ হওয়ায় পুলিশের অকর্ম্মণ্যতার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া জনসাধারণ অত্যন্ত কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিতেছে। গতকল্য রাত্রে পার্লিয়ামেণ্টে এই সম্বন্ধে স্বরাষ্ট্র সচিবকে (Home secretary) কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসার পর তদন্তের দাবি করা হইয়াছিল (an enquiry was demanded)। আজ সকালে আমাকে এ জন্য নোটিশ দেওয়া হইয়াছে। এই জন্যই আজ অপরাহ্নে আপনার সহিত গোপনে ও বে-সরকারী ভাবে দেখা করিতে (A private and unofficial interview) আসিয়াছি।"

মিঃ ব্লেক মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তদন্ত? তদন্তে কোনও ফল হইবে না। আমি জানি পুলিশ সাটিরাকে গ্রেপ্তার করিতে না পারায় জন সাধারণ পুলিশের প্রতি কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিতেছে; কিন্তু কোন কঠিন কার্য্য সম্পন্ন করিতে বিলম্ব হইলে কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করা বিন্দুমাত্র কঠিন নহে, গালি দেওয়া অতি সহজ কাজ। বিশেষতঃ, কাগজওয়ালাদের ইহাই উপজীবিকা। যাহারা সহজ ভাষায় গালি দিতে পারে—তাহারাই সুদক্ষ সম্পাদক। কিন্তু আমার বিশ্বাস, প্রত্যেক বিবেচক ব্যক্তিই স্বীকার করিবেন—স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড কর্ত্তব্য পালনে ত্রুটি করে নাই। ডাক্তার সাটিরার ভাগ্য অসাধারণ প্রসন্ন (**extra-ordinary luck**)। এ দেশের সমুদয় দস্যুতস্কর ও অন্যান্য অপরাধীরা তাহার কু-কর্ম্মের সমর্থন করিতেছে। সে তাহাদের সকলেরই সহানুভূতি লাভ করিয়াছে, এবং যখনই তাহার প্রয়োজন হইতেছে তাহাদের সাহায্য পাইতেছে। তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য প্রচুর পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছে, এবং তাহার আকার প্রকারের বর্ণনাসহ যে হুলিয়া বাহির হইয়াছে—তাহাও বৃটিশ দ্বীপ-সমূহের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে।"

সার হেনরী বলিলেন, "তাহা বিদেশের বিভিন্ন অংশেও প্রেরিত হইয়াছে। সাটিরা ফ্রান্সে বা অন্য কোন দেশে পদার্পণ করিলেই ধরা পড়িবে—এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। যদি সে বিদেশে পলায়ন করিয়া থাকে তাহা হইলে আমার বিশ্বাস, এ দেশে পদার্পণ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইবে। সে এরূপ নির্ব্বোধ নহে যে, পুনর্ব্বার এদেশে প্রত্যাগমনের চেষ্টা করিবে। ক্র্যাগ-এষ্টেটের একজিকিউটরগণ ব্যাঙ্কে যে টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন, সে সেই টাকাগুলি কৌশলে উঠাইয়া লইয়া এ দেশ হইতে সরিয়া পড়িয়াছে। নৌকা ডুবি হইয়া সে আট্‌লাণ্টিকে ডুবিয়া মরিয়াছে,—এ কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন হইয়াছে। যে তাহাকে সমুদ্রতট হইতে অজ্ঞান অবস্থায় তুলিয়া লইয়া লুকাইয়া রাখিয়াছে, সেই সার্কাসওয়ালাটা ধরা পড়িয়া জেলে গিয়াছে, কিন্তু প্রাণ থাকিতে সে সাটিরাকে আমাদের হস্তে সমর্পণ করিবে না, তাহাকে কোথায় রাখিয়াছে, তাহাও বলিবে না। যাহা হউক, সাটিরা যে টাকা মারিয়াছে

তাহা লইয়াই সে বোধ হয় সন্তুষ্ট থাকিবে, এ দেশে আর দস্যুবৃত্তি করিতে আসিবে না; এ সম্বন্ধে আপনার কিরূপ ধারণা মিঃ ব্লেক ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার ধারণা অভ্রান্ত বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না, সার হেনরী। কারণ সাটিরা সাধারণ দস্যু নহে। আপনারা যে শ্রেণীর অপরাধীদের গ্রেপ্তার করিয়া কারাগারে আবদ্ধ করেন—সাটিরার সহিত তাহাদের তুলনা হয় না। সে যে কেবল লোভের বশীভূত হইয়া অপকর্ম্ম করে এরূপ নহে; সে নিজের বাহাদুরী দেখাইবার জন্য লুণ্ঠন করে, নরহত্যা করে; আপনাদিগকে প্রতারিত করা, জব্দ করাই তাহার উদ্দেশ্য। ইহাতে সে গৌরব অনুভব করে। বিশেষতঃ সে স্কট্‌ল্যাণ্ড-ইয়ার্ডকে অপদস্থ করিবে, আপনাদের সম্ভ্রম নষ্ট করিবে, এবং সম্ভব হইলে আপনাদিগকে হত্যা করিয়া তাহার প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবে—ইহাই তাহার সঙ্কল্প। অবশ্য, সুযোগ পাইলে সে আমাকে ও স্মিথকে হত্যা করিবে—এ বিষয়ে আমার এক তিলও সন্দেহ নাই; কারণ আপনাদের অপেক্ষা আমিই তাহার অধিক ক্ষতি করিয়াছি, তাহার সকল সঙ্কল্প ব্যর্থ করিয়াছি। সে ক্ল্যাবান ক্র্যাগের ছদ্ম-বেশে জেরেমিয়া ক্র্যাগের বিপুল সম্পত্তি আত্মসাৎ করিত; কিন্তু আমি তাহার সেই চেষ্টা বিফল করিয়াছি। সে মুখের গ্রাস ফেলিয়া পলাইতেছিল, আট্‌লান্টিকে ডুবিয়া মরিতেছিল—ইহাও আমারই তাড়ায়। তাহার প্রাণ রক্ষা হইয়াছে, সে কি আমাদের কথা বিস্মৃত হইবে? বিশেষতঃ খুর্দ্দানের হীরক রত্ন খচিত মারুতি-মূর্ত্তি উদ্ধারের জন্য সে যে চেষ্টা করিয়াছিল—তাহার সেই চেষ্টা আমিও বিফল করিয়াছিলাম; এ কথা সে কোন দিন ভুলিতে পারিবে না।"

কমিশনর বলিলেন, "সেই হীরক-রত্ন-খচিত মারুতি-মূর্ত্তি এখনও সে হস্তগত করিবার আশা করে না কি? পাগল আর কি! পুলিশের কবল হইতে তাহা সে কখনও উদ্ধার করিতে পারিবে না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু তাহার উদ্ধারের শেষ চেষ্টা না করিয়া সে ক্ষান্ত হইবে না; পুনর্ব্বার সে মরিয়া হইয়া চেষ্টা করিবে, কারণ সে জানে উহা কিরূপ মূল্যবান, এবং তাহার পক্ষে কিরূপ অপরিহার্য্য। এই জন্যই আমার

বিশ্বাস—সে যেখানেই যাক, লণ্ডনে পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিবে। কোথায় ইংলণ্ড আর কোথায় হিমাচলের অপর প্রান্তে তিব্বত-সন্নিহিত, অরণ্য-পর্ব্বত প্রাকার পরিবেষ্টিত দুর্গম খুর্দ্দান। সেখান হইতে সে ইংলণ্ডে আসিয়াছিল—ঐ মারুতি-মূর্ত্তি উদ্ধার করিতে। লুণ্ঠন ও নরহত্যা করিবার জন্য প্রথমে তাহার আগ্রহের কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। অকৃতকার্য্য হইয়াই প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্য সে যে এই সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল—তাহা আমার প্রদত্ত রিপোর্টে ত আপনি পাঠ করিলেন।"

সার হেনরী বলিলেন, "সে যদি সেই পুত্তলিকাটি হস্তগত করিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে সে ক্ষিপ্ত, বিকৃত-মস্তিষ্ক। এ দেশের রাজ-মুকুটের হীরক জহরত বা ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক (Bank of England) লুণ্ঠন করা যদি তাহার অসাধ্য বা তাহার পক্ষে অসম্ভব না হয়—তাহা হইলে তাহার এই চেষ্টা সফল হইতেও পারে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি সার্টিরা সাধারণ দস্যু তস্কর নহে। সে অসাধ্য সাধন করিতে পারে—ইহার পরিচয় আমরা পূর্ব্বেই পাইয়াছি।"

সার হেনরী তাঁহার আবক্ষলম্বিত সাদা দাড়ির ভিতর অঙ্গুলি চালনা করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না মিঃ ব্লেক, আপনি যাহাই বলুন, সার্টিরা এদেশে পুনর্ব্বার পদার্পণ করিতে সাহস করিবে—এ কথা আমি বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। এদেশের প্রত্যেক বন্দরের উপর পুলিশের সতর্ক দৃষ্টি আছে। যে দেশ হইতে যে জাহাজ এদেশে আসিবে,—সে জাহাজ ইংলণ্ডের বন্দর স্পর্শ করিবার পূর্ব্বে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এমন কি, যেখানে যে বিমান ষ্টেশন (aerodrome) নির্ম্মিত হইয়াছে—তাহার উপরেও পুলিশের সতর্ক দৃষ্টি আছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনি যে যথাযোগ্য সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই, সার হেনরী! আপনার কার্য্যের ব্যবস্থার কথা শুনিয়া আমার আশা হইতেছে—ডাক্তার সার্টিরা যে পথেই হউক—এদেশে প্রবেশের চেষ্টা করিলেই ধরা পড়িবে।"

পুলিশ কমিশনার উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং টুপি হাতে লইয়া বলিলেন, "মিঃ ব্লেক, এক্ষেত্রে আপনার অভিজ্ঞতা কিরূপ মূল্যবান তাহা আমার অজ্ঞাত নহে; স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সকল কর্ম্মচারী সাটিরার চাতুরীতে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলে কেবল আপনিই তাহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইবার পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। আপনি অদ্ভুত কৌশলে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিলেন; তাহার ছদ্মবেশ ধারণের অদ্ভুত রহস্য ভেদ করা আর কাহারও সাধ্যায়ত্ত হইত না। কিন্তু আপনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাহাকে ধরিতে পারেন নাই, সে প্রত্যেকবারই আপনার মুঠার ভিতর হইতে পলায়ন করিয়াছে। আপনার সতর্কতার অভাব ইহার কারণ নহে। সে পলায়ন করিলেও বুঝিতে পারিয়াছে আপনার কাছে তাহার চালাকী খাটিবে না, পুনঃ পুনঃ আপনাকে প্রতারিত করিবার চেষ্টা করিলে এক-দিন তাহাকে ধরা পড়িতে হইবে। এইজন্য আমার মনে হইতেছে—সে বিদেশ হইতে আর এদেশে প্রত্যাগমনের জন্য উৎসুক হইবে না।"

মিঃ ব্লেক গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "কিন্তু একটি কারণে আপনার এই ধারণা ভুল বলিয়াই আমার মনে হইতেছে, সার হেনরী! আমার বিশ্বাস, খুর্দ্দানী-দের সেই হীরকরত্নভূষিত মারুতি-বিগ্রহ হস্তগত না করিয়া নিশ্চিত হইতে পারিবে না। সে সকল বিপদ, এমন কি, প্রাণের আশঙ্কা তুচ্ছ করিয়াও তাহা হস্তগত করিবার চেষ্টা করিবে, এবং তাহারই লোভে এদেশে ফিরিয়া আসিবে। তখন যদি সে ধরা না পড়ে তাহা হইলে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডই সে জন্য দায়ী। সে সেই মারুতি-বিগ্রহ উদ্ধার করিবার জন্য পুনর্ব্বার লণ্ডনে আসিলে যে ভাবে শেষ চেষ্টা করিবে—তাহার ফল অত্যন্ত ভীষণ ও আতঙ্কজনক হইবে।"

সার হেনরী টেবিল হইতে টুপিটি তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "বলেন কি মিঃ ব্লেক! আপনি কি অনুমান করিতেছেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "অনুমান? আমি কিছুই অনুমান করি নাই; তবে তাহার প্রকৃতির যে পরিচয় পাইয়াছি—তাহা হইতেই বুঝিতে পারিয়াছি কার্য্যোদ্ধারের জন্য সে কোন লোমহর্ষণ ও অতীব ভয়াবহ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে। তবে আমিও তাহাকে ধরিবার জন্য একটি মতলব স্থির করিয়া

রাখিয়াছি, কিন্তু সে লণ্ডনে না আসিলে আমার সেই মতলব সুসিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই।”

মিঃ ব্লেক সাটিরাকে শৃঙ্খলিত করিবার জন্য কি মতলব স্থির করিয়াছেন পুলিশ কমিশনরের নিকট তাহা প্রকাশ করিলেন না। সার হেনরী তাঁহার মনের কথা জানিতে পারিলেন না। সার হেনরী তাঁহার উপবেশন-কক্ষ হইতে নীচে নামিয়া আসিলেন, মিঃ ব্লেক বহির্দ্বার পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে আসিলেন। তিনি মুখে পাইপ গুঁজিয়া দুই হাত কোটের পকেটে পুরিয়া সোপান-প্রান্তে সার হেনরীর পাশে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সম্মুখেই জনকোলাহল মুখরিত সুপ্রশস্ত বেকার ষ্ট্রীট।

মিঃ ব্লেকের অট্টালিকার অদূরে পথের ধারে ট্যাক্সি দাঁড়াইবার স্থান ছিল। সার হেনরী যে ট্যাক্সি লইয়া মিঃ ব্লেকের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন তাহা তাঁহারই আদেশে সেই স্থানে অপেক্ষা করিতেছিল। সার হেনরী নিজের মোটর-কার না আনিয়া ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া বেকার ষ্ট্রীটে আসিয়াছিলেন। পুলিশ কমিশনরের ট্যাক্সি অনেকেই চিনিত। তিনি সেই গাড়ী লইয়া আসিলে অনেকেই তাহা লক্ষ্য করিত, তিনি মিঃ ব্লেকের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন—এ সংবাদ গোপন থাকিত না; এই জন্য তিনি এক্ষেত্রে নিজের ‘কার’ লইয়া আসা সঙ্গত মনে করেন নাই। সার হেনরী ভাড়াটে ট্যাক্সিতে মিঃ ব্লেকের গৃহে উপস্থিত হওয়ায় বেকার ষ্ট্রীটের মোড়ের পাহারাওয়ালারাও বুঝিতে পারে নাই—তাহাদের বড় কর্ত্তা সেই অঞ্চলে উপস্থিত হইয়াছেন।

সার হেনরীকে মিঃ ব্লেকের দ্বারপ্রান্তে দেখিবামাত্র ট্যাক্সিওয়ালা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। সার হেনরী মিঃ ব্লেকের করমর্দ্দন করিয়া ‘কারে’ উঠিয়া বসিলেন এবং দ্বার বন্ধ করিলেন। ট্যাক্সির দ্বার খোলা থাকিলে কোন না কোন পথিক তাঁহাকে চিনিতে পারিত।

সার হেনরী অত্যন্ত বিচক্ষণ কর্ম্মচারী; স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের নেতৃত্বভার যোগ্য ব্যক্তির হস্তেই অর্পিত হইয়াছিল। তিনি গোয়েন্দা বিভাগের বহু সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। তিনি কিরূপ দক্ষতার সহিত কর্ত্তব্য পালন করিতেছিলেন,

লণ্ডনের জনসাধারণ তাহা জানিত না , কিন্তু মিঃ ব্লেক তাঁহার বহু সদ্‌গুণের জন্য তাঁহার পক্ষপাতী ছিলেন। সার হেনরী সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা অত্যন্ত উচ্চ।

সার হেনরী একটু অন্যমনস্কভাবে গাড়ীর ভিতর বসিয়া ছিলেন, জানালা দিয়া হঠাৎ বাহিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি বিরক্তিভরে ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন। তিনি 'সোফেয়ার'কে পূর্ব্ব হইতে বলিয়া রাখিয়াছিলেন, বেকার ষ্ট্রীট হইতে তিনি ওয়েষ্টমিনিষ্টারে ফিরিয়া যাইবেন , কিন্তু 'সোফেয়ার' তাঁহার আদেশে বিস্মৃত হইয়া বিপরীত দিকে গাড়ী চালাইতেছিল! সোফেয়ারের এই অনবধানতায় তাঁহার মনে অত্যন্ত বিরক্তি সঞ্চার হইল। সোফেয়ারের সহিত কথা কহিবার জন্য গাড়ীর ভিতর যে নল (speaking tube) ছিল, সার হেনরী সেই নল তুলিয়া লইয়া, সম্মুখের কাচের পর্দ্দায় (glass-partition) করাঘাত করিয়া নলের সাহায্যে বলিলেন, "আমি তোমাকে ওয়েষ্টমিনিষ্টার-ব্রীজে যাইতে বলিয়াছিলাম, সে কথা কি তোমার স্মরণ নাই ? না, আমার কথা শুনিতে পাও নাই ? ওয়েষ্টমিনিষ্টারের দিকে না গিয়া উল্টা দিকে চলিয়াছ কেন ? শীঘ্র গাড়ীর মোড় ঘুরাও।"

সোফেয়ার যেন তাঁহার কথা শুনিতে পায় নাই, এই ভাবেই চলিতে লাগিল, সে একবার মাথাও নাড়িল না। কথা কহিবার নলের যে প্রান্ত তাহার হাতের কাছে ছিল, নলের সেই প্রান্তের এক পাশে একটি ক্ষুদ্র রবারের বল ছিল , বলটি ফাঁপা, তাহার উপর চাপ পড়িলেই চুপসাইয়া যাইত। সোফেয়ার চক্ষুর নিমেষে সেই বলটি মুঠায় পুরিয়া সজোরে চাপিয়া ধরিল।

কথা কহিবার নলের অন্যপ্রান্ত তখনও পুলিশ কমিশনারের মুখের কাছে ছিল ; সোফেয়ার তাঁহার আদেশ গ্রাহ্য করিল না দেখিয়া তিনি সক্রোধে তাহাকে কি বলিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময় সেই নলের ভিতর হইতে নিশ্বাসরোধকারী বিষাক্ত বাষ্প সবেগে নিঃসারিত হইয়া তাঁহার নাকে মুখে প্রবেশ করিল।

পুলিশ কমিশনর আর কথা কহিবার অবসর পাইলেন না। কথা কহিবার নলের মুখদানীটা (mouthpiece) তাঁহার অবশ হস্ত হইতে খসিয়া পড়িল। মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার চেতনা বিলুপ্ত হইল ; সার হেনরী ফেয়ারফক্সের সংজ্ঞাহীন দেহ ট্যাক্সির আসনের উপর গড়াইয়া পড়িল।

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার গভীর হইয়াছিল। ট্যাক্সির অভ্যন্তর-ভাগ একটি ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক দীপের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। সার হেনরী বিষাক্ত গ্যাসের প্রভাবে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া হতচেতন অবস্থায় আসনের উপর নিপতিত হইবামাত্র সোফেয়ার স্থইচ টিপিয়া সেই বৈদ্যুতিক দীপ নির্ব্বাপিত করিল। সার হেনরী অন্ধকারে আবৃত হইয়া ট্যাক্সির ভিতর পড়িয়া রহিলেন। সোফেয়ার মনে মনে হাসিয়া এবং অন্য কোন দিকে না চাহিয়া যে দিকে চলিতেছিল, সেই দিকেই চলিতে লাগিল। লণ্ডনের পুলিশ কমিশনার—রাজধানীর পুলিশের মাথা—অচেতন হইয়া সেই রুদ্ধদ্বার ট্যাক্সির ভিতর পড়িয়া রহিয়াছেন, কেহই তাহা জানিতে বা বুঝিতে পারিল না।

দ্বিতীয় পর্ব

বেকার ষ্ট্রীটে লোমহর্ষণ কাণ্ড

লণ্ডনের পুলিশ-কমিশনর, স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের মহাপরাক্রান্ত অধ্যক্ষ সার হেনরী ফেয়ারফক্স তাঁহার আফিসে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে ট্যাক্সির ভিতর এই ভাবে বিপন্ন হইয়াছেন—ইহা মিঃ ব্লেকের কল্পনার অতীত! তিনি সার হেনরীকে ট্যাক্সিতে তুলিয়া দিয়া পাইপ টানিতে টানিতে তাঁহার উপবেশন কক্ষে পুনঃ প্রবেশ করিলেন; এবং অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখীন আসনে উপবেশন করিলেন।

সার হেনরী ফেয়ারফক্স যতক্ষণ পর্য্যন্ত মিঃ ব্লেকের উপবেশন-কক্ষে বসিয়া ছিলেন ততক্ষণ ইন্‌স্পেক্টর কুট সের মুখে কথা ছিল না: উপরওয়ালার সম্মুখে বসিয়া তিনি অত্যন্ত অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতেছিলেন। সার হেনরী যদি কোন কারণে তাঁহাকে জেরা করিতে আরম্ভ করেন ও তাঁহার উত্তর পুলিশ কমিশনরের সন্তোষজনক না হয়—এই ভয়ে তাঁহার বুক ধড়-ফড় করিতেছিল ও মুখ চুণ হইয়া গিয়াছিল। সার হেনরী প্রস্থান করিলে তাঁহার মনে সাহস ভরসা ফিরিয়া আসিল। তিনি উঠিয়া সেই কক্ষে পদচারণ করিতে লাগিলেন, এবং মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া গম্ভীর ভাবে গোঁফে তা দিলেন। তাহার পর হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "দেখ ব্লেক, কর্ত্তা এখানে আসিবেন শুনিয়াই ত আমাকে আসিতে হইয়াছিল। কি জানি কি কথায় আমাকে কি জিজ্ঞাসা করেন, ভাবিয়া একটু ভয় পাইয়াছিলাম বৈ কি! উপরওয়ালা কি না, খুসী করিতে না পারিলেই বিপদ! খাঁচায় বাঘ পড়িলে খাঁচার ছাগলের অবস্থা কি রকম হয় জান ত?—কিন্তু কর্ত্তার কথা শুনিয়া কিছু বুঝিতে পারিলে কি? মনে বিলক্ষণ ভয় ঢুকিয়াছে! পার্লিয়ামেণ্ট হইতে তাড়া আসিয়াছে, আর কি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারেন? রীতিমত ছুটাছুটি

আরম্ভ করিতে হইয়াছে। ছোটই হোক আর বড়ই হোক—চাকরী ত বটে, গুঁতা খাইতেই হইবে। আমরা গুঁতা খাইয়া ছট্-ফট্ করি, ডাক ছাড়িয়া কাঁদি। আর উহারা মুখ চুণ করিয়া বেদনার উপর হাত বুলাইয়া সান্ত্বনা লাভের চেষ্টা করেন। হোম সেক্রেটারীর কাছে আজ সকালে তাড়া খাইয়া সন্ধ্যার আগেই তোমার কাছে দৌড়াইয়া আসিয়াছেন—যেন মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল! (like a bear with a sore head) আমাদের সকলের অদৃষ্টেই বিস্তর দুঃখ আছে ব্লেক! চুনোপুঁটী কেহই বাদ যাইবে না। সাটিরা আমাদের দফা রফা না করিয়া এদেশ ছাড়িবে না বোধ হয়। এই শয়তানের কবল হইতে কতদিনে নিষ্কৃতি পাইব বলিতে পার? সে কি অমর? মরিয়াও মরিবে না?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "অমর না হউক, প্রাণটা কঠিন বটে; পরমায়ুর জোর অসাধারণ! আগুনে পোড়ে না, সমুদ্রে ডোবে না!—বোধ হয় সে ফাঁসে ঝুলিবার জন্যই বাঁচিয়া আছে। আশা করি একদিন শুনিতে পাইব—'আজ সকালে নটার সময় সাটিরার ফাঁসি!' সেই শুভ দিনের প্রতীক্ষা করিতেছি। এত দিনে তাহার ঝুলিয়া পড়াই উচিত ছিল। বধ্যমঞ্চে উঠিতে সে অনেক বিলম্ব করিয়া ফেলিল!"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু স্মিথ তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিল, "কর্তা, আপনি কি সত্যই মনে করেন—সাটিরা আবার লণ্ডনে আসিবে? সেবার আমাদের সে বড়ই হয়রান করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার নাকালও কি অল্প হইয়াছে! তুফানের ভিতর নৌকায় উঠিয়া আট্‌লান্টিকের বুকে লাফাইয়া পড়িল—সে কি আর লণ্ডনে ফিরিবার জন্য?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে কি তোমার আমার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ফিরিয়া আসিবে? না, ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে সাক্ষী রাখিয়া লণ্ডনে যাত্রা করিবে? সে কি প্রকৃতির লোক তাহা জান ত? ভয় কাহাকে বলে তাহা সে জানে না। সে সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য কোন বাধাই গ্রাহ্য করে না, সকল লোককেই সে কীট পতঙ্গের ন্যায় অগ্রাহ্য করে; নিজের শক্তি সামর্থ্যে ও বুদ্ধিচাতুর্য্যে তাহার অসাধারণ বিশ্বাস! পাপকে সে পাপ বলে মনে করে না, কোন কুকর্ম্মে

সে কুণ্ঠিত নহে, নরহত্যায় তাহার বিপুল আনন্দ; তাহার ন্যায় নিষ্ঠুর, কুটিল, ইতরপ্রকৃতি মনুষ্যসমাজে দেখিতে পাওয়া যায় না। সে আসিবে কি না তাহা তাহার প্রকৃতি দেখিয়া কি বুঝিতে পারিতেছ না? —সে শয়তান, হাঁ, মনুষ্য মূর্তিতে শয়তান!"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "শয়তান বার বৎসর তাহার কাছে শয়তানী শিখিতে পারে। সে শয়তানের বাবা!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে ক্ল্যাবান ক্র্যাগকে হত্যা করিয়া তাহার এটর্ণীদের ঠকাইয়া ব্যাঙ্ক হইতে বিস্তর টাকা হস্তগত করিয়া পলায়ন করিয়াছিল—সেই টাকাগুলি লইয়াই সে সমুদ্র-যাত্রা করিয়াছিল, কি কোথাও লুকাইয়া রাখিয়াছিল জানি না, কিন্তু এই অর্থ আত্মসাৎ করিয়াই সে সন্তুষ্ট থাকিবার পাত্র নহে। আমার বিশ্বাস, সে খুর্দ্দানীদের মারুতি-বিগ্রহ হস্তগত না করিয়া এদেশ ত্যাগ করিবে না। তাহা উদ্ধার করিতে সে নিশ্চয়ই লণ্ডনে আসিবে। সে কি ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপন্ন হইয়াছিল তাহা ভুলিতে পারে নাই; সুতরাং এবার লণ্ডনে আসিয়া সে আর কতকগুলি নরহত্যা ত করিবেই, চতুর্দ্দিকে ভীষণ অশান্তির অনলও না জালিয়া ক্ষান্ত হইবে না। তাহার অত্যাচারে অনেককেই বিপন্ন হইতে হইবে।"

ইন্‌স্পেকটর কুট্‌স বলিলেন, "আগে আসুক সে—তখন দেখা যাইবে। এখন চলিলাম, হাতে কতকগুলা জরুরি কাজ আছে। কাল সকালে আবার তোমার সঙ্গে দেখা হইবে ব্লেক! ইতিমধ্যে যদি সাটিবার আগমন সংবাদ পাও—তাহা হইলে টেলিফোনে আমাকে সংবাদ দিও। সে যে রকম লোক হঠাৎ এই রাত্রে তোমার ঘরে আসিয়া বলিতে পারে—'আমি আবার আসিলাম ব্লেক! কেমন আছ?"—তাহার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি সত্য কথাই বলিয়াছ; তা যদি সে হঠাৎ আসিয়া পড়ে—তোমাকে সংবাদ দিতে ভুলিব না।"

ইন্‌স্পেকটর কুটস যে কথা বলিলেন—তাহা যে সত্য হইবে ইহা তিনি মনে করেন নাই; কথা কয়টি তিনি বিদ্রূপচ্ছলেই বলিয়াছিলেন; কিন্তু বিদ্রূপ

ভরে যে সকল কথা বলা যায়—কখনও কখনও তাহা সত্যে পরিণত হয়, এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স প্রস্থান করিলেন। তাহার প্রায় আধ ঘণ্টা পরে স্মিথ কথায় কথায় মিঃ ব্লেককে জিজ্ঞাসা করিল, "কর্ত্তা, আপনি সার হেনরী ফেয়ারফক্সকে বলিলেন আপনার মাথায় একটা ফন্দী আসিয়াছে—সেই ফন্দীটা কি? সাটিরা লণ্ডনে না আসিলে সেই ফন্দীটা খাটাইবার সুবিধা হইবে না, এ কথার মর্ম্মই বা কি? আপনার মতলবটা শুনিবার জন্যই আমার বড়ই আগ্রহ হইয়াছে।"

মিঃ ব্লেক পাইপে তামাক ভরিতে ভরিতে ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আমি একটা বৈধ অপরাধ (a legal crime) করিবার মতলব করিতেছিলাম স্মিথ।"

স্মিথ সবিস্ময়ে বলিল, "বৈধ অপরাধ? অপরাধ মাত্রেই ত অবৈধ; অপরাধ আবার বৈধ হয় না কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বে-আইনী আইনের কথা কখনও শোন নাই? বে-আইনী আইন হইতে পারে—আর বৈধ অপরাধ হইতে পারে না? আমি যে অপরাধ করিব মনে করিতেছিলাম, তাহা অন্ততঃ সেই সময়ের জন্য আইন কর্ত্তৃক সমর্থিত হইবে—এইরূপই আশা করিতে পারি। তবে উপলক্ষ্যটা আসিবে কি না জানি না; সুতরাং সে কথার আলোচনা না করিলেও ক্ষতি নাই।—দীর্ঘকাল ঘরের ভিতর বসিয়া থাকিয়া শ্বাসরোধের উপক্রম হইয়াছে, চল, তিনজনে খানিক খোলা হাওয়ায় বেড়াইয়া আসি।"

এই 'তৃতীয় জন' মিঃ ব্লেকের বিশ্বস্ত ব্রড্‌হাউণ্ড টাইগার। মিঃ ব্লেক ভ্রমণের পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া দ্বারের নিকট আসিবামাত্র টাইগার লাঙ্গুল আন্দোলিত করিতে করিতে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া ডাকিল, "ভৌ-ভক্ ভৌ!"—অর্থাৎ "আমিও আপনার সঙ্গে যাইব।"

কয়েক মিনিট মিঃ ব্লেক, স্মিথ ও টাইগারকে সঙ্গে লইয়া পথে বাহির হইলেন, এবং রিজেণ্ট পার্ক অভিমুখে চলিতে লাগিলেন। রাত্রিটা পদব্রজে ভ্রমণের তেমন অনুকূল ছিল না, কারণ সন্ধ্যার পর যে কুজ্‌ঝটিকার আভাস লক্ষিত হইতে

ছিল তাহা ক্রমে নিবিড় হইয়া চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিল ; সেই কুজ্ঝটিকার সংস্পর্শে পথগুলি সিক্ত ও পিচ্ছিল হইয়া উঠিল। টাইগার চলিতে চলিতে পথিমধ্যে দুই একটি বিড়াল দেখিয়া তাহাদের পশ্চাতে ধাবিত হইল ; কিন্তু মিঃ ব্লেক টাইগারকে ডাকিয়া ফিরাইলেন ও তাহাকে লইয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হইলেন।

প্রায় আধ ঘণ্টা বিভিন্ন পথে ঘুরিয়া মিঃ ব্লেক অন্য দিক দিয়া সদলে বেকার ষ্ট্রীটে প্রবেশ করিলেন। পথিপ্রান্তস্থ একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকা তাঁহাদের দৃষ্টি-গোচর হইল। এই অট্টালিকাটি মাদাম বৌটার্ডের মোমের মূর্ত্তির কারখানা। মোমের মূর্ত্তির এরূপ প্রসিদ্ধ কারখানা ইংলণ্ডে অতি অল্পই আছে। কিছুদিন পূর্ব্বে অগ্নিকাণ্ডে এই কারখানাটি বিধ্বস্ত হইয়াছিল, কিন্তু বহু অর্থ ব্যয়ে তাহা পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছে।

মিঃ ব্লেক সেই কারখানার সম্মুখস্থ পথে আসিয়া, পাইপ ধরাইবার জন্য ম্যাচ জ্বালিলেন ; স্মিথ তাঁহার পাশেই দাঁড়াইয়া ছিল। সে সেই মোমের কারখানার দিকে চাহিয়া বলিল, "কর্ত্তা, গত বৎসর এই কারখানা কি ভাবে পুড়িয়া গিয়াছিল তাহা কি আপনার স্মরণ আছে! উঃ, সে কি ভীষণ অগ্নিকাণ্ড! ফায়ার-ব্রিগেডের লোকগুলি মোমের পুতুলগুলা ধ্বংস-মুখ হইতে রক্ষা করিবার জন্য ঘরের ভিতর হইতে বাহির করিয়া আনিতেছিল—আর আগুনের ভীষণ উত্তাপে মোমগুলা বরফের মত গলিয়া পড়িতেছিল ; সেই শোচনীয় দৃশ্য এখনও ভুলিতে পারি নাই। সেই সকল সুন্দর মূর্ত্তির একটিও অবিকৃত আছে কি না জানি না ; কিন্তু এই কারখানার যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার আর কখন পূরণ হইবে? শুনিতেছি কারখানার জীর্ণ সংস্কার শেষ হইয়াছে, বর্ত্তমান বৎসরেই কারখানা খোলা হইবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, মোমের অনেক পুতুল নষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু আসল ছাঁচগুলি সমস্তই বর্ত্তমান ; সুতরাং সেই ছাঁচের সাহায্যে পুনর্ব্বার পুতুল নির্ম্মাণ করা কঠিন হইবে না। সেই ছাঁচ ফ্রান্সে আছে, এবং শুনিয়াছি সেই দেশেই নূতন নূতন মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইতেছে।"—তিনি হঠাৎ পশ্চাতে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, "টাইগারের আবার কি হইল স্মিথ! নূতন কোন শিকার পাইল না কি?"

স্মিথ সেই নব-নির্ম্মিত কারখানার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, টাইগার সেই কারখানার একটি পাশ-দরজার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া রুদ্ধদ্বারের চৌকাঠ সম্মুখের দুই পায়ের নখ দিয়া আঁচড়াইতেছিল, যেন দ্বার খুলিবার জন্য তাহার অত্যন্ত আগ্রহ হইয়াছিল; কিন্তু দ্বার খুলিতে না পারিয়া সে গোঁ-গোঁ শব্দ করিয়া ব্যগ্রভাবে ঠেলাঠেলি করিতে লাগিল।

স্মিথ বলিল, "টাইগার কারখানার ঐ দরজায় প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছে কেন কর্ত্তা! ওখানে কি শিকার মিলিবে? ঐ বাড়ী ত এখন সম্পূর্ণ নির্জ্জন; গৃহ-প্রবেশের পূর্ব্বে ওখানে কাহারই বা কি প্রয়োজন? কোন ইঁদুর কি বিড়ালকে কোন দিক দিয়া কারখানার ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়াছে কি না বলিতে পারি না।"

মিঃ ব্লেক কারখানার সম্মুখস্থ পথে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি টাইগারকে দুই তিনবার আহ্বান করিলেন, কিন্তু টাইগার তাঁহার আদেশ গ্রাহ্য করিল না; তিনি পুনর্ব্বার শিষ দিলেন, সে তাঁহার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না! টাইগার প্রায় কখন তাঁহার অবাধ্য হইত না। সুতরাং তাহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া মিঃ ব্লেক অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন, এবং ব্যাপার কি জানিবার জন্য স্মিথকে সঙ্গে লইয়া টাইগারের নিকট উপস্থিত হইলেন; এবং তাহার মস্তকে মৃদু চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন, "তোর হইয়াছে কি বল ত?" কিন্তু টাইগার মুখ তুলিল না, তাঁহার আদর, সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া সেই রুদ্ধদ্বার পুনঃপুনঃ ঠেলিতে লাগিল।

এবার স্মিথ তাহার গলার কলারে শিকল আঁটিয়া বলিল, "ওরে বেটা আহাম্মুক! (idiot) এখানে কি ইঁদুর দেখিয়াছিস? না, অন্য কোন শিকার তোর নজরে পড়িয়াছে? রাত্রি হইয়াছে, চল বাড়ী যাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ইঁদুর-টিঁদুর দেখিলে কি টাইগার অতখানি বিচলিত হইত? ব্যাপার কি, বুঝিতে পারিতেছি না!"—তিনি পকেট হইতে বিজলিবাতি বাহির করিয়া সেই দ্বারের হাতলটি চাপিয়া ধরিলেন।—তাহার পর তাহা ঘুরাইয়া ভিতরে ঠেলিতে দ্বার অল্প খুলিয়া গেল।

দ্বার খোলা আছে দেখিয়া মিঃ ব্লেক বিস্মিত হইলেন; তিনি স্মিথকে বলিলেন, "দ্বার এভাবে খোলা থাকিবার ত কোন কারণ নাই স্মিথ। এই দ্বার খুলিয়া কাহারও ভিতরে প্রবেশ করিবারও অধিকার নাই। যেন একটা রহস্যের আভাস পাওয়া যাইতেছে। তবে কোন দস্যু তস্কর চুরীর উদ্দেশ্যে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়াছে—ইহা বিশ্বাসের অযোগ্য; কারণ চুরী করা যাইতে পারে এরূপ কোন সামগ্রী এখানে এখনও আনীত হয় নাই। বাড়ীর প্রহরী অসাবধানতা বশতঃ দ্বার খুলিয়া রাখিয়া গিয়াছে কি না বুঝিতে পারিতেছি না।"

মিঃ ব্লেক দরজা সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত করিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু খুলিতে পারিলেন না, যেন কপাটের অন্তরালে কোন ভারী জিনিস ছিল—তাহাতেই দ্বার বাধিয়া গেল। তিনি কাঁধ বাধাইয়া (put his shoulder) ধাক্কা দিলেন, তথাপি দ্বার সম্পূর্ণভাবে উন্মুক্ত হইল না। টাইগার দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া জোরে জোরে শ্বাস গ্রহণ করিল, তাহার পর ঊর্দ্ধে মুখ তুলিয়া গুরুগম্ভীর হুঙ্কার দিল। তাহার সেই হুঙ্কারে আতঙ্কের আভাস ছিল। টাইগারের সেইরূপ কণ্ঠস্বর শুনিয়া স্মিথের মন কি এক অজ্ঞাত ভয়ে পূর্ণ হইল।

মিঃ ব্লেক যথাসাধ্য চেষ্টায় কপাট জোড়াটা আর একটু ফাঁক করিলেন, তাহার পর দ্বারের ভিতর মাথা ও হাত পুরিয়া দিয়া তাঁহার হস্তস্থিত বিজলি বাতির আলোকে সেই কক্ষের অভ্যন্তরভাগ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখিলে লাগিলেন। দুই এক মিনিট পরে তিনি সভয়ে অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন, তাঁহার কম্পিত হস্ত হইতে বিজলি-বাতিটা খসিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। কিন্তু তিনি যথাসাধ্য চেষ্টায় আত্মসম্বরণ করিয়া দৃঢ়মুষ্টিতে বাতিটা ধরিয়া রহিলেন।

মিঃ ব্লেক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন, সেই কক্ষের মধ্যস্থলে একটি মৃতদেহ পড়িয়া আছে—তাহা বীটের কনষ্টেবলের মৃতদেহ। মিঃ ব্লেক স্মিথকে সঙ্গে লইয়া মৃতদেহের নিকট উপস্থিত হইলেন, পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিলেন—অল্প কাল পূর্ব্বে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল। স্মিথ বিহ্বলদৃষ্টিতে মৃতদেহের দিকে চাহিয়া বলিল, "কি সর্ব্বনাশ। আমাদের পাড়ায় পুলিশ খুন? লোকটাকে ছোরা মারিয়া হত্যা করা হইয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি এখনই একজন কনষ্টেবল ডাকিয়া আন। নিকটেই বোধ হয় কাহাকেও দেখিতে পাইবে। যত শীঘ্র পার ফিরিয়া আসিবে।"

স্মিথ তৎক্ষণাৎ সেই কক্ষ হইতে প্রস্থান করিল। মিঃ ব্লেক ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিলেন,তাহার পর মৃতদেহের নিকট গিয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। তিনি সেই কক্ষে অন্য কোন লোক দেখিতে পাইলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার মনে হইল, হত্যাকারী তখনও সেই অট্টালিকা ত্যাগ করে নাই, হয় ত কোন নিভৃত স্থানে লুকাইয়া আছে। সে হঠাৎ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকেও আক্রমণ করিতে পারে এই আশঙ্কায় তিনি আত্মরক্ষার জন্য পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিলেন। টাইগার তাঁহার পাশে দাঁড়াইয়া একবার তাঁহার মুখের দিকে আর একবার মৃতদেহের দিকে চাহিতেছিল। মিঃ ব্লেক তাহাকে গুড়ি মারিয়া বসিয়া পড়িবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। টাইগার তৎক্ষণাৎ চারি পা গুটাইয়া বুকে ভর দিয়া তাঁহার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল :

স্মিথের ফিরিয়া আসিতে অধিক বিলম্ব হইল না; কিন্তু মিঃ ব্লেকের মনে হইল সে যেন কতকাল পূর্ব্বে বাহিরে গিয়াছে। তাহার অনুপস্থিতিতে তিনি অসহিষ্ণু হইয়া পুনঃ পুনঃ দ্বারের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে স্মিথ দ্বার ঠেলিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহার পশ্চাতে একজন কনষ্টেবল। কনষ্টেবলটি সেই কক্ষে প্রবেশ করিবাই মিঃ ব্লেককে দেখিতে পাইল। সে তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া অভিবাদন করিয়া বলিল, "ব্যাপার কি মিঃ ব্লেক! আপনার সহকারী মিঃ স্মিথ বলিতেছিলেন—আমাদের এক জন লোক এখানে খুন হইয়াছে।"

মিঃ ব্লেক অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "এই দেখ তাহার মৃতদেহ এখানে পড়িয়া আছে। আমরা ঐ পথ দিয়া বাড়ী যাইতেছিলাম। আমার কুকুর হঠাৎ দরজার কাছে আসিয়া এই কক্ষে প্রবেশের চেষ্টা করায় আমাদের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হয়। দরজা বন্ধ ছিল না, আমি দরজার হাতল ঘুরাইয়া দরজা খুলিতে পারিয়াছিলাম। দরজার কাছে দাঁড়াইয়া বিজলি-বাতির আলোকে দেখিতে পাই মৃত-দেহটি এই স্থানে পড়িয়া আছে; তখন স্মিথকে লইয়া আমি ভিতরে
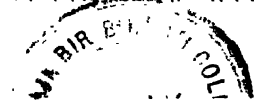
আসিয়া মৃতদেহ পরীক্ষা করিলাম, লোকটা সন্ধ্যার পরই নিহত হইয়াছে। আমার আদেশে স্মিথ তোমাকে ডাকিয়া আনিয়াছে।"

কনষ্টেবল মৃতব্যক্তির মুখের দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিল, সে উত্তেজিত স্বরে বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! এ যে আমাদেরই টম হোলিস্! আহা, ছোকরা অল্প দিন মাত্র চাকরীতে ঢুকিয়াছে। এ উহারই বীট। টম বোধ হয় ঘণ্টা খানেক আগে এই পথে বাহির হইয়াছিল। হাঁ, এখনও এক ঘণ্টা পূর্ণ হইয়াছে কি না সন্দেহ। এই অল্প সময়ের মধ্যে হঠাৎ উহাকে কে খুন করিল? —হাঁ, এ হত্যাকাণ্ডই বটে। কেহ কোন দুরভিসন্ধিতে উহাকে হত্যা করিয়াছে। এই সন্ধ্যাকালে সদর রাস্তার উপর পুলিশ খুন! এ যে বড়ই ভীষণ কাণ্ড মিঃ ব্লেক!"

কনষ্টেবল্ তাহার হুইশ্ল বাহির করিয়া তাহাতে সবেগে ফুৎকার প্রদান করিল। সেই স্তব্ধরাত্রে হুইশ্লের শব্দ বহুদূরে প্রতিধ্বনিত হইল। বিপন্ন হইয়া সহযোগীগণের সাহায্য প্রার্থনার জন্য পুলিশের হুইশ্লে যেরূপ ইঙ্গিত করা হয়, সে তাহার হুইশ্লেও সেইরূপ শব্দ করিল; তাহা আতঙ্কপূর্ণ আহ্বানধ্বনি (alarming summons.)

দূরে পদশব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যে দুই জন দীর্ঘদেহ বলবান কনষ্টেবল নৈশকুজ্ঝটিকার গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া সেই কক্ষের দ্বারে উপস্থিত হইল, তাহারা দ্বারপ্রান্ত হইতে ভিতরের দিকে চাহিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে মিঃ ব্লেকের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

আগন্তুকদ্বয়ের এক জন সার্জ্জেণ্ট, দ্বিতীয় ব্যক্তি কনষ্টেবল।

তাহাদিগকে দেখিয়া প্রথমাগত কনষ্টেবল আবেগকম্পিত স্বরে বলিল, "ভয়ঙ্কর ব্যাপার সার্জ্জেণ্ট! টম হোলিস্‌কে কে খুন করিয়াছে। মিঃ ব্লেক এই পথ দিয়া যাইতে যাইতে সন্দেহক্রমে এখানে আসিয়া টমের মৃতদেহ ঐভাবে পড়িয়া থাকিতে দেখিতে পান। উঁহার সহকারী মিঃ স্মিথ আমাকে এখানে ডাকিয়া আনিয়াছেন। ঐ দেখুন বুকে ছোরা মারিয়া উহাকে হত্যা করা হইয়াছে।

সার্জ্জেণ্ট মৃতদেহের পাশে বসিয়া ক্ষত পরীক্ষা করিল, তাহার পর উঠিয়া

দাঁড়াইয়া বলিল, "হাঁ, হত্যাকাণ্ড—এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তোমাদের এক জন এই মুহূর্ত্তে থানায় গিয়া বিভাগীয় সার্জ্জেনকে এখানে আসিবার জন্য 'ফোন' কর। তাহার পর ফোনে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডেও সংবাদ দিবে। মিঃ ব্লেক আপনি পথ দিয়া চলিতে চলিতে হঠাৎ এই নির্জ্জন কক্ষে প্রবেশ করিয়া মৃতদেহটি আবিষ্কার করিলেন—এ বড়ই তাজ্জবের কথা!"

মিঃ ব্লেকের মনে হইল সার্জ্জেণ্টটার সন্দেহ হইয়াছে—তিনি পূর্ব্বেই এই হত্যা রহস্যের কোন সূত্র কোন উপায়ে আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এই কক্ষে তাঁহার আবির্ভাব আকস্মিক নহে।—সার্জ্জেণ্টের এই সন্দেহ ভঞ্জনের উদ্দেশ্যে তিনি বলিলেন, "আমি ও স্মিথ আমার ব্লড হাউণ্ড টাইগারকে সঙ্গে লইয়া সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইয়াছিলাম। এই পথ দিয়া বাড়ী ফিরিতেছিলাম—টাইগার হঠাৎ পথ হইতে ঐ দরজার কাছে আসিয়া দরজা খুলিবার চেষ্টা করে, সম্ভবতঃ সে পথ হইতেই মৃতদেহের ঘ্রাণ পাইয়াছিল। টাইগারের ঐরূপ ব্যবহারের কারণ বুঝিতে না পারিয়া আমরা দরজার হাতল ঘুরাইয়া দ্বার খুলিলাম, দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ ছিল না। বিজলি-বাতির সাহায্যে দ্বারপ্রান্ত হইতেই টমের মৃতদেহ দেখিতে পাইলাম। ভিতরে আসিয়া মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিলাম—কেহ ছোরা মারিয়া টমকে খুন করিয়াছে। এক জন কন্‌ষ্টেবল ডাকিয়া আনিবার জন্য স্মিথকে তৎক্ষণাৎ বাহিরে পাঠাইলাম। তোমরা টমের মৃতদেহ যে অবস্থায় দেখিতে পাইলে আমিও তাহা ঠিক ঐ অবস্থায় দেখিতে পাইয়াছিলাম।"

সার্জ্জেণ্ট মিঃ ব্লেককে বলিল, "আপনি এখানে আসিয়া অন্য কোন লোক দেখিতে পান নাই? যে ব্যক্তি টমকে খুন করিয়াছে তাহার সন্ধান জানিতে পারেন নাই?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, আমি জনপ্রাণীকেও দেখিতে পাই নাই, তবে আমার মনে হইয়াছিল হত্যাকারী এই অট্টালিকার কোন অংশে লুকাইয়া আছে। আমার এই সন্দেহ এখনও দূর হয় নাই।"

সার্জ্জেণ্ট বলিল, "আপনি অন্য কোন দিকে গিয়া হত্যাকারীকে খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করেন নাই?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, আমি তাহার অবসর পাই নাই।"

সার্জ্জেণ্ট তাহার হাতের লণ্ঠনের কাচ ঘুরাইয়া দিলে শুভ্র উজ্জ্বল আলোক নিঃসারিত হইল। সেই আলোকে সে দেখিতে পাইল সেই কক্ষের অন্য প্রান্তে একটি দ্বার আছে; সেই দ্বার খুলিয়া কক্ষান্তরে যাইতে পারা যায় ইহাও সে বুঝিতে পারিল।

সার্জ্জেণ্ট অস্ফুটস্বরে বলিল, "এই বাড়ীখানা অত্যন্ত অপয়া (unlucky) বাড়ী। গতবৎসর ইহা আগুনে ভস্মীভূত হইয়াছিল, এবার মেরামত শেষ হইবামাত্র এই বাড়ীতে মানুষ খুন হইল! এই মোমবাতীর কারখানা এখনও অব্যবহার্য্য অবস্থায় পড়িয়া আছে, এখানে কোন মূল্যবান পদার্থ নাই; কেহ যে চুরী ডাকাতী করিবার মতলবে এখানে আসিয়াছিল, ইহা বিশ্বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এই হত্যাকাণ্ডের সহিত চুরীর কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয় না। এই বাড়ীতে কেহ শুইয়া থাকে কি না, সন্দেহ। তবে আমি জানি এই কারখানার মালিক মিঃ বৌটার্ড দিবসে এখানে আসিয়া থাকেন, এবং কোন কোন দিন গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত থাকিয়া কাজকর্ম্ম দেখাশুনা করেন। আমি এক এক দিন রাত্রি দশটার সময় তাঁহাকে এই বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়াছি। তাঁহারা চলিয়া যাইবার পর দরজাগুলি বন্ধ আছে কি না তাহা আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। কেহ যে দ্বারের তালা ভাঙ্গিয়া এখানে প্রবেশ করিয়াছিল ইহা বিশ্বাস করা কঠিন।"

সার্জ্জেণ্ট সেই কক্ষের বহির্দ্বারে একজন কন্‌ষ্টেবলকে পাহারায় রাখিয়া মিঃ ব্লেক ও স্মিথকে সঙ্গে লইয়া সেই অট্টালিকার বিভিন্ন অংশ পরীক্ষা করিতে চলিল। সে প্রথমে সেই কক্ষের অন্য প্রান্তস্থিত দ্বারটি খুলিয়া গেলারীতে প্রবেশ করিল। সেই গেলারীর ঊর্দ্ধে কাঠের ছাদ। গেলারীর বিভিন্ন অংশে বহুসংখ্যক নরনারীর মূর্ত্তি সংস্থাপিত। যেন শ্রেণীবদ্ধ নর নারীর প্রাণহীন দেহ নিস্তব্ধ ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, সে দৃশ্য অত্যন্ত গম্ভীর। স্মিথের মনে হইল

সে কোন মায়াপুরীতে প্রবেশ করিয়াছে ; যেন সেই পুরীর অধিবাসীবৃন্দ কোন রাক্ষসের অভিসম্পাতে পাষাণে পরিণত হইয়াছে। সেই দৃশ্য দেখিয়া স্মিথের বক্ষঃস্থল কি এক অজ্ঞাত ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। মিঃ ব্লেক সার্জ্জেন্ট ও স্মিথসহ সেই অট্টালিকার সুপ্রশস্ত হলঘরে প্রাচীন ও আধুনিক যুগের কত বিখ্যাত নর নারীর মোমের মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন তাহার সংখ্যা নাই। বহু প্রসিদ্ধ রাজা, রাণী, রাজনীতিক, কর্ম্মী, বীর, কবি, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, এমন কি বিখ্যাত দস্যু তস্করের প্রতিচ্ছবি সমূহ সুশৃঙ্খল ভাবে সন্নিবিষ্ট। যাহারা খ্যাতি বা অখ্যাতি (fame or notoriety) লাভ করিয়া ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়াছে—তাহারাই এই শিল্প শালায় স্থানলাভ করিয়াছে। তাহাদের প্রত্যেকের মোমের মূর্ত্তি সমাদরে সংরক্ষিত হইয়াছে। অধিকাংশ মূর্ত্তি সুরঞ্জিত, তাহাদের উপর বৈদ্যুতিক দীপের উজ্জ্বল আলোক প্রতিফলিত হওয়ায় সেগুলি জীবন্তবৎ প্রতিভাত হইতেছিল। একজন ক্রীকেট বীরের পাশে লণ্ডনের একজন খ্যাতনামা অভিনেতা দণ্ডায়মান। ফ্লরেন্স নাইট্ইঙ্গেল ও জ্যাক ডেম্পসি পরস্পরের মুখের দিকে নীরবে চাহিয়া আছেন।

এরূপ শিল্পশালায় নরহত্যার দৃশ্য অত্যন্ত অশোভন ; কিন্তু সেখানে আধুনিক যুগের নরহন্তাগণের মূর্ত্তিগুলি দণ্ডায়মান থাকিয়া দর্শকগণের মনে আতঙ্ক সঞ্চার করিতেছিল।

পুলিশ সার্জ্জেন্ট সেই প্রকাণ্ড হলের ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ থামিয়া মিঃ ব্লেককে বলিল, "এই রাত্রিকালে এখানে আসিয়া মন বড়ই দমিয়া গেল মিঃ ব্লেক! কিন্তু আর এক কাণ্ড দেখিয়াছেন ? এখানে নিশ্চয়ই কোন লোক আছে। ঐ দেখুন ঐদিকে একটা আলো দেখা যাইতেছে।"

মিঃ ব্লেক সেই হলের অন্য প্রান্তে একটা আলো দেখিতে পাইলেন বটে, কিন্তু হলের সেই অংশে কোন মানুষ আছে কি না তাহা বুঝিতে পারিলেন না। যে ব্যক্তি কনষ্টেবল টমকে হত্যা করিয়াছে সে যে ধরা দেওয়ার জন্য আলো জ্বালিয়া সেখানে বসিয়া ছিল, মিঃ ব্লেক ইহাও বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি সার্জ্জেন্টের সঙ্গে সেই আলো লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইলেন। স্মিথ

নিঃশব্দে তাঁহার অনুসরণ করিল। তাহার মনে হইল যে ব্যক্তি কনষ্টেবলটিকে হত্যা করিয়াছিল, সে যদি মোমনির্ম্মিত মূর্ত্তিগুলির (**waxen dummies**) আড়ালে লুকাইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করা নিতান্ত সহজ হইবে কি ?

কয়েক মিনিট পরে তাঁহারা হলঘরের অপর প্রান্তে উপস্থিত হইলেন ; তাঁহারা দেখিলেন কতকগুলি সোপান হলঘরের মেঝে হইতে মেঝের নীচের দিকে নামিয়া গিয়াছে। সেই সোপানের মাথায় একটি বাতি জ্বলিতেছিল। সেই বাতির নিকট আসিয়া সার্জ্জেণ্ট মিঃ ব্লেককে বলিল, "এই সিঁড়িগুলি দিয়া ভূগর্ভস্থ কক্ষে প্রবেশ করিতে পারা যায়। তাহাই কারখানার কর্ম্মশালা, কারখানার মালিক মসিয়ে বৌটার্ড সেখানে কাজকর্ম্ম করেন, নীচেই গুদাম, রাশি রাশি মূর্ত্তি সেই গুদামে সঞ্চিত আছে। গতবৎসর অগ্নিকাণ্ডে বিস্তর মোমের মূর্ত্তি শ্রীহীন হইয়াছিল ; মসিয়ে বৌটার্ড দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া সেইগুলির সংস্কার করিতেছেন। একদিন তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া গিয়া ঐ কর্ম্মশালা ও গুদামটি দেখাইয়াছিলেন। লোকটি খর্ব্বকায়, বৃদ্ধ, কিন্তু অসাধারণ গুণী লোক। তাঁহার হাতের গুণে পুতুলগুলি সজীব বলিয়া মনে হয়। এমন কি, অনেক সুদক্ষ ভাস্কর তাঁহাকে ওস্তাদ বলিয়া সম্মান করে ; কিন্তু লোকটি অতি নিরীহ, এমন ভাল মানুষ যে, বিড়ালকে পর্য্যন্ত 'ছেই' বলেন না ! (**who would not harm a mouse**)

মিঃ ব্লেক সার্জ্জেণ্টের সঙ্গে সিঁড়ি দিয়া ভূগর্ভস্থিত কর্ম্মশালার দ্বারে উপস্থিত হইলেন, স্মিথ নিঃশব্দে তাঁহার অনুসরণ করিল। দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া তাঁহারা একটি অনুচ্চ কক্ষ (a low-ceilinged room) দেখিতে পাইলেন। ছয় সাতটি বিজলী দীপের উজ্জ্বল আলোকে সেই কক্ষ উদ্ভাসিত।

সেই কক্ষটি দেখিয়া মিঃ ব্লেকের মনে হইল তিনি শবপূর্ণ কোন শ্মশান-ভবনে প্রবেশ করিয়াছেন। এক এক দিকে লম্বা লম্বা তক্তার উপর মোমের বহুসংখ্যক মূর্ত্তি শায়িত ছিল ; দেখিয়া মনে হয় যেন কতকগুলি মৃতদেহ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে পতিত আছে। প্রাচীর গাত্রে সেল্‌ফ, তাহাদের উপর কতকগুলি

মূর্ত্তি সংস্থাপিত। সেই মূর্ত্তিশালা সাধারণের জন্য উন্মুক্ত হইলে এই সকল মূর্ত্তি গেলারীতে লইয়া গিয়া যথাস্থানে স্থাপিত হইবে। অন্য দিকে কাঠের বেঞ্চির উপর কতকগুলি মূর্ত্তি সংস্থাপিত ছিল; কোনটির নাক নাই, কোনটির চোখ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, কোনটির কান ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। মসিয়ে বৌটার্ড সেইগুলির মেরামত করিতেছিলেন। কতকগুলির কাচের চোখ বসাইয়া, মাথায় চুল দিয়া, মুখে রঙ দিয়া তাহাদের ক্রটি সংশোধন করা হইতেছিল। সেই কক্ষের এক প্রান্তে কতকগুলি কাঠের বাক্স পড়িয়াছিল; সেই সকল প্যাকিং বাক্সে কতকগুলি পুতুলের আদর্শ ফ্রান্স হইতে আনীত হইয়াছিল। কোন কোন বাক্স খোলা পড়িয়াছিল, কোন কোন বাক্স হইতে মূর্ত্তি তখনও বাহির করা হয় নাই। একখানি বেঞ্চির নীচে একটি মূর্ত্তি শায়িত ছিল। তাহার পা-দুখানি মাত্র দেখা যাইতেছিল। মিঃ ব্লেক দেখিলেন, তাহার পা দুখানি 'পেটেণ্ট' চামড়ার জুতায় আচ্ছাদিত। মিঃ ব্লেকের মনে হইল—তাহা মোমের পুতুলের পা নয়। মিঃ ব্লেক সেই দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে পা দুখানি যেন হঠাৎ একটু নড়িয়া উঠিল; তিনি এই দৃশ্যে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বেঞ্চিখানি টানিয়া সরাইয়া ফেলিলেন, দেখিলেন, সত্যই তাহা মনুষ্য-দেহ। লোকটি খর্ব্বকায়, মুখে পাকা গোঁফ, মাথার মধ্যস্থানে টাক। টাকের চারি দিকে যে চুলগুলি ছিল, তাহা পাকিয়া সাদা হইয়া গিয়াছিল। লোকটি নিমিলিত নেত্রে অচেতন অবস্থায় পড়িয়া ছিল। তাহার মাথায় কোন ভারি অস্ত্রদ্বারা কেহ আঘাত করিয়াছিল; মাথা ফাটিয়া রক্ত পড়িতেছিল। সেই রক্তে তাহার মাথার চুলের ও গোঁফের কিয়দংশ রঞ্জিত হইয়াছিল।

পুলিশের সার্জ্জেণ্ট মিঃ ব্লেকের পাশে আসিয়া সেই লোকটির মুখের দিকে চাহিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! ইনিই যে মসিয়ে বৌটার্ড! ইহাকে কে খুন করিল? এক রাত্রে এই বাড়ীতে জোড়া খুন!"

মিঃ ব্লেক কোন কথা না বলিয়া অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে মসিয়ে বৌটার্ডের দেহের পাশে বসিয়া পড়িলেন। তিনি সেই নিস্পন্দ দেহ পরীক্ষা করিয়া

বুঝিতে পারিলেন, মসিয়ে বোটার্ড অত্যন্ত জখম হইলেও দেহে প্রাণ আছে। তাহার মস্তকের আঘাত সাংঘাতিক হইয়াছিল বটে, কিন্তু ধমনীর গতি রহিত হয় নাই। (his pulse was still beating)

মিঃ ব্লেক সার্জ্জেণ্টকে বলিলেন, "ইনি মস্তকে প্রচণ্ড আঘাত পাইলেও এখন পর্য্যন্ত জীবিত আছেন। যে ব্যক্তি ইহাকে এই ভাবে জখম করিয়াছে সেই লোকটাই কন্‌ষ্টেবলটিকে ছোরা মারিয়া হত্যা করিয়াছে। ইহার আততায়ী নিশ্চয়ই কোন দুর্দ্দান্ত নরহন্তা। সে কি উদ্দেশ্যে ইহাকে এভাবে জখম করিয়া কন্‌ষ্টেবলটিকে হত্যা করিয়াছে—তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে না; কিন্তু চুরী ডাকাতির উদ্দেশ্যে এ কাজ করে নাই।"

মিঃ ব্লেকের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই পুলিশ ইন্‌স্পেকটর ও পুলিশের ডাক্তার সহ পূর্ব্বোক্ত কন্‌ষ্টেবল সেই ভূগর্ভস্থ কক্ষে প্রবেশ করিল। ইন্‌স্পেকটরের নাম মিঃ গাইমার। মিঃ ব্লেকের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল।

ইন্‌স্পেকটর গাইমার মিঃ ব্লেকের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "আপনি এখানে আসিয়াছেন—এ সংবাদ পূর্ব্বেই পাইয়াছি মিঃ ব্লেক! এ যে বড়ই ভয়ানক ব্যাপার। আমার থানার একজন কন্‌ষ্টেবলকে ছোরা মারিয়া সাবাড় করিয়াছে, আবার এখানে এ কি ব্যাপার? আর একজনও খুন হইয়াছে না কি?"

সার্জ্জেণ্ট ইন্‌স্পেক্টরকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "ইনি এই মোমের কারখানার (wax works) মালিক মসিয়ে বোটার্ড। এখনও জীবিত আছেন। ইঁহাকে বেঞ্চির তলা হইতে এই অবস্থায় বাহির করিয়াছি। আমরা এই কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখি এই বিজলি-বাতিগুলি এই ভাবেই জ্বলিতেছিল। ইনি আহত হইয়া বেঞ্চির নীচে পড়িয়া ছিলেন।"

ইন্‌স্পেক্টর গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "বেচারা হোবিলস্‌কে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া হত্যা করা হইয়াছে; তাহাকে কুকুরের মত খুন করিয়াছে; সে আত্মরক্ষার সুযোগ পায় নাই। কি শোচনীয় মৃত্যু! মিঃ ব্লেক, আপনিই ত সর্ব্বপ্রথমে এখানে আসিয়াছিলেন, হত্যাকারীর সন্ধান জানিতে পারিয়াছেন কি? আমরা তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারি, এরূপ কোন সংবাদ দিতে পারিবেন না?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "পারিলে ত ভাল হইত; কিন্তু আমি ও স্মিথ এখানে আসিয়া তাহাকে দেখিতে পাই নাই; সে এই ভদ্রলোকটিকে এই ভাবে আহত করিয়া বেঞ্চির নীচে ফেলিয়া রাখিয়া যখন পলায়ন করে, সেই সময় বোধ হয় কনষ্টেবল হোলিস সন্দেহক্রমে এই অট্টালিকায় প্রবেশ করিয়াছিল; আততায়ী তাহাকে হত্যা করিয়া নির্ব্বিঘ্নে সরিয়া পড়িয়াছে। টাইগারকে লইয়া আমরা এই পথ দিয়া বাড়ী যাইতেছিলাম; টাইগার হঠাৎ বহির্দ্বারে আসিয়া গৃহে প্রবেশের চেষ্টা করে। আমরা তাহার ব্যবহারে বিস্মিত হইয়া তাহার অনুসরণ করি। বাহিরের দ্বার তালা দিয়া বন্ধ না থাকায় আমরা অট্টালিকায় প্রবেশ করিয়া হোলিসের মৃতদেহ দেখিতে পাই: তাহার পর সার্জ্জেন্টের সঙ্গে এই গুদামে আসিয়া গৃহস্বামীকে বেঞ্চির নীচে এই অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখি।"

পুলিশের ডাক্তার মসিয়ে বৌটার্ডের ক্ষত পরীক্ষা করিয়া, ব্যাগ হইতে যন্ত্রপাতি বাহির করিলেন। তিনি ক্ষত ধৌত করিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিলেন।

ইন্‌স্পেক্টার গায়মার নোটবহি ও পেন্সিল বাহির করিয়া তাঁহার মন্তব্য লিখিতে লিখিতে বলিলেন, "কাণ্ডটা আগাগোড়া রহস্যপূর্ণ! তবে সুখের বিষয় এই যে, মসিয়ে বৌটার্ডের প্রাণের আশঙ্কা নাই। আশা করি শীঘ্রই উঁহার চেতনা-সঞ্চার হইবে। উঁহার কথা কহিবার শক্তি হইলেই আমাদিগকে সকল কথা বলিতে পারিবেন; তখন হত্যাকারীকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করিতে পারিব। অবস্থা দেখিয়া আমারও ধারণা হইয়াছে—ইনি যখন এই গুদামে বসিয়া কাজ করিতেছিলেন সেই সময় আততায়ী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া আহত হইয়াছিলেন। তাহার পর সে যখন পলায়ন করে সেই সময় কনষ্টেবল হোলিস্ এই অট্টালিকায় প্রবেশ করিয়া তাহাকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করিয়াছিল। সে হোলিস্‌কে হত্যা করিয়া দ্বার খুলিয়া পলায়ন করিয়াছে, তাড়াতাড়িতে সে চাবি দিয়া দ্বার বন্ধ করিবার সুযোগ পায় নাই। বিশেষতঃ, চাবিও তাহার কাছে ছিল না। আততায়ী বোধ হয় কোন কৌশলে ঐ অট্টালিকায় প্রবেশ করিয়াছিল; দ্বার ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করে নাই, এ বিষয়ে আমরা

নিঃসন্দেহ। যদি সে দ্বার বন্ধ করিয়া যাইবার সুযোগ পাইত তাহা হইলে কাল প্রভাতের পূর্ব্বে এই হত্যাকাণ্ডের কথা আমরা জানিতে পারিতাম না। তাহা হইলে মসিয়ে বৌটার্ডের প্রাণ রক্ষা হইত না।”

ডাক্তার ব্রেক বলিলেন, “সে কথা সত্য। কন্‌ষ্টেবল হোলিসের মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে। এই ভদ্রলোকটিও প্রায় সেই সময়েই আহত হইয়াছিলেন। এই একঘণ্টা উনি জীবিত আছেন বটে; কিন্তু আর কিছুকাল বিনা-চিকিৎসায় পড়িয়া থাকিলে শোণিত-ক্ষয়েই উঁহার মৃত্যু হইত। এরূপ সাংঘাতিক আঘাত সহ্য করিয়াও উনি জীবিত আছেন দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম। উঁহার মাথার হাড় অসাধারণ মোটা (an exceptionally thick skull) বলিয়াই এই প্রচণ্ড আঘাত উনি বরদাস্ত করিতে পারিয়াছেন; অন্য কোন লোকের মস্তিষ্ক ঐ আঘাতে বিদীর্ণ হইত, এবং তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হইত। আশা করি আর কিছুকাল পরেই উনি সুস্থ হইবেন। লোকটি বৃদ্ধ বটে, কিন্তু ঐ বয়সে এরূপ সুস্থ ও বলবান ব্যক্তি সর্ব্বদা চোখে পড়ে না।”

ইন্‌স্পেক্টর গায়মার বলিলেন, “আমি থানা হইতে আসিবার সময় স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে টেলিফোন করিয়া আসিয়াছি; কিন্তু সেখানে তখন ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ভিন্ন অন্য কেহ ছিলেন না, এ জন্য তাঁহাকেই এখানে আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছি॥ আশা করি তিনি শীঘ্রই এখানে আসিতে পারিবেন।”

তৃতীয় পর্ব্ব

মুখোসধারী কে ও

ইন্‌স্পেক্টর গায়মারের এই অনুমান মিথ্যা হয় নাই। কয়েক মিনিট পরেই ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তিনি মিঃ ব্লেক্‌কে দেখিয়া উৎসাহভরে বলিলেন, "হুঁ, শুধুই কি গোয়েন্দাগিরি করিয়া চুল পাকাইলাম? আমি ঠিক বুঝিয়াছিলাম—এখানে আসিয়া নিশ্চয়ই তোমাকে দেখিতে পাইব ব্লেক। কিন্তু ব্যাপার কি বল ত। গায়মার টেলিফোনে বলিয়াছিল—এখানে একটা কনষ্টেবল খুন হইয়াছে—কিন্তু এখন দেখিতেছি জোড়া খুন! উপরে একটি নীচে একটি,—এই বুড়াটিও—না, এখনও বাঁচিয়া আছে দেখিতেছি! এ সকল কি কাণ্ড ব্লেক!"

ইন্‌স্পেক্টর গায়মার বলিলেন, "এই ভদ্রলোকটিকেও হত্যা করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, তবে ডাক্তার বলিতেছেন মাথার হাড় খুব পুরু বলিয়া মস্তকটি ছাতু হয় নাই; কাজেই কোন প্রকারে প্রাণরক্ষা হইয়াছে।"—অনন্তর তাঁহারা সেখানে আসিয়া যাহা জানিতে পারিয়াছিলেন তাহা তিনি ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে বলিলেন।

সকল কথা শুনিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মুখখানি অস্বাভাবিক গম্ভীর করিয়া বলিলেন, "সকল কথাই ত বলিলে, কিন্তু আসল কথাটা যে বুঝিতে পারিলাম না! তোমরাও বোধ হয় তাহা বুঝিবার চেষ্টা কর নাই। তুমি তো ছেলেমানুষ গায়মার কিন্তু ব্লেক বহুদর্শী গোয়েন্দা, তাঁহারও খেয়াল হইল না যে, হত্যাকারী এই ভদ্রলোকটিকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিল—ইহার নিশ্চয়ই কোন কারণ ছিল। কি উদ্দেশ্যে সে ইহাকে খুন করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহা স্থির করিতে পার নাই? তবে এতক্ষণ এখানে আসিয়া কি করিয়াছ? যদি চুরী করাই উদ্দেশ্য হয়—তাহা হইলে জানা উচিত ছিল ভদ্রলোকটি এখানে যথেষ্ট টাকা বা কোন মূল্যবান সামগ্রী অর্থাৎ হীরক জহরত প্রভৃতি—লুকাইয়া রাখিতেন কি না?—এ বিষয়ের সন্ধান

লইয়াছ, না সকল ভার আমার ঘাড়ে চাপাইবে ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছ? ডাক্তার ত বুড়ার মাথায় পটি বাঁধিয়া নিজের কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছেন, তোমরা কতদূর কি তদন্ত করিয়াছ বল শুনি।"

ইন্‌স্পেক্টর গায়মার বলিলেন, "হত্যাকারী চুরী করিবার উদ্দেশ্যে এ কাজ করে নাই, ইহা আমরাও বুঝিতে পারিয়াছি; মসিয়ে বৌটার্ড এখানে টাকা বা কোন মূল্যবান দ্রব্যাদি রাখিতেন না। বিশেষতঃ এই বাড়ী গত বৎসর পুড়িয়া যাওয়ার পর এখন পর্য্যন্ত জীর্ণসংস্কার শেষ হয় নাই; এবং ইহা এখনও সাধারণের জন্য উন্মুক্ত হয় নাই। এখানে কেহ বাস করে না। মসিয়ে বৌটার্ড এখানে আসিয়া মোমের পুতুলগুলির অঙ্গরাগ করেন। (put the finishing touches) যে সকল মূর্ত্তি গত বৎসর অগ্নিকাণ্ডে নষ্ট হইয়া গিয়াছে—তাহাদের মুখের ছাঁচ ফ্রান্সে থাকায়, ফ্রান্স হইতে সেগুলি পুনর্ব্বার প্রস্তুত করাইয়া আনা হইয়াছে; উঁহাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া সেই সকল মূর্ত্তির ত্রুটি সংশোধন করিতে হয়। ছাঁচের ভিতর হইতে ত নিখুঁত মূর্ত্তি বাহির হয় না।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "এখানে চুরী করিবার মত কোন সামগ্রী নাই বলিয়াই মনে হইতেছে; সুতরাং আততায়ী নিশ্চয়ই অন্য কোন কারণে গৃহস্বামীকে আক্রমণ করিয়াছিল: লোকটা কি উদ্দেশ্যে এই দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিল—তাহা কি অনুমান করিতে পার ব্লেক? তোমার কিরূপ ধারণা?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এখন পর্য্যন্ত আমি কিছুই অনুমান করিতে পারি নাই। ব্যাপারটা যেরূপ জটিল রহস্যপূর্ণ, তাহাতে এ সম্বন্ধে হঠাৎ কোন সিদ্ধান্ত করিবার উপায় নাই। আমাদের এত ব্যস্ত হইলে চলিবে না, তাহাতে কোন লাভ নাই। মসিয়ে বৌটার্ড বোধ হয় শীঘ্রই সুস্থ হইবেন। এ সম্বন্ধে তিনি কি বলেন তাহাই আগে শুনিতে হইবে।"

ডাক্তার ব্লেক বলিলেন, "উঁহার চেতনাসঞ্চার হইতে অধিক বিলম্ব হইবে না। উঁহার মস্তকের আঘাত সামান্য নহে; এই আঘাতের ফলে উঁহার চিন্তাশক্তি ক্ষুণ্ণ থাকিবে কি না এখন তাহা বলা কঠিন।"

কয়েক মিনিট পরেই মিঃ বৌটার্ড হঠাৎ নড়িয়া উঠিলেন, ডাক্তার ব্লেক

তাঁহার মুখে এক চামচা ব্র্যাণ্ডি ঢালিয়া দিলেন ; তাহা গলাধঃকরণ হওয়ায় তাঁহার মুখের পাণ্ডুরতার হ্রাস হইল। উভয় গাল লোহিতাভ হইল। ক্ষণকাল পরে তাঁহার চক্ষুর পাতা স্পন্দিত হইতে লাগিল। তিনি ধীরে হাত তুলিয়া মস্তকের ব্যাণ্ডেজ স্পর্শ করিলেন। তখন ডাক্তার তাঁহাকে ধরিয়া তুলিলেন।

ডাক্তার ব্রেক বলিলেন, "স্থির ভাবে বসিয়া থাকুন মহাশয়। অপনি উত্তেজিত হইবেন না। আপনি আগে সুস্থ হইয়া উঠুন, তাহার পর যাহা বলিবার আছে বলিবেন। আপাততঃ এই ব্র্যাণ্ডিটুকু পান করুন।"

ডাক্তার ব্রেক একটি ছোট গ্ল্যাসে খানিক ব্র্যাণ্ডি ঢালিয়া তাঁহার মুখের কাছে ধরিলেন। মসিয়ে বৌটার্ড তাহা পান করিয়া বলিলেন, "এখানে পুলিশ দেখিতেছি কেন ? আমার এই বাড়ীতে আবার আগুন লাগিয়াছিল না কি ?—ওহো, আমার একটু একটু মনে পড়িতেছে বটে। কিন্তু তাহা কি সত্য ? না, হঠাৎ আমার নিদ্রাকর্ষণ হইয়াছিল, নিদ্রাঘোরে স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম ?"

মসিয়ে বৌটার্ড দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া দুই এক মিনিট নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন, তাহার পর হঠাৎ মুখ তুলিয়া বিস্ফারিত নেত্রে চারি দিকে চাহিয়া বলিলেন,"সে কোথায় ? তাহাকে ত কোন দিকে দেখিতে পাইতেছি না। গোবিয়ের কোথায় গেল ?"

ইন্স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "কাহার কথা বলিতেছেন ? ইহা কি আপনার আততায়ীর নাম ?"

মসিয়ে বৌটার্ড বিচলিত স্বরে বলিলেন, "আমার গোবিয়ের—আমারই একটি আদর্শ মূর্ত্তি।"

ইন্স্পেক্টর কুট্‌স বিরক্তিভরে বলিলেন, "উহার নিকট হইতে কোন সংবাদ সংগ্রহ করিবার আশা নাই। উহার মাথায় যে আঘাত লাগিয়াছিল, তাহাতেই উহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে। আমার বিশ্বাস—কোন কথাই উহার স্মরণ নাই। কে উহাকে আক্রমণ করিয়াছিল—তাহা বলিতে পারিবে না। উহার পুতুলগুলির চিন্তা ভিন্ন অন্য কোন চিন্তা উহার মাথায় নাই। কি বিড়ম্বনার বিষয় !"

মিঃ ব্লেক মসিয়ে বৌটার্ডের পাশে আসিয়া তাঁহার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে বুলাইতে কোমল স্বরে বলিলেন, "আপনার মূর্ত্তিগুলির কোন ক্ষতি হয় নাই, সেগুলি ঠিক জায়গাতেই আছে। একটা লোক আপনাকে আক্রমণ করিয়া আপনার মাথা ফাটাইয়া দিয়াছিল। আমরা এখানে আসিয়া আপনাকে অচেতন অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম। কে কখন কি ভাবে আপনাকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহা কি আপনি স্মরণ করিয়া বলিতে পারিবেন ? আপনার আততায়ীকে আপনি চিনিতে পারিয়াছিলেন কি ?"

মসিয়ে বৌটার্ড দুই একবার কপালে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "আমার আততায়ী ?—হাঁ, আমার আততায়ী আমারই একটি মোমের পুতুল, সে সজীব হইয়া আমাকে আক্রমণ করিয়াছিল।"

মসিয়ে বৌটার্ডের কথা শুনিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স অবজ্ঞাসূচক মুখভঙ্গি করিলেন ; ডাক্তার ব্রেক নিজের মস্তক স্পর্শ করিয়া বুড়া আঙ্গুল নাড়িলেন। মসিয়ে বৌটার্ড তাহা দেখিয়া ডাক্তারের মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন, এবং উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "আপনি ভাবিতেছেন কি মহাশয় ? আপনার ধারণা হইয়াছে আমার মাথায় কিছু নাই, আমি ক্ষেপিয়া গিয়াছি। আমার সম্বন্ধে আপনারা অত্যন্ত অবিচার করিতেছেন, কারণ আমি সত্যই পাগল হই নাই। আমার কথা অসংলগ্ন প্রলাপ নহে ; আমি আপনাদিগকে সত্য কথাই বলিয়াছি। যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা আমার বেশ স্মরণ আছে, কোন কথা আমি ভুলিয়া যাই নাই। আজি সন্ধ্যার পর আমার এই গুদামে বসিয়া কাজ করিতেছিলাম। ফ্রান্সে আমার একটি কারখানা আছে—সেই কারখানা হইতে কতকগুলি মোমের মূর্ত্তি আজই এখানে জাহাজযোগে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। গত বৎসর অগ্নিকাণ্ডে যে সকল মূর্ত্তি নষ্ট হইয়াছিল, তাহাদেরই কতকগুলি পুনর্ব্বার ছাঁচে ঢালিয়া আমার নিকট প্রেরিত হইয়াছে। আমি সেই সকল মূর্ত্তির প্রত্যেকটি পরীক্ষা করিতেছিলাম, এবং তালিকার সহিত মিলাইয়া লইয়া সেগুলি তফাৎ করিয়া রাখিতেছিলাম। সেগুলি এই ভাবে পরীক্ষা করিতে করিতে—"

মসিয়ে বৌটার্ড এই পর্য্যন্ত বলিয়া হঠাৎ নীরব হইলেন, এবং উত্তেজিত ভাবে তাহার সাদা গোঁফ ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন!

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহার পর কি হইল বলুন। বলিতে বলিতে চুপ করিলেন কেন?"

মসিয়ে বৌটার্ড বলিলেন, "একটু ভাবিয়া লইলাম। হাঁ, অনেকগুলি মূর্ত্তি পরীক্ষার পর যে মূর্ত্তিটির বাক্স খুলিলাম তাহা দুর্দ্দান্ত ফরাসী কম্যুনিষ্ট জুলি গোলিয়েরের মূর্ত্তি। আমি প্যাকিং-বাক্সটা মেঝের উপর খুলিয়া রাখিয়াছিলাম— ঐ দেখুন, তাহা খোলা অবস্থায় খালি পড়িয়া আছে। আমি দুই এক মিনিটের জন্য আমার ডেস্কের কাছে উঠিয়া গিয়াছিলাম; সেই সময় আমার মনে হইল এই ঘরে কোন লোক আসিয়াছে, কারণ পদশব্দ আমি স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম! আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া মুখ ফিরাইবা মাত্র পশ্চাতে জুলি গোবিয়েরের মোমের মূর্ত্তিটিকে দণ্ডায়মান দেখিলাম! মোমের মূর্ত্তি, কিন্তু জানি না কি উপায়ে মূর্ত্তিটা সজীব হইয়া উঠিয়াছিল। সে উঠিয়া আমার পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছিল।

ইন্স্পেক্টর কুট্‌স অবিশ্বাস ভরে মাথা নাড়িয়া হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "মোমের পুতুল সজীব হইয়া হাঁটিয়া বেড়াইতেছিল? অথচ আপনার বিশ্বাস— আপনার মাথা বিগড়ায়-নাই। তাজ্জবের কথা বটে!"

মসিয়ে বৌটার্ড দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "কি করিব বলুন; নিজের চক্ষুকে ত অবিশ্বাস করিতে পারি না। আমি প্যাকিং-বাক্সটা খুলিলে সেই মূর্ত্তিটা বাক্সের ভিতর হইতে জীবিত মানুষের মত বাহিরে আসিল। আমি পদশব্দ শুনিয়া পশ্চাতে চাহিতেই দেখি—সেই মূর্ত্তি! দেখিয়াই আমার চক্ষুস্থির! আমার সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট হইল, নড়িবার শক্তি রহিল না। মূর্ত্তিটা চক্ষুর নিমেষে মাথার উপর হাত তুলিল, তাহার হাতে লোহার একটা মুগুর দেখিতে পাইলাম; মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই মুগুর সবেগে আমার মাথায় পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে আমার চেতনা বিলুপ্ত হইল। তাহার পর কি হইল আমার স্মরণ নাই, চেতনা লাভ করিয়া দেখিলাম আপনারা আমাকে ঘিরিয়া-দাঁড়াইয়া জটলা করিতেছেন! আপনাদিগকে এখানে কে ডাকিল তাহাও জানি না, আর আপনারা আমার বিনানুমতিতে কেনই বা এখানে

অনধিকার প্রবেশ করিয়াছেন তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না।—যাহা যাহা ঘটিয়াছিল—তাহা আপনাদের বলিলাম; আমার কথা বিশ্বাস করা না করা আপনাদের খুসী। কিন্তু আমার কথা যদি আপনাদের বিশ্বাস না হয়—তাহা হইলে জুলি গোবিয়েরের সেই মোমের মূর্ত্তিটি কোথায় গেল বলুন। তাহার চলিবার শক্তি না থাকিলে সে ত ঐ প্যাকিং-বাক্সের ভিতর পড়িয়া থাকিত।"

মসিয়ে বৌটার্ডের কথা শুনিয়া সকলেই স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন; কাহারও মুখ হইতে একটি কথাও বাহির হইল না। ইন্স্পেক্টর কুট্স ইন্স্পেক্টর গায়মারের মুখের দিকে চাহিয়া কি ইঙ্গিত করিলেন; ইন্স্পেক্টর গায়মার তাহার উত্তরে বাতাসে মাথা ঠুকিলেন।—উভয়েরই ধারণা হইল বৃদ্ধ ফরাসী শিল্পী কোন শত্রুর হস্তনিক্ষিপ্ত মুদ্গরাঘাতে চিন্তাশক্তি বিসর্জ্জন দিয়াছেন, তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে; তাঁহার কথাগুলি উন্মাদের প্রলাপ মাত্র।

প্যাকিং-বাক্সে মোমের পুতুল ছিল, তাহা মনুষ্যেরই আকার বিশিষ্ট, দূর হইতে দেখিলে তাহা মানুষ বলিয়া ভ্রম হইতে পারিত; কিন্তু তথাপি তাহা প্রাণহীন পুত্তলিকা। সেই পুত্তলিকা হঠাৎ সজীব হইয়া প্যাকিং-বাক্স হইতে বাহির হইয়া পড়িল, এবং মুদ্গারাঘাতে বৃদ্ধ শিল্পীর মাথা ফাটাইয়া সেই অট্টালিকা হইতে পলায়ন করিল, আর সেই সময় একজন কনেষ্টবল তাহার পলায়নে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করায় বুকে ছোরা মারিয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করিল—এ কথা কে বিশ্বাস করিতে পারে? এইজন্য তাঁহাদের সকলেরই ধারণা হইল মসিয়ে বৌটার্ডের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে, না হয় কোন কারণে তিনি মিথ্যা কথায় তাঁহাদিগকে প্রতারিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

অতঃপর মসিয়ে বৌটার্ড উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং বিস্ফারিত নেত্রে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া আবেগ-কম্পিতস্বরে বলিলেন, "আপনারা আমার কথা অবিশ্বাস করিতেছেন। আপনারা মনে করিতেছেন আমি মিথ্যা কথায় আপনাদিগকে প্রতারিত করিয়াছি। কিন্তু আমি যাহা বলিলাম—তাহা সম্পূর্ণ সত্য; তবে আপনারা আমার কথা বিশ্বাস না করিলে আমার প্রতি অবিচার করিতেছেন এ কথা বলিতে পারি না, কারণ এই অদ্ভুত ব্যাপার যদি আমি স্বয়ং প্রত্যক্ষ

না করিতাম—তাহা হইলে আমিও বিশ্বাস করিতাম না। পুতুল সহসা সজীব হইয়া মানুষ খুন করে—এ কথা যে পাগলেও বিশ্বাস করিতে পারে না!”

মিঃ ব্লেক এতক্ষণ পরে কথা কহিলেন, তিনি অচঞ্চলস্বরে বলিলেন, “মোমের পুতুল সজীব হইয়া কাহাকেও আক্রমণ করিতে পারে—ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব, তাহা আপনি জানেন; কিন্তু আপনি তাহার দ্বারা আক্রান্ত ও আহত হইয়াছিলেন এ কথা সত্য। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে—আপনার সেই আততায়ী মোমের পুতুল নহে, সে সজীব মনুষ্য। আপনার নিকট পুতুলসহ যে সকল প্যাকিং-বাক্স প্রেরিত হইয়াছিল, তাহারই একটির মধ্যে আপনার কোন শত্রু গোপনে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, এবং উপযুক্ত সুযোগ পাইয়া সে আপনাকে আক্রমণ করিয়াছিল। আপনার সৌভাগ্য যে, তাহার মুদ্গরাঘাতে আপনি নিহত হন নাই। আপনার পুতুলের বাক্সের মধ্যে সে লুকাইয়া ছিল—বলিয়াই আপনার ধারণা হইয়াছে আপনার আততায়ী মোমের পুতুল।”

মসিয়ে বোটার্ড বলিলেন, আপনার যুক্তি অসঙ্গত নহে; কিন্তু তাহার মুখ যে মোমের মুখ; (It had a face of wax) আর তাহা জুলি গোবিয়েরেরই মুখ। মোমের মূর্ত্তিপূর্ণ বাক্সগুলি আজই আমি পাইয়াছি। ঐ সকল বাক্স ফ্রান্স হইতে জাহাজে বোঝাই হইয়া লণ্ডনে পৌছিয়াছে। আজ বৈকালে বাক্সগুলি আমার হস্তগত হইয়াছে।”

যেখানে দাঁড়াইয়া এই সকল আলোচনা চলিতেছিল—স্মিথ সেখানে ছিল না; সে সেই কক্ষের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া মোমের মূর্ত্তিগুলি দেখিতেছিল; সে একখানি কাঠের বেঞ্চির পশ্চাতে আসিয়া দেখিল দেওয়ালের ফাঁসে কি একটা জিনিস পড়িয়া আছে; সে কৌতুহল ভরে নিকটে গিয়া দেখিল একটা কাটামুণ্ড!—“ওরে বাপরে! ওটা আবার কি?” বলিয়া সে সবিস্ময়ে চিৎকার করিয়া উঠিল এবং সেই জিনিসটি তুলিয়া লইয়া দেখিল মুণ্ডই বটে! মাথায় লম্বা চুল, চক্ষু-তারকা কৃষ্ণবর্ণ, মুখে কাল দাড়ি গোঁফ। স্মিথ মুণ্ডটার কেশরাশি মুষ্টিবদ্ধ করিয়া মুণ্ডটা আলোর দিকে উঁচু করিয়া ধরিল, এবং পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিল—তাহা মোম-নির্ম্মিত শূন্যগর্ভ একটি মুখোস! (a hollow wax mask)!

স্মিথের চিৎকারে মিঃ ব্লেক ও তাঁহার সঙ্গীগণের দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হইল। মিঃ ব্লেক বলিলেন, "দেখি স্মিথ! তুমি কি আবিষ্কার করিলে?"

স্মিথ মুণ্ডের চুলের গোছা চাপিয়া ধরিয়া মুণ্ডটা তাঁহাদের দিকে প্রসারিত করিল। মসিয়ে বৌটার্ড তাহা দেখিয়া বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! এ যে গোরিয়েরের মুখ। এ মুখ ওখানে গেল কি করিয়া? ধড় নাই, মুণ্ডটা পড়িয়া আছে,—এ যে বড়ই রহস্যপূর্ণ ব্যাপার!"

ইন্‌স্পেক্টর গায়মার বলিলেন, "মিঃ ব্লেকের অনুমানই সত্য বলিয়া মনে হইতেছে! ঐ বাক্সের ভিতর নিশ্চয়ই কোন লোক লুকাইয়া ছিল। কথাটা কি আপনি বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন না মসিয়ে বৌটার্ড?"

মসিয়ে বৌটার্ড বলিলেন, "আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। এই সকল বাক্স আমার ফ্রান্সের কারখানা হইতে এখানে প্রেরিত হইয়াছে। আমার ভ্রাতার উপর সেই কারখানার ভার আছে। প্রত্যেক মূর্ত্তি বাক্সের ভিতর ভরিয়া প্যাক করিবার সময় সে সেখানে উপস্থিত থাকে; মূর্ত্তিগুলি তাহার সম্মুখেই প্যাক করা হয়। এ অবস্থায় প্যাকিং-বাক্সে কোন লোক প্রবেশ করিয়া লুকাইয়া ছিল —ইহা কি করিয়া বিশ্বাস করি? আর মানুষই বা কি করিয়া প্যাকিং-বাক্সের ভিতর লুকাইয়া এখানে আসিবে? এ বড়ই অসম্ভব কাণ্ড!"

মিঃ ব্লেক কোন মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া উল্লিখিত প্যাকিং-বাক্সটির নিকট উপস্থিত হইলেন, তিনি বাক্সের ভিতর কতকগুলি খড় দেখিতে পাইলেন; খড় ভিন্ন আরও কিছু বাক্সের ভিতর আছে কি না পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি সেই খড়গুলি টানিয়া বাহির করিতেই কফির একটি বোতল এবং একটি টীনের বাক্স তাঁহার হাতে ঠেকিল। বাক্সটি খুলিয়া তাহার ভিতর ভুক্তাবশিষ্ট কয়েকখানি স্যাণ্ডউইচ দেখিতে পাওয়া গেল।

মিঃ ব্লেক তাঁহার সঙ্গীদের তাহা দেখাইয়া বলিলেন, "আমার অনুমান যে সত্য, তাহার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ আপনারা সম্মুখেই দেখিতে পাইতেছেন! মোমের পুতুল পথের খোরাকের জন্য বাক্স-বোঝাই স্যাণ্ডউইচ বোতল-ভরা কফি লইয়া বিদেশযাত্রা করে না। যে লোকটা মসিয়ে বৌটার্ডকে

মুদ্গরাঘাতে আহত করিয়া শেষে কনষ্টেবলটাকে ছোরার আঘাতে হত্যা করিয়াছিল—সে নিশ্চয়ই এই প্যাকিং-বাক্সে লুকাইয়া ছিল। আমার বিশ্বাস, সে যখন মসিয়ে বৌটার্ডকে জখম করিয়া পলায়ন করিতেছিল সেই সময় কনষ্টেবলটা তাহাকে বাধা দানের চেষ্টা করিয়াছিল, এই জন্য তাহাকেও সে হত্যা করিয়াছে।”

মসিয়ে বৌটার্ড সবিস্ময়ে বলিলেন, “একজন কনষ্টেবলও খুন হইয়াছে? এ যে বড়ই ভয়ানক কথা!”

ইন্স্পেক্টর গায়মার বলিলেন, “আপনার এই অট্টালিকার বাহিরের দিকের কুঠুরীতে বীটের একজন কনষ্টেবলের মৃতদেহ পড়িয়া আছে; বুকে ছোরা বিঁধাইয়া তাহাকে হত্যা করা হইয়াছে। আমরা হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করিতে চাই; আপনি আমাদিগকে কতটুকু সাহায্য করিতে পারিবেন জানিতে চাই।”—তাঁহার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত ধীর ও গম্ভীর।

মসিয়ে বৌটার্ড অবসন্ন ভাবে একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন, এবং মোমের সেই দাড়ি গোঁফ-সমাচ্ছন্ন মুখোসটার দিকে চাহিয়া হতাশভাবে মাথা নাড়িলেন। তিনি এতই বিস্ময়াভিভূত হইলেন যে, মাথার বেদনার কথা মনে রহিল না। তিনি ব্যাকুলস্বরে বলিলেন, “ব্যাপারটা আগাগোড়া ইন্দ্রজালের মত অদ্ভুত! আমি কিছুই যে বুঝিতে পারিতেছি না! যে সকল প্রমাণ প্রত্যক্ষ করিলাম তাহা দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারিয়াছি কোন বদমায়েস এই বাক্সের ভিতর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু সে কি কৌশলে আমার ভ্রাতার চোখে ধূলা দিয়া এই বাক্সে প্রবেশ করিয়াছিল? আমাকেই বা হত্যা করিবার জন্য তাহার আগ্রহের কারণ কি? আর পুলিশম্যানটাকেই বা সে খুন করিল কেন? সে যে এই প্যাকিং-বাক্সে আবদ্ধ হইয়া প্যারিস হইতে লণ্ডনে আসিয়াছে—ইহা কি করিয়া বিশ্বাস করি? প্যাকিং-বাক্সটা তালা দিয়া বন্ধ করা হইয়াছিল। লোকটা দীর্ঘকাল বাক্সের ভিতর আবদ্ধ থাকিলে নিশ্চয়ই দমবন্ধ হইয়া মরিয়া যাইত, স্যাণ্ডউইচ ও কফি খাইবার সুযোগ পাইত না।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু সে বাক্সের ভিতর শয়ন করিয়া স্যাণ্ডউইচ খাইয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়াছিল, কফি পান করিয়া পিপাসা-শান্তি করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। বোতলে এক বিন্দুও কফি নাই, এবং টীনের বাক্সে স্যাণ্ডউইচের কয়েকখানি টুক্‌রামাত্র অবশিষ্ট আছে। দম আটকাইয়া সে মরে নাই ; কারণ বাক্সটি পরীক্ষা করিলে আপনি দেখিতে পাইবেন বাক্সটি সচ্ছিদ্র। আপনি যদি কতকটা সুস্থ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি আপনাকে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিব।"

মসিয়ে বৌটার্ড বলিলেন, "কথা বলিতে আমার কোন কষ্ট হইবে না। আপনি কি জানিতে চাহেন ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার নিকট শুনিলাম, ফরাসী দেশে আপনার যে কারখানা আছে সেই কারখানায় আপনার এই সকল মোমের মূর্ত্তি ছাঁচে ঢালাই হয়, তাহার পর এখানে আসে।—ফ্রান্সের কোন্ নগরে আপনার সেই কারখানা ?"

মসিয়ে বৌটার্ড বলিলেন, "লি সালে নামক স্থানে আমার সেই কারখানাটি সংস্থাপিত, হাব্‌রি হইতে তাহার দূরত্ব অধিক নহে!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার এই সকল পুতুল সেখান হইতে কিরূপে লণ্ডনে আসে ? রেলে না জাহাজে ?"

মসিয়ে বৌটার্ড বলিলেন, "জাহাজে আসে। সে জাহাজ লণ্ডন ব্রীজের নীচে আসিয়া একটা জেটিতে মাল নামাইয়া দেয়। একটা ঠিকেদার কোম্পানীর (a firm of contractors) সহিত আমার বন্দোবস্ত আছে, তাহারাই জাহাজ হইতে মাল নামাইয়া লইয়া আমার এখানে পাঠাইয়া দিয়া থাকে। আজ দুই ডজন মূর্ত্তি আমার হস্তগত হইয়াছে। একখানি ক্ষুদ্র সদাগরী জাহাজে হাব্‌রি হইতে ঐগুলি লণ্ডনে আসিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "জাহাজের নাম কি, কাহার জাহাজ ?"

মসিয়ে বৌটার্ড বলিলেন, "জাহাজ খানির নাম মেরী লুইসী। উহা হাব্‌রির একজন সদাগরের জাহাজ,—তাহার নাম পিরের মেরাইন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার মালগুলি যখন লিসালের কারখানা হইতে প্রেরিত হয়, সেই সময় আপনার আততায়ী কোন কৌশলে ঐ প্যাকিং-বাক্সটার ভিতর প্রবেশ করিয়া লুকাইয়া ছিল—এরূপ সন্দেহ করিলে কি অন্যায় হইবে? আপনি কি ইহা অসম্ভব মনে করেন?"

মিঃ বৌটার্ড বলিলেন, "হাঁ, সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমার ভাই রাওল কার-খানায় উপস্থিত থাকিয়া প্রত্যেক মূর্ত্তি স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া তাহা প্যাকিং-বাক্সে প্যাকবন্দী করে। তাহার অজ্ঞাতসারে কোন বাক্স বন্ধ করা হয় না। তাহার পর সে সেই সকল প্যাকিং-বাক্স মোটর-লরিতে বোঝাই দিয়া হাব্‌রিতে লইয়া আসে, এবং মেরী লুইসী জাহাজে তুলিয়া দেয়। কখন এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না।"

মিঃ ব্লেক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আপনাকে শত্রু মনে করে, এরূপ কোন লোককে আপনি জানেন কি?—আপনাকে খুন করিবার সুযোগ খুঁজিতেছে, এরূপ লোক কি কেহই নাই? আপনি ভাবিয়া-চিন্তিয়া আমার প্রশ্নের উত্তর দিবেন।"

বৃদ্ধ শিল্পী বলিলেন; "আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আমাকে একটুও চিন্তা করিতে হইবে না। কারণ আমি জানি পৃথিবীতে আমার কোন শত্রু নাই। আমি কোন দিন কাহারও কোন অনিষ্ট করি নাই; তবে কে আমার শত্রু হইবে? যে ব্যক্তি আমার মস্তকে আঘাত করিয়াছিল, সে যে বিদ্বেষ-বুদ্ধিতে ঐ কাজ করিয়াছিল—ইহা আমি বিশ্বাস করি না। আমার বিশ্বাস, সে এখান হইতে গোপনে পলায়ন করিবার উদ্দেশ্যেই আমার মাথায় মুগুর মারিয়া আমাকে অজ্ঞান করিয়াছিল। এই অট্টালিকা হইতে পলায়ন করিবার সময় সে একজন কনষ্টেবলকে হত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই—ইহাতে বুঝিতে পারা যাইতেছে লোকটা ভয়ানক দুর্দ্দান্ত-প্রকৃতির খুনে ও বদ্‌মায়েস; ফেরারী আসামীও হইতে পারে। এই জন্যই বোধ হয় পুলিশকে তাহার এত ভয়। সম্ভবতঃ অন্য কোন দেশে তাহার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হইয়াছে, এই জন্য সে এই কৌশলে লণ্ডনে পলাইয়া আসিয়াছে।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "আপনার এই অনুমান সত্য হইলে স্বীকার করিতে হইবে—মোমের মূর্ত্তি যখন প্যাকিংবাক্সে পুরিয়া মেরী লুইসী জাহাজে তুলিয়া দেওয়ার জন্য লইয়া যাওয়া হইতেছিল—সেই সময় অথবা জাহাজ যখন হাব্‌রি হইতে লণ্ডনে আসিতেছিল—সেই সময় লোকটা ঐ প্যাকিং-বাক্সের ভিতর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। এই কাণ্ড যদি জাহাজের উপরে ঘটিয়া থাকে—তাহা হইলে জাহাজের কোন লোক নিশ্চয়ই তাহাকে সাহায্য করিয়াছিল।—আপনার আততায়ীর চেহারা কিরূপ, তাহা বোধ হয় আপনি বলিতে পারিবেন না?"

মসিয়ে বৌটার্ড মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "কি করিয়া বলিব? পশ্চাতে পদশব্দ শুনিয়া যখন আমি তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিলাম তখন ঐ মুখোসটা তাহার মুখে ছিল: সেই অবস্থাতেই সে আমার মাথায় মুগুরের আঘাত করিয়াছিল। তাহার প্রকৃত মূর্ত্তি দেখিবার সুযোগ পাইলাম কোথায়? আমি যখন প্যাকিং-বাক্সটা খুলিয়াছিলাম, তখন কি মুহূর্ত্তের জন্য সন্দেহ করিতে পারিয়াছিলাম যে, ঐ বাক্সের ভিতর একটা জ্যান্ত মানুষ মোমের পুতুলের স্থান অধিকার করিয়া পড়িয়া আছে?"

মসিয়ে বৌটার্ডকে জেরা করিয়া রহস্যের কোন সূত্র আবিষ্কৃত হইল না। নরহন্তা পলাতক; তাহার চেহারা কিরূপ, তাহা যে বলিতে পারিত তাহাকে সে হত্যা করিয়া পলায়ন করিয়াছে। মসিয়ে বৌটার্ড তাহার মুখ দেখিতে পান নাই; তাহার সন্ধান হইতে পারে এরূপ কোন নিদর্শনও সে রাখিয়া যায় নাই। মসিয়ে বৌটার্ড চেয়ারে বসিয়া মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে লাগিলেন:—দীর্ঘকাল কথা কহিয়া তিনি পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন।

স্মিথ তখন সেখানে ছিল না; সে টাইগারকে সঙ্গে লইয়া পলাতকের অনুসন্ধানের জন্য বাহিরে গিয়াছিল। ডাক্তার ব্রেক নিহত পুলিশম্যানটির মৃতদেহ স্থানান্তরিত করিবার ব্যবস্থা করিতে গিয়াছিলেন। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স একখানি চেয়ারে বসিয়া তাঁহার নোটবহিতে রিপোর্ট লিখিতেছিলেন, এবং মিঃ ব্রেক সেই খালি প্যাকিং বাক্সটার কাছে দাঁড়াইয়া তাহাতে দৃষ্টি সন্নিবদ্ধ করিয়া কি ভাবিতেছিলেন।

মিঃ ব্লোটার্ডের পাশে টেবিলের উপর পূর্ব্বোক্ত মোমের মুখোসটা তখনও পড়িয়াছিল। তিনি তাহা হাতে লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে বলিলেন, "না পৃথিবীতে আমার কোন শত্রু নাই। এই অদ্ভুত ব্যাপারে আমি হতবুদ্ধি হইয়াছি! এরূপ কাণ্ডের কারণ কি, তাহা আমার ধারণার অতীত। হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করা যাইতে পারে—এরূপ কোন সংবাদ আমার জানা থাকিলে আমি তাহা নিশ্চয়ই আপনাদের নিকট প্রকাশ করিতাম। এরূপ নরপিশাচের ফাঁসি হওয়াই উচিত। দেখুন দেখি, সে অকারণে আমার মাথা ফাটাইল, আবার একজন কন্‌ষ্টেবলকে খুন করিয়া গেল!"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স নোটবহি বন্ধ করিয়া বলিলেন, "আমি তাহাকে ধরিতে পারিলে নিশ্চয়ই ফাঁসিতে লট্‌কাইতাম। সেই শয়তানটাকে যে গ্রেপ্তার করিব —তাহার কোন চিহ্ন সে রাখিয়া যায় নাই। বড় সাহেব যখন শুনিবেন—একজন কন্‌ষ্টেবলকে হত্যা করিয়া বদমায়েসটা বে-মালুম সরিয়া পড়িয়াছে—তখন তিনি নিষ্ফল আক্রোশে গর্জ্জন করিতে থাকিবেন; কিন্তু উপায় কি? লোকটা বিনা-উদ্দেশ্যে একজনের মাথা ফাটাইল, আর একজনকে হত্যা করিল; ইহা কি অত্যন্ত অদ্ভুত ব্যাপার নহে? কি বল ব্লেক?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কন্‌ষ্টেবলটাকে সে বিনা উদ্দেশ্যে হত্যা করিয়াছে—ইহা আমি বিশ্বাস করিনা। কন্‌ষ্টেবল বোধ হয় তাহার পলায়নে বাধাদানের চেষ্টা করিয়াছিল। তাহার কবল হইতে মুক্তিলাভের জন্যই সে তাহাকে হত্যা করিয়াছিল। তাহার এই ব্যবহারেই বুঝিতে পারিতেছ—লোকটা কিরূপ দুর্দ্দান্ত ও জেদী। নরহত্যায় তাহার বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা নাই, এবং আমার মনে হয় এই ভাবে নরহত্যা করিতে সে অভ্যস্ত। সম্ভবতঃ সে পুলিশের সুপরিচিত, কন্‌ষ্টেবলটা পাছে তাহার সম্বন্ধে কোন কথা প্রকাশ করে—এই আশঙ্কায় সে চিরদিনের জন্য উহার মুখ বন্ধ করিয়াছে, নতুবা উহাকে হত্যা করিত না। সে তাহার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য কোন অপকর্ম্মেই কুণ্ঠিত হইবে না—এই কন্‌ষ্টেবলের হত্যা-ব্যাপারেই তাহা বুঝিতে পারা গিয়াছে।"

ইন্‌স্পেক্টর গায়মার বলিলেন, "এই বদ্‌মায়েসটা যে ফ্রান্স দেশ হইতে লণ্ডনে

আসিয়াছে—এ বিষয়েও আমি নিঃসন্দেহ; তবে সে কখন কি কৌশলে ঐ প্যাকিং-বাক্সে প্রবেশ করিয়াছিল—তাহা আমার বুদ্ধির অগম্য। সে জি শালের কারখানাতেই হউক, আর মেরী লুইসী জাহাজেই হউক, এই প্যাকিং-বাক্সে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল; ইহার প্রমাণ ঐ কফির বোতল ও স্যাণ্ডউইচের টিন। বাক্সের ভিতর দীর্ঘকাল থাকিতে হইবে বুঝিয়াই সে খাদ্য ও পানীয় লইয়া প্যাকিং-বাক্সে ঢুকিয়াছিল। কি ভয়ঙ্কর ফন্দীবাজ লোক! প্যাকিং-বাক্সের ছিদ্রগুলি দেখিয়া সন্দেহ হয়—বন্দোবস্তটা পূর্ব্ব হইতেই ঠিক করিয়া রাখা হইয়াছিল। প্যাকিং-বাক্সে সে আশ্রয় লইবার পর ভিতরে বসিয়া ছিদ্র করিয়াছিল, কি পূর্ব্বেই ছিদ্র করিয়া পরে উহার ভিতর আশ্রয় লইয়াছিল—তাহা জানিতে পারিলে তদন্তের স্থবিধা হইত।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহা জানিতে না পারিলেও এ কথা বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, এদেশে তাহার প্রবেশের সকল পথ রুদ্ধ হওয়ায় সে এই উপায়ে লণ্ডনে আসিয়াছে। হাঁ, প্রকাশ্য ভাবে তাহার ইংলণ্ডে প্রবেশের উপায় নাই, ইহা সে জানিত। হয় সে এদেশে আসিবার 'পাসপোর্ট' সংগ্রহ করিতে পারে নাই, না হয় সে বুঝিয়াছিল—এ দেশের কোন বন্দরে পদার্পণ করিবামাত্র পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিবে; এমন কি, ছদ্মবেশেও এদেশে প্রকাশ্য ভাবে প্রবেশ করিতে তাহার সাহস হয় নাই। কুট্‌স, লোকটা কি অবস্থায় এদেশে আসিয়াছে, এ দেশে প্রবেশের চেষ্টা করিলে তাহার কি ফল হইত—ইহা ত বুঝিতে পারিয়াছ, সে কিরূপ ধূর্ত্ত, দুঃসাহসী ও নরহত্যায় অকুণ্ঠিত, তাহারও পরিচয় পাইয়াছ। এই বিষয়গুলি আলোচনা করিয়া, এগুলি কাহার সম্বন্ধে খাটিতে পারে, তাহা কি অনুমান করিতে পার?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে চিন্তা করিতে লাগিলেন; কয়েক মিনিট চিন্তার পর বলিলেন, "যে সকল ফেরারী আসামী এদেশ হইতে পলায়ন করিয়াছে, ও যাহাদের বিরুদ্ধে একাধিক গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হইয়াছে, এদেশের কোন বন্দরে পদার্পণ করিলেই যাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইবে—এরূপ অপরাধীর সংখ্যা এত অধিক যে, তাহাদের সকলের নাম লিখিবার জন্য দিস্তা-খানেক

কাগজের দরকার। সেই সকল মহাত্মাদের মধ্যে কাহাকে বাদ দিয়া কাহার নাম বলিব? সকলের নামও কি আমার স্মরণ আছে? ইহার উপর এদেশ হইতে বিতাড়িত বিদেশী রাজনীতিক আন্দোলনকারী (agitators) আছে, বোলসেভিক গুপ্তচর আছে, এনার্কিষ্ট নেতা আছে—তাহাদিগকে এদেশে প্রবেশ করিতে দেখিলেই পুলিশ গ্রেপ্তার করিবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, সেরূপ ফেরারী আসামীর সংখ্যা শত শত, তাহা আমার অজ্ঞাত নহে; কিন্তু তাহাদের কথা ছাড়িয়া যেটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহারই কথা ভাবিয়া দেখ। যাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চেষ্টা হইতেছে, যাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পুলিশ কমিশনার সার হেনরী হ্যালিফক্স পর্য্যন্ত অধীর হইয়া জলে স্থলে শূন্যপথে প্রহরী নিয়োগের ব্যবস্থা করিয়াছেন, যাহার সাহস অসাধারণ, যাহার ফন্দী-ফিকির দুর্ব্বোধ্য, যে মনুষ্যের জীবন কীট পতঙ্গের জীবনের ন্যায় তুচ্ছ মনে করে, এবং সঙ্কল্পসিদ্ধির জন্য অকুণ্ঠিত চিত্তে নরহত্যা করে, এদেশে প্রবেশ করা অত্যন্ত বিপজ্জনক জানিয়াও এদেশে আসিবার জন্য যে ব্যাকুল, এবং এদেশে না আসিলে যাহার গুপ্তসঙ্কল্প সিদ্ধির আশা নাই—এরূপ কোন অপরাধীর নাম কি তোমার স্মরণ হইতেছে না?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া রুদ্ধনিশ্বাসে বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ। তবে কি তুমি বলিতে চাও প্যাকিং-ব্যাক্সে ঢুকিয়া ফ্রান্স হইয়ত যে সকলের অলক্ষ্যে আজ লণ্ডনে উপস্থিত হইয়াছে—সে—"

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে তাঁহার কথা শেষ করিতে না দিয়া সহজ স্বরে বলিলেন, "ডাক্তার সাটিরা।—হাঁ, এই মোমের মুখোসধারী আগন্তুক যে ডাক্তার সাটিরা, এ বিষয়ে আমার আর একবিন্দুও সন্দেহ নাই কুট্‌স! আমি কি বলি নাই—সে নিশ্চয়ই এদেশে ফিরিয়া আসিবে?—হাঁ, প্যাকিং-বাক্সের ভিতর মোমের পুতুলের স্থান অধিকার করিয়া সে লণ্ডনে ফিরিয়া আসিয়াছে।—আট্‌লান্টিকে সে ডুবিয়া মরে নাই, তাহার দলের লোক তাহার প্রাণরক্ষা করিয়া তাহাকে দেশান্তরে লইয়া গিয়াছিল; তাহাকে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। সেখান হইতে সে এই অদ্ভুত উপায়ে লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিয়াছে।"

চতুর্থ পর্ব্ব

মেরী লুইসীর মালিক

সেই কক্ষে মোমের সে সকল মূর্ত্তি বিভিন্ন সেল্‌ফে শায়িত ছিল—তাহারা যদি জীবিত মনুষ্যের স্থায় সেই কক্ষে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিত—তাহা হইলেও ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স, গায়মার প্রভৃতি ততদূর বিচলিত হইতেন না। মিঃ ব্লেকের এই একটি কথায় তাঁহাদের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল; মাটীতে তাঁহাদের পা আছে কি মাথা আছে—তাঁহাদের তাহা বুঝিবার শক্তিও যেন বিলুপ্ত হইল! জুলি বৌটার্ড মাথার বেদনা বিস্মৃত হইয়া লাফাইয়া উঠিলেন, এবং দুই হাতে টেবিল চাপিয়া ধরিয়া থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। ডাক্তার সাটিরার নাম তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না: সেই সাটিরা তাঁহার স্কন্ধে ভর করিয়াছিল, সে তাঁহাকে হত্যা না করিয়া কেবল জখম করিয়াই চলিয়া গিয়াছে—ইহা তাঁহার পুনর্জ্জন্ম বলিয়াই মনে হইল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে হা করিয়া চাহিয়া রহিলেন। কয়েক মিনিট পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া জড়িত স্বরে বলিলেন, "হাঁ ব্লেক, তোমার অনুমান সত্য বলিয়াই মনে হইতেছে; কিন্তু তবু ত ইহা অনুমান মাত্র। অনুমান যে নিশ্চয়ই অভ্রান্ত সত্য হইবে, এ কথা তুমি কি জোর করিয়া বলিতে পার?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি যাহা বলিয়াছি—তাহা অনুমানে নির্ভর করিয়াই বলিয়াছি, এ কথা সত্য। কিন্তু আমার এই অনুমান অসঙ্গত—এ কথা বলিতে কি তোমার সাহস হইবে? বিদেশ হইতে এই ভাবে কখন ইংলণ্ডে আসিয়াছে, পুলিশের চক্ষুতে ধূলা দিয়া এইরূপ অদ্ভুত কৌশলে চেষ্টা সফল করিয়াছে—এরূপ এক জনও আসামীর নাম কি আমাকে বলিতে পার? এরূপ কার্য্য এক সাটিরা ভিন্ন আর কে করিতে পারে? এরূপ কৌশলপূর্ণ ষড়যন্ত্র সফল করা অন্য কাহারও সাধ্য হইত কি?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "ষড়যন্ত্র!—কাহার সহিত সে কিরূপ ষড়যন্ত্র করিয়াছিল?"—তিনি মসিয়ে বৌটার্ডের মুখের দিকে মর্ম্মভেদী কটাক্ষপাত করিলেন।

মিঃ ব্লেক তাঁহার সেই কটাক্ষ লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "না না, তোমার এ অন্যায় সন্দেহ। মসিয়ে বৌটার্ড তাহার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন—এরূপ সন্দেহের কোন কারণ নেই। তিনি সত্যই কিছু জানেন না; ষড়যন্ত্রটা এ দেশে হয় নাই, এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স রুদ্ধ নিশ্বাসে বলিলেন, "তবে?"

মসিয়ে বৌটার্ড আতঙ্কবিহ্বল স্বরে বলিলেন, "মিঃ ব্লেক, আপনার মনের ভাব আমি বুঝতে পারি নাই; তবে যদি আপনি মনে করিয়া থাকেন আমার ভাই রাওল সাটিরার সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া ঐ ভাবে তাহাকে প্যাকিং-বাক্সে পুরিয়া সমুদ্র পারে পাঠাইয়াছিল, সাটিরার অনুরোধ বা আদেশে সে এই দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিল,—তাহা হইলে আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি আপনার এই ধারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা। রাওল কি প্রকৃতির লোক তাহা না জানিয়া তাহার সম্বন্ধে একটা মন্দ ধারণা করিয়া বসা বড়ই অসঙ্গত। রাওল সচ্চরিত্র; তেজস্বী ও নির্ভীক। প্রাণভয়ে সে কখন কোন অন্যায় কার্য্যের সমর্থন করে না। বিশেষতঃ, সাটিরার ন্যায় নরপিশাচকে সে সাহায্য করিবে, ইহা হইতেই পারে না। এই বয়সে প্রাণভয়ে সে কোন দুষ্কর্ম্ম করিবে না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাঁহার বয়স কত?"

মসিয়ে বৌটার্ড বলিলেন, "সে আমার দুই বৎসরের ছোট। তাহার বয়স সত্তর বৎসর পূর্ণ হইয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার ফ্রান্সের কারখানায় এই সকল মোমের মূর্ত্তি ছাঁচে ঢালাই হয়; আপনার কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম, এই কার্য্যের ভার আপনার ভ্রাতার হস্তে ন্যস্ত আছে। এই সকল কার্য্যে কে তাঁহাকে সাহায্য করে?"

মসিয়ে বৌটার্ড বলিলেন, "তাহার পুত্র—আমার ভাই-পো হেনরী তাহাকে সাহায্য করিয়া থাকে; তাহারা পিতা পুত্রে সেই কারখানার সকল কাজ

শেষ করে; বাহিরের কোন লোকের সাহায্য গ্রহণ করা হয় না। তাহারা দুই জনে সকল কাজ করে বলিয়া এক সঙ্গে অধিক মূর্ত্তি পাঠাইতে পারে না। এমন কি, গতবৎসর অগ্নিকাণ্ডে যে সকল মূর্ত্তি নষ্ট হইয়াছে—এখনও সেগুলি সমস্ত পুনর্নির্ম্মিত হয় নাই। আমার ভাই মূর্ত্তিগুলি প্যাকবন্দী করিয়া কারখানা হইতে জাহাজে তুলিয়া দেওয়ার পর হত্যাকারী কোন কৌশলে প্যাকিং-বাক্সে প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়াই মনে হয়।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "লোকটা যদি আপনার ভ্রাতার কারখানায় প্যাকিং-বাক্সে প্রবেশ করিবার সুযোগ না পাইয়া থাকে—তাহা হইলে জাহাজের উপর সে এই কাজ করিয়াছে; হাব্রি হইতে লণ্ডনের পথে সে প্যাকিং-বাক্সে প্রবেশ করিয়াছিল এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে।"

ইন্স্পেক্টর কুট্স বলিলেন, "তবে কি তুমি বলিতে চাও সাটিরা যে জাহাজে ক্র্যাগ দ্বীপে পলায়ন করিয়াছিল—মোমের মূর্ত্তিগুলি সেই জাহাজেই লণ্ডনে আনীত হইয়াছে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, আমি সে কথা বলিতেছি না। সাটিরা এই জাহাজে ক্র্যাগ দ্বীপ ঘুরিয়া ফ্রান্সে গিয়াছিল, ও সেখান হইতে প্যাকবন্দী হইয়া লণ্ডনে ফিরিয়া আসিয়াছে, ইহা বিশ্বাসের অযোগ্য। সাটিরা ফ্রান্সে পদার্পণ করিয়াছিল বলিয়াও মনে হয় না। আমার বিশ্বাস, ইংলিশ উপসাগরেই সে এক জাহাজ হইতে অন্য জাহাজে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল।"

কুট্স বলিলেন, "তোমার এই অনুমান সত্য হইলে স্বীকার করিতে হইবে—এই দুইখানি জাহাজের কাপ্তেন সাটিরাকে আইনের কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য সাহায্য করিয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহা আমরা পরে জানিতে পারিব।"—অনন্তর তিনি মসিয়ে বৌটার্ডের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ফ্রান্সের কারখানা হইতে ঐ সকল মূর্ত্তি লণ্ডনে আনাইতে কি সেগুলি প্রতিবার একই জাহাজে চালান দেওয়া হয়?"

মসিয়ে বৌটার্ড বলিলেন, "হাঁ মহাশয়, প্রত্যেক বার মেরী লুইসী

জাহাজেই এই সকল মাল লণ্ডনে আনীত হয়। আমি আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি হাব্রির পিয়ের মেরাইন নামক সদাগর সেই জাহাজখানির মালিক। এই জাহাজ প্রতি সপ্তাহেই হাব্রি হইতে লণ্ডন পর্য্যন্ত মালের আমদানী রপ্তানী করে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "জাহাজের এই মালিকটি কিরূপ লোক? তাহার সাধুতায় ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় কি আপনি নির্ভর করিতে পারেন?"

মসিয়ে বৌটার্ড বলিলেন, "সে কিরূপ লোক তাহা আমি জানি না মিঃ ব্লেক! সে তাহার জাহাজে আমার মাল বহন করে বটে, কিন্তু তাহার সহিত আমার পরিচয় নাই। আমি আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের বাস-গ্রাম লি সালি হইতে হাব্রি বন্দরের দূরত্ব অধিক নহে। আমাদের দেশের বাড়ীর কারখানায় মোমের মূর্ত্তিগুলি প্যাক্বন্দী করিয়া, ভাড়াটে মোটর লরিতে সেই সকল প্যাকিং-বাক্স হাব্রিতে লইয়া গিয়া তাহার জাহাজে তুলিয়া দেওয়া হয়; আমার ভাই স্বয়ং সেই লরিতেই হাব্রি যায়, এবং প্রেরিত মালের রসিদ গ্রহণ করে। জাহাজে মাল তুলিয়া দেওয়ার সময় আমার ভাই জাহাজে উপস্থিত থাকিয়া সকল ব্যবস্থা শেষ করে। জাহাজ জেটিতে উপস্থিত হইলে আমাকে সংবাদ দেওয়া হয়—তদনুসারে আমি জাহাজ হইতে প্যাকিং বাক্সগুলি আনাইবার বন্দোবস্ত করি। এবার যে সকল মাল আসিয়াছে, তাহা আজই জেটি হইতে আনাইয়া লইয়াছি।"

মিঃ ব্লেক ইন্স্পেক্টর কুটসের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এই রহস্যের মূল আবিষ্কার করিতে হইলে মেরী লুইসী জহাজের কাপ্তেন পিয়ের মেরাইনকেই ধরিতে হইবে। প্যাকিং-বাক্সসংক্রান্ত চাতুরী তাহার অজ্ঞাত নহে। চল, আমরা অবিলম্বে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব।—মসিয়ে বৌটার্ড! মেরী লুইসী জাহাজ এখন কোথায় আছে বলুন।"

মসিয়ে বৌটার্ড বলিলেন, "লণ্ডন-ব্রীজের অপর পাশে করম্যানের জেটির কাছে মেরী লুইসী নঙ্গর করিয়াছে। কাল সকালে জোয়ার না আসা পর্য্যন্ত তাহার সেই স্থানেই থাকিবার কথা।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স টুপি তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "চল ব্লেক, এখনই আমরা করম্যানের জেটিতে যাই। জ্ঞাতব্য সকল সংবাদ সংগ্রহ করিতে না পারিলে আমার মন স্থির হইবে না। ইহা ভিন্ন রহস্য ভেদের অন্য কোন পন্থা নাই। যদি ডাক্তার সাটিরা সত্যই লণ্ডনে আসিয়া থাকে তাহা হইলে সে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কি অশান্তি ও উপদ্রবের সৃষ্টি কবিবে তাহা এখন অনুমান করা কঠিন; কিন্তু তাহার অত্যাচারের কথা স্মরণ হইলে আমার হৃৎকম্প হয়! হয় ত সর্ব্বপ্রথমে সে আমাদের দু'জনকেই হত্যা করিবার চেষ্টা করিবে। সাটিরা জানে লণ্ডনে আসিলে তাহার জীবন বিপন্ন হইবে, এক মুহূর্ত্তও সে কোথাও নিশ্চিন্ত চিত্তে বাস করিতে পারিবে না, তথাপি সে কি মতলবে লণ্ডনে ফিরিয়া আসিল তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহা বুঝিবার জন্য অধিক মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। সার হেনরী ফেয়ারফক্সকে কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে আমি যাহা বলিয়াছিলাম— তাহা কি ভুলিয়া গিয়াছ? আমি কি বলি নাই সাটিরা আবার লণ্ডনে আসিবে? খুর্দ্দানের যে হীরক-খচিত মারুতি-মূর্ত্তি পুলিশের হাতে আছে—তাহা উদ্ধার না করিয়া সে লণ্ডন ত্যাগ করিবে না। এই মূর্ত্তির লোভেই সে লণ্ডনে ফিরিয়া আসিয়াছে। যত দিন সে তাহা হস্তগত করিতে না পারিবে ততদিন তাহার অত্যাচার উপদ্রবের বিরাম হইবে না।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "সে যদি সেই হীরক জহরত খচিত মহামূল্যবান মূর্ত্তি-উদ্ধারের আশায় লণ্ডনে আসিয়া থাকে—তাহা হইলে বুঝিতে হইবে শয়তানটা ক্ষেপিয়া গিয়াছে। সেই মারুতি-মূর্ত্তি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কোষাগারে আবদ্ধ আছে। ডাক্তার সাটিরার মত চতুর ও সাহসী দশ হাজার লোক চেষ্টা করিলেও তাহা হস্তগত করিতে পারিবে না।"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "সাটিরা যখনই কোন অসাধ্য সাধনের চেষ্টা করিয়াছে—তখনই তুমি মাথা নাড়িয়া বলিয়াছ—সাটিরা ক্ষেপিয়াছে; তাহার এ চেষ্টা কি সফল হইতে পারে?—হাঁ, অনেক বিষয়েই তাহার সম্বন্ধে এইরূপ দৈববাণী করিয়াছ; কিন্তু প্রত্যেক বারই তোমার দৈববাণী বিফল হইয়াছে। প্রত্যেক বার

অদ্ভুত উপায়ে অপূর্ব্ব কৌশলে সে কৃতকার্য্য হইয়াছে। আমরা বাধাদান করিতে গিয়া অপদস্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি। তথাপি তুমি নির্লজ্জের মত জাঁক করিয়া বলিতেছ—তাহার চেষ্টা বিফল করিবে। অবশ্য, আমি একথা বলিতেছি না—সে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সুরক্ষিত দুর্ভেদ্য কোষাগার হইতে সেই মারুতি-মূর্ত্তি হস্তগত করিতে পারিবে; কিন্তু আমি হাজার পাউণ্ড বাজী রাখিয়া বলিতে পারি—সে তাহা হস্তগত করিবার চেষ্টা করিবেই।"

ইন্স্পেক্টর গার্ডনার ও তাঁহার কন্ষ্টেবলদের উপর সেই বাড়ীর পাহারার ভার দিয়া ইন্স্পেক্টর কুট্‌স মিঃ ব্লেকের সঙ্গে সেই স্থান ত্যাগ করিলেন। তাঁহারা পথে আসিয়া স্মিথের সাক্ষাৎ পাইলেন। স্মিথ টাইগারকে সঙ্গে লইয়া পলাতক নরহন্তার সন্ধানে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল; কিন্তু টাইগার পলাতকের গন্ধের অনুসরণ করিতে পারে নাই। তাঁহারা পদব্রজে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া একখানি ট্যাক্সি ভাড়া করিলেন, এবং তাহাতে উঠিয়া লণ্ডন-ব্রীজের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তাঁহারা লণ্ডন ব্রীজের অদূরে নামিয়া জেটির দিকে চলিলেন। তাহার নিকটেই মেরী লুইসী জাহাজ নঙ্গর করিয়াছিল। তখন রাত্রি অধিক হইলেও লণ্ডনের এই অংশের লোকের চক্ষুতে নিদ্রার অবির্ভাব হয় না; কারণ সারা-রাত্রি সেখানে কাজ চলে। বিভিন্ন জাহাজে যে সকল মাল উঠা নামা চলিতেছিল তাহাদের গন্ধে সেই স্থানের বায়ুস্তর ভারাক্রান্ত। কয়লা, চামড়া, নানাবিধ সুপক্ক ফল, শাকসব্‌জী, হল্যাণ্ডের বিখ্যাত পনীর, ডেনমার্কের আমদানী রাশি রাশি শূকর মাংস—সকলের গন্ধ একত্র মিশিয়া তাঁহাদের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিতে লাগিল। ডকের কুলিদের যেন মুহূর্ত্তকাল বিশ্রামের অবসর নাই। সেই গভীর রাত্রেও বিভিন্ন জাহাজ হইতে শ্রবণবিদারক বংশীরব উত্থিত হইতেছিল, এবং উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকের সাহায্যে কপিকলে জাহাজের খোল হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাঁইট ও বাক্স প্রভৃতি জেটিতে নামাইয়া লওয়া হইতেছিল। চারিদিকে হট্টগোল, দৌড়াদৌড়ি, লাফালাফি এবং বোঝা লইয়া টানাটানি!

মিঃ ব্লেক, ইন্স্পেক্টর কুট্‌স ও স্মিথকে সঙ্গে লইয়া করম্যানের জেটিতে প্রবেশ করিলেন। সেখানকার উজ্জ্বল আলোকে তাঁহাদের চক্ষু ধাঁধিয়া গেল।

আলোক এতই প্রখর যে, দিবালোক বলিয়া ভ্রম হয়। কিন্তু চতুর্দ্দিকের সেই উচ্ছ্বসিত কর্ম্ম-স্রোতের দিকে মিঃ ব্লেকের দৃষ্টি ছিল না; তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সেই এক চোঙ্গওয়ালা (single funnelled vessel) জাহাজের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মালবাহী জাহাজ। তাহার ডেকের উপর অনেক লোক ব্যস্ত ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, এবং রাশি রাশি মাল কপিকলের সাহায্যে জেটি হইতে তুলিয়া তাহার খোলের ভিতর নামাইয়া দেওয়া হইতেছিল।

এই জাহাজেই যে তাঁহাদের লক্ষ্য—ইহা বুঝিতে মিঃ ব্লেকের কোন অসুবিধা হইল না; কারণ তাহার মাথাতেই মোটা মোটা অক্ষরে লেখা ছিল "মেরী লুইসী —হাব্রি!" শয়তান সাটিরা এই জাহাজে উঠিয়া কি কৌশলে পানীয় ও আহার্য্য দ্রব্যসহ প্যাকিং-বাক্সের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা জানিবার জন্য তাঁহাদের প্রবল আগ্রহ হইল। তাঁহাদের চারিদিকে ভদ্রলোকও অনেকগুলি দাঁড়াইয়া ছিলেন; অধিকাংশই লণ্ডনের বন্দরের (port of London) ও শুল্ক বিভাগের কর্ম্মচারী। তাঁহারা মিঃ ব্লেক ও ইন্স্পেক্টর কুট্‌সের সঙ্গে একটা প্রকাণ্ড ব্লড-হাউণ্ড দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন, এবং তাঁহাদের আবির্ভাবের কারণ জানিবার জন্য উৎসুক হইলেন।

ইন্স্পেক্টর কুট্‌স তাঁহাদের একজনকে নীরস স্বরে বলিলেন, "এই জাহাজের কাপ্তেনের দেখা পাই কোথায় বলিতে পারেন?"

বন্দরের একটি কর্ম্মচারী বলিলেন, "আপনি কি কাপ্তেন মেরাইনের সঙ্গে দেখা করিবেন? তিনি বোধ হয় ঐ জাহাজেই আছেন।—কয়েক মিনিট পূর্ব্বে তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম। ঐ যে জাহাজের সিঁড়ির উপর নীলকুর্ত্তিওয়ালা বেঁটে জোয়ানটিকে দেখিতেছেন—ঐটি কাপ্তেনের প্রধান সহকারী; উহাকেই জিজ্ঞাসা করুন।"

মিঃ ব্লেক দেখিলেন সেই বেঁটে জোয়ানটি একটি গুঁফো ফরাসী।—তিনি জাহাজে উঠিয়া সেই ফরাসীটিকে বলিলেন, "এই জাহাজের কাপ্তেনের সঙ্গে এখনই দেখা করিতে চাই। তাঁহাকে বল—কোন জরুরি কাজের জন্য তাঁহার বাহিরে আসা দরকার।"

গুঁফো জোয়ানটা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল; কিন্তু সে কোন কথা না বলিয়া তাড়াতাড়ি ডেকের একটি কামরার ভিতর প্রবেশ করিল। কয়েক মিনিট পরে সে কাপ্তেনকে সঙ্গে লইয়া মিঃ ব্লেক ও ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

কাপ্তেন পিয়ের মেরাইনও স্থূলকায় মনুষ্য; মুখখানি গোল, মুখের রঙ লালচে, চক্ষু দুটি ক্ষুদ্র, মুখে একমুখ কাল দাড়ি। তাহার পরিধানে কাপ্তেনের ইউনিফর্ম, মাথায় ধুচুনী টুপি।

কাপ্তেন মেরাইন দুই পা ফাঁক করিয়া দাঁড়াইয়া অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে অশিষ্ট ভঙ্গীতে বলিল, "আমি ব্যস্ত (bizzee) আছি ; কে, তোমরা? আমার কাছে কি চাও? তোমাদের যে ভারি গোস্তাকি! আমাকে ডাকিয়া পাঠাও?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স গোঁফে চাড়া দিয়া ততোধিক গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "তুমি অন্য রাজ্যের প্রজা হইলেও এখন ইংরাজের এলাকায় ডিঙ্গা ভিড়াইয়াছ। তোমাকে ডাকিয়া পাঠাইবার মত গোস্তাকি করিবার অধিকার আমাদের আছে কি না কিরূপে জানিলে? আমি একজন পুলিশ অফিসার; কন্‌ষ্টেবল বা সার্জ্জেণ্ট নই, তার অনেক উপরে। তুমিই এই জাহাজের মালিক কাপ্তেন পিয়ের মেরাইন?—হাঁ, তোমার সঙ্গে আমার গোপনে দুই একটি কথা আছে।—আমি সরকারী কাজে আসিয়াছি, তোমার ব্যস্ততার অজুহাতে সরকারী কাজ মুলতুবি থাকিবে না কাপ্তেন মেরাইন!"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স কিরূপ কাজের লোক, পাঠক তাহার পরিচয় পাইয়াছেন, কিন্তু লোকটি রাশভারি। তাঁহার হুম্‌কীতে অনেক লোকের হৃৎকম্প হইত। কাপ্তেন মেরাইন তাঁহার তাড়া খাইয়া ভড়কাইয়া গেল। সে বিহ্বল দৃষ্টিতে কুট্‌সের ভ্রূকুটি-কুটিল মুখের দিকে চাহিয়া জিহ্বাদ্বারা শুষ্ক অধরোষ্ঠ লেহন করিল, তাহার পর ক্ষীণস্বরে বলিল, "তা হ'লে আস্‌তে আজ্ঞে হোক।"—একথা কয়টি সে বড়ই অনিচ্ছার সঙ্গে বলিল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মনে মনে হাসিয়া কাপ্তেনের অনুসরণ করিলেন, তাঁহার ইঙ্গিতে মিঃ ব্লেকও তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। কাপ্তেন তাঁহাদিগকে লইয়া ডেকের

একটি কামরায় প্রবেশ করিল। সেই কামরায় তেলের একটা ল্যাম্প জ্বলিতেছিল, এবং টেবিলের উপর কতকগুলি বিল (bills of lading) ও অন্যান্য কাগজপত্র প্রসারিত ছিল। টেবিলের এক পাশে একটা হুইস্কির বোতল ও একটা গ্ল্যাস সংরক্ষিত; বোতলের পাশে একটা অর্দ্ধদগ্ধ চুরুট। কাপ্তেনটি—'ডিডি'র 'গভাচুর চণ্ডু' হইলে বলিতে পারিত, "আমি মডও খাই, টামাকও খাই।"

কিন্তু সে ফরাসী কাপ্তেন, ইংরাজ পুলিশকে সে সেকথা না বলিয়া বলিল, "আমার কাছে ইংরাজ পাহারাওয়ালার কি আবশ্যক?—ঐসব কাগজ-পত্র ছড়ান আছে দেখিতেছ না, আমি বড় ব্যস্ত।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স আর এক পর্দ্দা স্বর চড়াইয়া বলিলেন, "তুমি ত ভারি বেল্লিক হে! তোমার কি চোখ নাই? আমার কি পাহারাওয়ালার পোষাক?—কি বলিলে, তুমি বড় ব্যস্ত? যদি তুমি বলিতে তোমার মরিবার অবসর নাই, তাহা হইলেও কি তোমাকে ছাড়িয়া দিতাম? তোমার অবসর আছে কি নাই—কে তা জানিতে চায়? আমি তোমাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করিব; তোমাকে সোজা হইয়া ঠিক উত্তর দিতে হইবে।—আমার প্রশ্ন—তুমিই কি এই মেরী লুইসী জাহাজের মালিক ক্যাপ্তেন মেরাইন?"

ফরাসী কাপ্তেন বলিল; "ও প্রশ্নের উত্তর ত দিয়াছি। হাঁ, আমিই কাপ্তেন মেরাইন।"

পুনর্ব্বার প্রশ্ন হইল, "তুমি হাব্‌রি হইতে লণ্ডন পর্য্যন্ত এই জাহাজে মাল আমদানী কর?"

উত্তর—"হাঁ, করি।"

প্রশ্ন—"তুমি এবার হাবরি হইতে যে সকল মাল আমদানী করিয়াছিলে, তাহার মধ্যে কয়েকটি প্যাকিং-বাক্সে মোমের মনুষ্য-মূর্ত্তি ছিল কি না? এবং সেগুলি তুমি বেকার ষ্ট্রীটের জুলি বৌটার্ডকে 'ডেলিভারি' দিয়াছ কি না?"

উত্তর—"হাঁ, আমি মধ্যে মধ্যে প্যাকিং-বাক্সে মাল আনিয়া সেই ভদ্রলোকটিকে 'ডেলিভারি' দিয়া থাকি; শুনিয়াছি সেই সকল প্যাকিং-বাক্সে মোমের পুতুল থাকে। শুল্ক বিভাগের কর্ম্মচারীরা সেগুলি মোমের পুতুল বলিয়া স্বীকার করেন।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স গাল চুলকাইয়া বলিলেন "হঁা, আমিও ইহা সত্য বলিয়া স্বীকার করি। কিন্তু আজ বৈকালে তুমি যে প্যাকিং-বাক্সগুলি মসিয়ে বৌটার্ডের নিকট পাঠাইয়াছ—তাহাদের মধ্যে যে একটি জ্যান্ত মানুষ পুতুল সাজিয়া আসিয়াছিল—তাহাকেও কি তুমি মোমের পুতুল বলিয়া চালাইতে চাও?"

ফরাসী কাপ্তেনটা ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিল, তাহার পর সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, "তুমি কি অসম্ভব কথা বলিতেছ? প্যাকিং-বাক্সের ভিতর জ্যান্ত মানুষ? ও কথা আমি বিশ্বাস করিনা। তাহা ছাড়া, তাহার ভিতর মানুষ ছিল কি গরু ছিল—আমি কি করিয়া জানিব?—আমি যেমন বাক্স পাইয়াছিলাম, তাহাই তাহাকে ডেলিভারি দিয়াছি।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সক্রোধে বলিলেন, "তুমি মিথ্যা কথা বলিতেছ। যে সকল প্যাকিং বাক্সে মোমের বিভিন্ন মূর্ত্তি ছিল, তাহাদের একটি বাক্সে তোমার এই জাহাজেই খুলিয়া মূর্ত্তিটা সরাইয়া ফেলা হইয়াছিল। তাহার পর সেই বাক্সে বায়ু প্রবেশের ব্যবস্থা করিবার জন্য কয়েকটি ছিদ্র করিয়া, তাহার ভিতর একজন নরহন্তা দস্যুকে লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল। সে পুলিশের চোখে ধূলা দিয়া এ দেশে আসিতে পারে, এই উদ্দেশ্যেই ঐ ভাবে তাহাকে প্যাকিং-বাক্সে পুরিয়া জাহাজ হইতে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। এ কাজ তুমিই করিয়াছ; এখন বল, ডাক্তার সাটিরার নিকট কত টাকা পাইয়া তুমি তাহাকে এই ভাবে লণ্ডনে পৌঁছাইয়া দিয়াছ?"

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের এইরূপ তদন্ত প্রণালীর পক্ষপাতী ছিলেন না; তিনি জানিতেন জাহাজের ক্যাপ্তেনকে এইভাবে জেরা করিয়া ফল নাই। সে নিশ্চয়ই কোন কথা স্বীকার করিবে না, অথচ সতর্ক হইয়া ভবিষ্যৎ-তদন্তের অসুবিধা ঘটাইবে। কিন্তু ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তাঁহার সহিত পরামর্শ না করিয়াই এই ভাবে কাপ্তেনের জেরা আরম্ভ করায়,অগত্যা তাঁহাকে নীরব থাকিতে হইল। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের কথা শুনিয়া কাপ্তেনের মুখের ভাব কিরূপ হয়—মিঃ ব্লেক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহাই লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।

কাপ্তেন পিয়ের মেরাইন ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের কথা শুনিয়া দুইহাত সবেগে ঊর্দ্ধে

তুলিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, "পাগল, পাগল! তুমি নিশ্চয়ই পাগল হইয়াছ; নতুবা এ রকম অসংলগ্ন অর্থহীন কথা বলিবে কেন? আমি প্যাকিং-বাক্স খুলিয়া তাহার ভিতর একটা নরহন্তা দস্যুকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম?—না, নরহন্তা কোন দস্যু-টস্যুর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ নাই। ডাক্তার সাটিরা কে, তাহাও জানি না; তাহার নাম তোমার কাছেই প্রথম শুনিলাম। প্যাকিং-বাক্সগুলি জাহাজের খোলে গুদামের ভিতর পড়িয়া ছিল, লণ্ডনে পৌঁছিয়া সেগুলি নামাইয়া দেওয়ার পূর্ব্বে আমরা স্পর্শও করি নাই।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "একাজ যদি তুমি না করিয়া থাক তাহা হইলে তোমার জাহাজের খালাসীদের কেহ না কেহ (one of your crew) করিয়াছে। তুমি এই জাহাজের কতকগুলি আরোহীকে লণ্ডনে আনিয়াছিলে?"

কাপ্তেন বলিল, "আমি একজনও আরোহী লই নাই। মেরী লুইসী যাত্রীবাহী জাহাজ নহে; ইহাতে যাত্রী লইবার অনুমতি নাই।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তোমার ও কথা আমি বিশ্বাস করি না। এই জাহাজে আরোহী লওয়া নিষিদ্ধ হইতে পারে; কিন্তু তুমি হাব্‌রি হইতে লণ্ডনে আসিবার সময় কোন স্থানে একজন আরোহীকে জাহাজে তুলিয়া লইয়াছিলে, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। —সেই আরোহীই নরহন্তা দস্যু সাটিরা।"

কাপ্তেন চিৎকার করিয়া বলিল, "কি? তোমার ত ভারি স্পর্দ্ধা! তুমি কোন্ সাহসে আমার এ রকম মানহানিকর কথা বলিতেছ? তোমার এই অভদ্র ব্যবহার অমার্জ্জনীয়। আমি ফরাসী গবর্মেণ্টের প্রজা, আমি ফরাসী কন্সলের নিকট তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিব। তোমাকে কঠোর শাস্তি পাইতে হইবে।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "হাঁ, তোমাদের কন্সল আমাকে ফ্রান্সে ধরিয়া লইয়া গিয়া ফাঁসি দিবে। তুমি যে কাজ করিয়াছ, তোমাকে আমি সহজে ছাড়িব না। টাকাগুলা হজম করিতে পারিবে না।"

পঞ্চম পর্ব

পতন ও মৃত্যু

মিঃ ব্লেক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কাপ্তেন পিয়ের মেরাইনের ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করিতেছিলেন তাহার কথাও শুনিতেছিলেন। তাঁহারও ধারণা হইল, কাপ্তেন মিথ্যা কথা বলিতেছিল। ধরা পড়িবার ভয়ে সে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল—তাহাও তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের কথা শুনিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘামিয়া উঠিয়াছিল; সে সভয়ে চারি দিকে চাহিয়া যেন পলায়নের পথ খুঁজিতেছিল এবং এক এক বার তাহার কোটের বুকের পকেটের উপর আড়-চোখে চাহিতেছিল। মিঃ ব্লেক দেখিলেন, পকেটটা ফুলিয়ে উঁচু হইয়া আছে।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স যখন বিদ্রূপভরে বলিলেন, "টাকাগুলা হজম করিতে পারিবে না,"—তখন কাপ্তেন কোন মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া জিহ্বাদ্বারা ওষ্ঠ লেহন করিল মাত্র।—তাহার মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তাহাকে নীরব দেখিয়া বলিলেন, "যে লোকটি তোমার জাহাজের প্যাকিং-বাক্সে লুকাইয়া থাকিয়া লণ্ডনে আসিয়াছে, সে ফেরারী আসামী। নরহত্যার অপরাধে তাহার বিরুদ্ধে পরোয়ানা বাহির হইয়াছে তাহাকে জাহাজে আশ্রয় দিয়া এবং অবশেষে পলায়নের সুযোগ দিয়া তুমি যে অপরাধ করিয়াছ, সে জন্য তোমাকে অব্যাহতি লাভের উপায় নাই।—কিন্তু তুমি যদি এখনও সত্য কথা বল, কোন কথা গোপন না করিয়া, যাহা যাহা ঘটিয়াছে তাহা আমার নিকট প্রকাশ কর—তাহা হইলে আমি তোমাকে রক্ষা করিতে পারি।"

কিন্তু কাপ্তেন তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইল না, সে সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, "তুমি পাগলের মত কি সব কথা বলিতেছ তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি

না। আমি অপরাধের কাজ কিছুই করি নাই। প্যাকিং-বাক্সে কোন লোক লুকাইয়া-থাকিয়া তীরে নামিয়া গিয়াছে কি না তাহাও আমি জানি না। তুমি আমার বিরুদ্ধে যে গ্লানিকর মিথ্যা অভিযোগ করিতেছ সে জন্য তোমাকে কঠোর দণ্ড ভোগ করিতে হইবে।"

ইন্স্পেক্টর কুট্স তীব্র দৃষ্টিতে কাপ্তেন পিয়ের মেরাইনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, ক্রোধে তাঁহার গোঁফ জোড়াটা ফুলিয়া উঠিল; কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টাই বিফল হইল। কাপ্তেনের মুখ হইতে তিনি একটি কথাও বাহির করিয়া লইতে পারিলেন না। কাপ্তেন তাহার গোঁ ছাড়িল না।

ইন্স্পেক্টর কুট্স দুই এক মিনিট চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তুমি মনে করিও না—'কিছু জানি না' বলিলেই নিষ্কৃতি লাভ করিবে। এই জাহাজের প্রত্যেক অংশ আমি তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিব, জাহাজের প্রত্যেক কর্ম্মচারী ও খালাসী লস্করদের জেরা করিব,—তাহার পূর্ব্বে তুমি জাহাজের নঙ্গর তুলিতে পাইবে না। জোয়ার আসিলে তাড়াতাড়ি জাহাজ লইয়া পলায়ন করিবে— এ আশা ত্যাগ কর।"

কাপ্তেন ইন্স্পেক্টরের তাড়া খাইয়া প্রথমে ঘাবড়াইলেও ক্রমে সে প্রকৃতিস্থ হইয়াছিল। সে হুইস্কির বোতল হইতে খানিক হুইস্কি গ্ল্যাসে ঢালিয়া পান করিল, তাহার মানসিক অবসাদ দূর হইল। সে রুমালে মুখ মুছিয়া বলিল, "তোফা জমাদার সাহেব, তোফা! তোমার তর্জ্জন-গর্জ্জন শেষ হইল কি? না, ভয় দেখাইবার জন্য আরও কিছু বাক্যবাণ ছাড়িবে? তা তুমি যাহাই বল, আর যাহাই কর—তোমার সুবিধার জন্য আমি মিথ্যা কথা বলিতে রাজী নই। যাহা জানি না, তোমার জেরায় তাহা জানি বলিব? তোমার ইচ্ছা হয় আমার জাহাজের আগা-গোড়া খানাতল্লাস কর; আমার জাহাজে যত লোক আছে প্রত্যেককে ডাকিয়া মনের সাধে জেরা কর; তোমার কাজ শেষ হউক, তাহার পর আমার কাজের পালা পড়িবে। তুমি যে কেমন পুলিশ, আমিও তাহা দেখিয়া লইব।"

ইন্স্পেক্টর কুট্স হতাশভাবে গোঁফ কামড়াইতে কামড়াইতে মিঃ ব্লেকের

মুখের দিকে চাহিলেন। ডাক্তার সাটিরা যে সেই জাহাজেই প্যাকিং-বাক্সে লুকাইয়া ছিল, এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হইলেও জাহাজ খানাতল্লাস করিবার তাঁহার কোন অধিকার ছিল না; কারণ জাহাজ খানাতল্লাসীর পরোয়ানা তাঁহার সঙ্গে ছিলনা। তিনি পূর্ব্বে চেষ্টা করিলে, এবং তাঁহার সন্দেহের কথা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রকাশ করিলে, হয় ত জাহাজ খানাতল্লাসীর পরোয়ানা সংগ্রহ করিতে পারিতেন; কিন্তু এ সকল কাণ্ড ঘটিবে তাহা পূর্ব্বে জানিতে পারেন নাই। কাপ্তেন যে সাটিরাকে তাহার জাহাজে প্যাকিং-বাক্সের ভিতর আশ্রয় দান করিয়াছিল, ইহা সপ্রমাণ করিবার কোন উপায় না দেখিয়া তিনি বড়ই নিরুৎসাহ হইলেন।

মিঃ ব্লেক নিরুপায় হইয়া মুখের চুরুটের আগুনের দিকে চিন্তাকুলচিত্তে চাহিয়া রহিলেন। ভাবিতে ভাবিতে কি একটা কথা হঠাৎ তাঁহার মনে হইল; তিনি যেন অকূল সাগরের কূল দেখিতে পাইয়াছেন, এই ভাবে কাপ্তেন পিয়ের মেরাইনের মুখের দিকে চাহিয়া দৃঢ় স্বরে বলিলেন, "কাপ্তেন পিয়ের মেরাইন, তোমাকে আমার একটি মাত্র কথা জিজ্ঞাসা করিবার আছে। যদি তুমি সত্যই নিরপরাধ হও—এবং সাটিরা সম্বন্ধে কোন কথা জান না এ কথা সত্য হয়, তাহা হইলে আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে তুমি নিশ্চয়ই কুণ্ঠিত হইবে না।"

কাপ্তেন বলিল, "তোমার বন্ধু ত হাল ছাড়িয়া দিয়াছে, এবার বুঝি তুমি হাল ধরিলে? এ খুব ভাল কথা। একটা কেন, তুমি আমাকে এক শ একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পার। দেখি, নিরপরাধকে তুমিই বা কি করিয়া অপরাধী প্রতিপন্ন কর।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এক শ প্রশ্নের প্রয়োজন নাই, একটিই যথেষ্ট।—তোমার কোটের বুকের পকেটে ঐ যে জিনিসটি উঁচু হইয়া আছে—উহা কি?"

এই প্রশ্নে কাপ্তেন হঠাৎ যেন দমিয়া গেল, তাহার চক্ষুতে যেন আতঙ্কের ছায়া ঘনাইয়া আসিল; কিন্তু তাহা স্থায়ী হইল না। সে মুহূর্ত্তমধ্যে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিল, "তোমার এ অসঙ্গত কৌতূহল! আমার পকেটে কি আছে

না আছে—এ কথা তোমার জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার কি? আর আমিই বা তোমার এই অশিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিব কেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার কৌতূহল শিষ্ট কি অশিষ্ট, তাহার বিচারের ভার তোমাকে দেওয়া হয় নাই; যে সন্দেহের পাত্র—তাহাকে যে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে। তুমি যদি সত্যিই নিরপরাধ হও—তাহা হইলে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে তোমারই বা আপত্তির কারণ কি?"

কাপ্তেন বাম বাহু দ্বারা পকেকটি আবৃত করিয়া বলিল, "আমার পকেটে বিল, রসিদ, কর্ম্মচারীদের ছুটীর দরখাস্ত, ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রিপসন প্রভৃতি হরেক-রকমের কাগজ আছে; সেই সকল কাগজের সঙ্গে ইংরাজ গোয়েন্দার গোয়েন্দা-গিরির কোন সংস্রব নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সম্বন্ধ আছে কি না তাহা জানিতে চাই: সপ্রমাণ কর—তোমার কথা সত্য। আমি কাগজগুলি দেখিব।"

কাপ্তেন বিকট মুখভঙ্গি করিয়া দাড়ি নাড়িয়া বলিল, "বটে! আব্দা-রের যে সীমা নাই! ও সকল কাগজ আমি তোমাকে দেখাইব না।"

মিঃ ব্লেক তাঁহার হাতের ঘড়ির দিকে চাহিয়া মুখ তুলিলেন, দৃঢ় স্বরে কাপ্তেনকে বলিলেন, "কাপ্তেন মেরাইন, ইহাই তোমার শেষ সুযোগ। আমি তোমাকে ঠিক আধ মিমিট সময় দিলাম, এই আধ মিনিটের মধ্যে তোমার পকেটের কাগজগুলি বাহির করিয়া আমার সম্মুখে রাখ। যদি তুমি আমার আদেশ অগ্রাহ্য কর—তাহা হইলে তোমাকে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া যাইব, সেখানে তোমার পকেট খানাতল্লাস করা হইবে।"

কাপ্তেনের মুখ শুকাইয়া গেল, সে ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিল, পলায়নের সুযোগ থাকিলে সে সেই মুহূর্ত্তেই সেই কামরা হইতে পলায়ন করিত; কিন্তু স্মিথ দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া দ্বার রক্ষা করিতেছিল। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সও তাহার পলায়নের পথরোধ করিয়া বসিয়া ছিলেন।

কাপ্তেন হতাশভাবে বলিল, "এ যে বেজায় জুলুম! নিরপরাধ লোককে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া যাইতে চাও?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আধ মিনিটের সিকি মিনিট নষ্ট করিলে; আর পনের সেকেণ্ড মাত্র সময় আছে।"

কাপ্তেন মেরাইন সক্রোধে গর্জ্জন করিয়া পুনর্ব্বার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিল। মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আর দশ সেকেণ্ড, ইহার পরই তোমাকে গ্রেপ্তার করা হইবে; ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স, হাতকড়ি বাহির কর।"

"আমার হাতে হাতকড়ি দিয়া টানিয়া লইয়া যাইবে না কি? কি জুলুম!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আর পাঁচ সেকেণ্ড।"

কাপ্তেন হাতকড়ির দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল, তাহার পর পকেটে হাত পুরিয়া বলিল, "পকেটে আমার কতকগুলা টাকা আছে; যাহাদের মাল আনিয়াছি, তাহাদের নিকট ভাড়া পাইয়াছি। এই টাকা দেখিয়া তোমাদের কি লাভ হইবে?—এগুলি লুঠ করিবার মতলব করিয়াছ না কি?"—কাপ্তেন পকেট হইতে এক তাড়া ব্যাঙ্ক-নোট বাহির করিয়া মিঃ ব্লেকের সম্মুখে উঁচু করিয়া ধরিল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মিঃ ব্লেকের মনের ভাব বুঝিতে না পারিয়া প্রশ্ন সূচক দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন। রাশিকৃত ব্যাঙ্কনোট কাপ্তেনের পকেট হইতে বাহির হইল দেখিয়া স্মিথ গভীর বিস্ময়ে হা করিয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিল। কাপ্তেন কয়েক মিনিট পূর্ব্বে বলিয়াছিল—তাহার পকেটে রসিদ, বিল প্রভৃতি কাগজ আছে,—সেই সকল কাগজ হঠাৎ একতাড়া ব্যাঙ্কেনোটে পরিণত হইল! কাপ্তেন কি উদ্দেশ্যে মিথ্যা কথা বলিয়াছিল—তাহা ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বুঝিতে পারিলেন না। স্মিথ অস্ফুট স্বরে বলিল, "এ যে এক-গাদা নোট!"

মিঃ ব্লেক তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিলেন না; তাঁহার দৃষ্টি নোটের সেই তাড়ার উপর! কাপ্তেন মেরাইন সেই নোটগুলি মিঃ ব্লেকের সম্মুখে উঁচু করিয়া ধরিবামাত্র মিঃ ব্লেক ছোঁ মারিয়া তাহা তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইলেন। কাপ্তেন মেরাইন ব্যগ্রভাবে মিঃ ব্লেকের দিকে দুই হাত প্রসারিত করিয়া ব্যাকুল স্বরে বলিল, "লুঠ না কি? দাও, আমার নোটগুলি শীঘ্র ফিরাইয়া দাও।"

মিঃ ব্লেক কাপ্তেনের আর্ত্তনাদে কর্ণপাত না করিয়া নোটগুলির ভাঁজ

খুলিয়া দেখিলেন ; সমস্তই—'ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডের' নোট ! তিনি নোটগুলি গণিয়া দেখিলেন, সমুদয় নোটের পরিমাণ চারি হাজার পাউণ্ড !

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এই পরিমাণ বৃটীশ নোট কি সর্ব্বদাই তোমার পকেটে থাকে, না কেবল আজই আছে ?"

কাপ্তেন বলিল, "সে খবরে তোমার দরকার কি ? আমি কয়েকজন ইংরাজ সদাগরের কাছে মালের ভাড়া পাইয়াছি। নোটগুলা পকেটেই আছে, এখন পর্য্যন্ত সিন্দুকে তোলা হয় নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "চার হাজার পাউণ্ড মালের ভাড়া ? এই সমস্ত ভাড়া আজ এই এক দিনেই আদায় হইয়াছে ?"

কাপ্তেন বিব্রত ভাবে বলিল, "সে খোঁজে তোমার দরকার কি ? আমার কাছে ভাড়ার বাবদ অনেক নোট জমিয়া গিয়াছিল ; সেগুলি ভাঙ্গাইয়া লইব বলিয়া সিন্দুক হইতে বাহির করিয়া পকেটে রাখিয়াছি।"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "একটু আগে বলিয়াছ—মালের ভাড়া পাইয়াছ, সিন্দুকে রাখা হয় নাই ; এখন বলিতেছ সিন্দুক হইতে বাহির করিয়াছ,—ভাঙ্গাইবার মতলবে।—তোমার কোন্ কথাটা সত্য ?—একটিও সত্য নহে ; এমন কি, ভাঙ্গাইবার মতলবটাও সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না ; কারণ তুমি এই নোটগুলি কোন ইংলিশ ব্যাঙ্কে ভাঙ্গাইতে সাহস করিবে না ! ইন্-স্পেক্টর কুট্‌স ! সাটিরা মিঃ ক্র্যাগের নাম জাল করিয়া ব্যাঙ্ক হইতে যে টাকা তুলিয়া লইয়াছিল, সেই সকল নোটের নম্বর তুমি তোমার নোট-বহিতে লিখিয়া রাখিয়াছিলে, এই নোটগুলির নম্বর তোমার নোট-বহিতে পাওয়া যায় কি না মিলাইয়া দেখ।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া মহা উৎসাহে লাফাইয়া উঠিলেন ; তিনি কাপ্তেন মেরাইনকে অসংখ্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া রহস্যের কোন সূত্র আবিষ্কার কলিতে পারেন নাই ; আর মিঃ ব্লেকের একটি প্রশ্নে সকল সমস্যার সমাধান হইল দেখিয়া আনন্দে তিনি উন্মত্ত প্রায় হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ নোট-বহি খুলিয়া একখানি কাগজ বাহির করিলেন। মিঃ ক্র্যাবান ক্র্যাগের ছদ্মবেশধারী

সাটিরাকে ব্যাঙ্ক হইতে যে পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ডের নোট দেওয়া হইয়াছিল, সেই সকল নোটের নম্বর সেই কাগজে লিখিত ছিল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স কয়েক মিনিট পরে বলিলেন, "ব্লেক, তুমি ঠিক ধরিয়াছ! সাটিরা ক্ল্যাবান ক্র্যাগের ছদ্মবেশে ক্র্যাগ দ্বীপে পলাইবার সময় ব্যাঙ্ক হইতে যে সকল নোট লইয়া গিয়াছিল, তাহাদের নম্বরের মধ্যে এই চারি হাজার পাউণ্ডের নোটের নম্বর আছে দেখিতেছি!—এই সকল নোট সাটিরাই কাপ্তেন মেরাইনকে দিয়া গিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহার অকাট্য প্রমাণ ত আমাদের হাতেই রহিয়াছে; কিন্তু কাপ্তেন মেরাইন বোধ হয় এখনও বলিবে সাটিরাকে উহার জাহাজে আশ্রয় দেয় নাই, এবং টাকাগুলি তাহার নিকট পায় নাই! অপরাধ করিয়া ধরা পড়িলেও অনেকে প্রাণভয়ে অপরাধ অস্বীকার করে; মেরাইনও অপরাধ অস্বীকার করিতেছে—ইহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। সাটিরাকে প্যাকিং-বাক্সে পুরিয়া গোপনে লণ্ডনে পৌঁছিয়া দিবে, এই সর্ত্তে কাপ্তেন সাটিরার নিকট এই টাকাগুলি গ্রহণ করিয়াছে, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়াছ ত?"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া কাপ্তেন পিয়ের মেরাইন ভয়ে ঠক্‌-ঠক্‌ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। আত্মসমর্থনের জন্য সে আর একটি কথাও বলিতে পারিল না। সে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের হস্তস্থিত হাতকড়ির দিকে চাহিয়া অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িল, এবং দুই হাত গুঁজিয়া এই বিপদ হইতে পরিত্রাণের উপায় চিন্তা করিতে লাগিল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স কঠোর স্বরে বলিলেন, "তোমার কন্সল বাবার কাছে আমার নামে নালিশ করিবে না? তোমার সেই অহঙ্কার, তেজ কোথায় গেল? এখন তোমার আর কি বলিবার আছে বল। তুমি আমাদের অনেক সময় নষ্ট করিয়াছ; আমরা আর এখানে বিলম্ব করিতে পারিব না।"

কাপ্তেন মেরাইন মুখ তুলিয়া ব্যাকুল স্বরে বলিল, "আর আমি কোন কথা গোপন করিব না। আমি যে কিরূপ নির্ব্বোধের কাজ করিয়াছি, তাহা এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। সেই লোকটা যে নরহন্তা দস্যু ডাক্তার সাটিরা, ইহা আমি

পূর্ব্বে জানিতে পারি নাই। সে আমাকে বলিয়াছিল, সে রাজনৈতিক অপরাধী; (a political criminal) রাজবিদ্বেষ প্রচারের অপরাধে তাহাকে ইংলণ্ড হইতে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছিল। ইংলণ্ডে প্রত্যাগমনের জন্য তাহার আগ্রহ ছিল না কিন্তু লণ্ডনে সে অনেকগুলি টাকা একজনের নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছে; সেই টাকাগুলি আদায় করিবার জন্য তাহাকে একবার লণ্ডনে যাইতেই হইবে। সে আরও বলিয়াছিল, প্রকাশ্য ভাবে তাহার লণ্ডনে ফিরিবার উপায় নাই। সে ইংলণ্ডের যে কোন বন্দরে নামিবে—সেই স্থানেই পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিবে; এমন কি, এরোপ্লেনের সাহায্যে লণ্ডনে উপস্থিত হইলেও তাহাকে ধরা পড়িতে হইবে। এইজন্য সে আমার সাহায্যে গোপনে লণ্ডনে আসিবার প্রস্তাব করে, এবং আমাকে এই প্রস্তাবে সম্মত করিবার জন্য চারি হাজার পাউণ্ড পুরস্কার প্রদান করে। তিন হাজার পাউণ্ড সে আমাকে দিয়েছে; অবশিষ্ট হাজার পাউণ্ড জাহাজের কর্ম্মচারী, খালাসী প্রভৃতিকে দিয়াছে।"

কাপ্তেন মেরাইন দুই এক মিনিট নীরব থাকিয়া বলিল, "টাকাগুলির লোভে আমি তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম বটে, কিন্তু পুলিশের অজ্ঞাতসারে কি উপায়ে তাহাকে তীরে নামাইয়া দিব—তাহা বুঝিতে পারিলাম না; সে কথা তাহাকেও বলিলাম। আমার কথা শুনিয়া সে কাতরভাবে বলিল, যে উপায়ে হউক, তাহার এই উপকার করিতেই হইবে। চারি হাজার পাউণ্ড কখন এক সঙ্গে আমার হাতে আসে নাই, এতগুলি টাকার মায়া আমি ত্যাগ করিতে পারিলাম না। শেষে হঠাৎ মনে পড়িল জাহাজের খোলে পুতুল-বোঝাই প্যাকিং-বাক্সগুলি রাখা হইয়াছে; একটি বাক্স খুলিয়া তাহার ভিতর তাহাকে লুকাইয়া রাখিলে তাহার আশা পূর্ণ হইতে পারে। সে আমার মতলবের কথা শুনিয়া খুসী হইয়া বলিল, এ খুব ভাল ফিকির। সে জাহাজে লুকাইয়া থাকিল। জাহাজ লণ্ডনে আসিবার কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে তাহাকে সঙ্গে লইয়া জাহাজের খোলে প্রবেশ করিলাম, এবং একটা প্যাকিং-বাক্স খুলিয়া, তাহার ভিতর মোমের যে মূর্ত্তিটা ছিল—তাহা বাহির করিয়া ফেলিলাম। সে সেই মূর্ত্তির ফাঁপা মাথাটা ভাঙ্গিয়া লইয়া ধরটা সমুদ্রে ফেলিয়া দিল। সে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া

মারা না যায় এই উদ্দেশ্যে প্যাকিং-বাক্সে কয়েকটা গোলাকার ছিদ্র করিলাম। সে কিছু খাদ্যসামগ্রী, বোতলপূর্ণ কফি, একখানি ছোরা ও সেই মোমের মুণ্ডটা লইয়া প্যাকিং-বাক্সে প্রবেশ করিল। প্রকাণ্ড বাক্স, তাহার ভিতর খড় বিছানো ছিল, তাহাই সে শয্যারূপে ব্যবহার করিবে বলিল। প্যাকিং-বাক্সের ভিতর সে ইচ্ছামত শুইতে বসিতে, ও হাত পা নাড়িতে পারিবে বুঝিয়া নিশ্চিন্ত হইল; আমারও দুর্ভাবনা দূর হইল। তাহাকে বাক্সে পুরিয়া, বাক্সের ডালা যে ভাবে বন্ধ করা ছিল—সেই ভাবেই পেরেক দিয়া আঁটিয়া রাখিলাম।—সেই প্যাকিং-বাক্সে অন্যান্য প্যাকিং-বাক্সের সহিত করম্যানের জেটিতে নামাইয়া দিয়াছিলাম। মসিয়ে বৌটার্ডের নিকট সংবাদ পাঠাইলে তাহার লরি আসিয়া প্যাকিং-বাক্সগুলি লইয়া গিয়াছিল। লোকটা যে ধরা পড়িতে পারে—এ কথা একবারও আমার মনে হয় নাই। আমার বিশ্বাস ছিল পুলিশের চক্ষে ধূলা দিয়া সে মসিয়ে বৌটার্ডের কারখানা হইতে সরিয়া পড়িতে পারিয়াছে। এ সকল কথা পুলিশের নিকট প্রকাশ করিলে আমার মৃত্যু অনিবার্য্য বলিয়া ভয় দেখাইয়াছিল।”

কাপ্তেনের কথা শুনিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ও মিঃ ব্লেক পরস্পরের মুখের দিকে চাহিলেন; তাঁহাদের মনের আনন্দ চক্ষুতে ফুটিয়া উঠিল। তাঁহাদের সকল শ্রম সফল হইল।

স্মিথ বলিল, “কর্ত্তা কাপ্তেনটাকে আপনি খুব চালাকি খাটাইয়া ধরিয়া ফেলিয়াছেন জাহাজে এত জিনিষ থাকিতে উহার পকেট দেখিবার জন্য আপনার আগ্রহ হইল কেন? উহার মৃত্যুবাণ যে উহার বুক-পকেটেই সঞ্চিত আছে—ইহা আমরা বুঝিতে পারি নাই।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কাপ্তেন আমাদের সম্মুখে আসিয়া ঐ পকেট লইয়া বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল; উহার ঐ পকেটে আমাদের দৃষ্টি না যায় এই উদ্দেশ্যে লোকটা দুই হাত বুকে রাখিয়া পকেটটা ঢাকিবার চেষ্টা করিয়াছিল এবং ঐ পকেটের দিকেই পুনঃপুনঃ দৃষ্টিপাত করিতেছিল।—এই জন্য আমার সন্দেহ হইয়াছিল, সন্দেহজনক কোন জিনিস উহার পকেটে আছে।”—তাহার পর কুট্‌স যখন উহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন সাটিরাকে প্যাকিং-বাক্সে আশ্রয়-

দান করিয়া তাহার নিকট কত টাকা পাইয়াছে—তখন এই হতভাগা ধরা পড়িবার ভয়ে এরূপ ব্যাকুলভাবে ঐ পকেটের দিকে চাহিতেছিল যে, আমার তখনই বিশ্বাস হইয়াছিল সেই টাকাগুলি উহার পকেটেই আছে।"

অতঃপর মিঃ ব্লেক কাপ্তেন মেরাইনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তুমি যাহাকে এই ভাবে আশ্রয় দান করিয়াছিলে সে যে দুর্দ্দান্ত নরহন্তা দস্যু সাটিরা, ইহা তুমি জানিতে না বলিয়াছ; কিন্তু তোমার এই কৈফিয়তের কোন মূল্য না থাকিলেও আমি তোমার এই কৈফিয়ৎ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে সম্মত আছি—যদি তুমি সেই লোকটির চেহারা কিরূপ, তাহা আমাদের নিকট প্রকাশ কর। তাহার আকার প্রকার কিরূপ—বল।"

কাপ্তেন মেরাইন বলিল, "তাহার চেহারার ঠিক বর্ণনা দিতে পারিব কি না জানি না, কারণ—তাহার অবয়বের প্রত্যেক অংশ তেমন বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করি নাই। বিশেষতঃ, তাহার মুখের দিকে চাহিতেই আমার মন কি এক অজ্ঞাত ভয়ে পূর্ণ হইয়াছিল। আমার বিশ্বাস, তাহার অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে অভিভূত না হয় এরূপ লোক জগতে নাই। মানুষের মুখ এতদূর কুৎসিত হইতে পারে—পূর্ব্বে আমার এরূপ ধারণা ছিল না। তাহার দৃষ্টি খলতাপূর্ণ, এবং ক্ষুধিত হায়েনার দৃষ্টির ন্যায় আতঙ্কজনক; তাহার কণ্ঠস্বর হুতুম প্যাচার কণ্ঠস্বরের ন্যায় নীরস ও কর্কশ। সে যদি আমাকে ঐ টাকাগুলি না দিয়া—তাহাকে আশ্রয় দান করিতে আদেশ করিত, তাহা হইলেও আমি তাহার আদেশ অগ্রাহ্য করিতে সাহস করিতাম না। তাহার মুখ মনে পড়িলে এখনও আমার বুক কাঁপিয়া উঠে। সে যখন আমাকে বলিল—যদি আমি তাহাকে লুকাইয়া না রাখি, এবং জাহাজ জেটিতে ভিড়িলে যদি পুলিসের হাতে তাহাকে ধরা পড়িতে হয়—তাহা হইলে পরদিন প্রভাতে কেহই আমাকে জীবিত দেখিতে পাইবে না, তখন সেই কথা সত্য বলিয়া আমার ধারণা হইয়াছিল। সে যেন আমাকে মোহাচ্ছন্ন করিয়াছিল; তাহার আদেশ পালন না করিয়া আমার গত্যন্তর ছিল না। সে যখন আমার সঙ্গে জাহাজের খোলে প্রবেশ করিল, তখন তাহার চলিবার ভঙ্গি দেখিয়া মনে হইয়াছিল—তাহার বাঁ পাখানি একটু খোঁড়া;

তবে সে ইচ্ছা করিয়া ঐ ভাবে চলিতে ছিল কি না বলিতে পারি না। সে মানুষ কি মনুষ্যদেহে শয়তান, তাহাও বুঝিতে পারি নাই।”

মিঃ ব্লেক বুঝিলেন কাপ্তেন তাঁহাকে মিথ্যা কথা বলে নাই; গোপনে লণ্ডনে প্রবেশের জন্য সাটিরাই যে কাপ্তেন মেরাইনের স্কন্ধে ভর করিয়াছিল—এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হইলেন। ব্যাঙ্ক-নোটগুলি দেখিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন, কাপ্তেন সাটিরাকেই আশ্রয় দান করিয়াছিল; কিন্তু তিনি জানিতেন সাটিরা সমুদ্র-তীরবর্ত্তী পার্লপোর্থ গ্রাম হইতে নৌকারোহণে ক্র্যাগ দ্বীপে পলায়ন করিবার সময়, ভীষণ ঝটিকাবেগে আট্‌লাণ্টিক-গর্ভে তাহার ‘ভরাডুবি' হইয়াছিল। তাহার পর তাহার প্রাণরক্ষা হইয়াছিল—ইহার কোন চাক্ষুষ প্রমাণ ছিল না। যে ব্যাঙ্ক-নোটগুলি জালিয়াতির সাহায্যে সে আত্মসাৎ করিয়াছিল—তাহা তাহার দলের কোন লোকের হাতে পড়িবার যে আদৌ কোন সম্ভাবনা ছিল না, ইহা কে বলিতে পারে? সুতরাং সাটিরার পরিবর্ত্তে তাহার কোন অনুচর এই ভাবে গোপনে লণ্ডনে প্রবেশ করিয়া থাকিতেও পারে। বিশেষতঃ, মসিয়ে বৌটার্ড তাঁহার আততায়ীর চেহারা কিরূপ তাহা বলিতে পারেন নাই। কিন্তু মিঃ ব্লেক ও ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স কাপ্তেন মেরাইনের নিকট সাটিরার চেহারার বর্ণনা শুনিয়া—সাটিরাই যে কাপ্তেন মেরাইনের সাহায্যে লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিয়াছে—এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইলেন। সে মসিয়ে বৌটার্ডের কারখানায় নীত হইয়া, মসিয়ে বৌটার্ড কর্ত্তৃক প্যাকিং-বাক্স উন্মুক্ত হইলে, হঠাৎ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার মস্তকে প্রচণ্ডবেগে আঘাত করিয়াছিল; তাহার পর পূর্ব্বোক্ত কন্‌ষ্টেবল তাহার পলায়নে বাধা দান করিতে উদ্যত হইলে, বা তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, সে কন্‌ষ্টেবলটিকে হত্যা করিয়া অন্তর্দ্ধান করিয়াছিল। প্যাকিং-ব্যাক্সে কফির বোতল ও খাদ্যদ্রব্যের আধার পাওয়া গিয়াছিল; কিন্তু কাপ্তেন মেরাইন তাহার নিকট যে ছোরাখানি দেখিয়াছিল—তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। সে তাহা সঙ্গে লইয়া পলায়ন করিয়াছিল। কন্‌ষ্টেবল সেই ছোরার আঘাতেই নিহত হইয়াছিল।

কাপ্তেন মেরাইনকে সাটিরার ভয়ে অভিভূত দেখিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স

তাহাকে কঠোর স্বরে বলিলেন, "সাটিরা তোমাকে খুন করিবে বলিয়া ভয় দেখাইয়াছিল; তুমিও তাহার কথা বিশ্বাস করিয়া, ভয়েই হউক আর লোভেই হউক, তাহার পলায়নে সাহায্য করিয়াছিলে। তুমি তাহার আদেশ পালন করিয়াছ বটে, কিন্তু এখনও তোমার আতঙ্ক দূর হয় নাই। এজন্ত আমি তোমাকে অভয় দান করিতেছি—শীঘ্রই তুমি এরূপ নিরাপদ স্থানে আশ্রয় লাভ করিবে যে, সাটিরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তোমার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না।"

মিঃ ব্লেক একটি নূতন চুরুট ধরাইয়া বলিলেন, "অত ব্যস্ত হইও না কুটস্! কাপ্তেন মেরাইনকে এখনও আমার দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে বাকি আছে। ডাক্তার সাটিরা কোন্ স্থানে এবং কি উপায়ে উহার জাহাজে প্রবেশ করিয়াছিল—তাহা এখনও জানিতে পারি নাই। সে ফরাসী পুলিশের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া হাব্রিতে উহার জাহাজে উঠিয়াছিল—ইহা বিশ্বাস করিতে আমার প্রবৃত্তি হইতেছে না।"

কাপ্তেন মেরাইন বলিল, "না মহাশয়, আমি যখন হাব্রি হইতে জাহাজ ছাড়ি, তখন সে আমার জাহাজে আসে নাই; সে সময় সে জাহাজে উঠিবার চেষ্টা করিলে ফরাসী পুলিশ তাহাকে দেখিবামাত্র গ্রেপ্তার করিত। আমরা হাব্রির বন্দর ছাড়িয়া কয়েক ঘণ্টা জাহাজ চালাইবার পর সমুদ্র-বক্ষে একখানি ক্ষুদ্র বাষ্পীয় বোট (steam-boat) দেখিতে পাই, তাহাতে বিপদজ্ঞাপক নিশান উড়িতেছিল; (flying a signal of distress) সেই 'ষ্টীমবোট' দেখিয়া আমি জাহাজের গতি হ্রাস করিলাম; তাহার পর জাহাজ হইতে একখানি নৌকা নামাইয়া, নিজেই সেই নৌকা লইয়া ষ্টীমবোটের কাছে উপস্থিত হইলাম। ষ্টীমবোটে উঠিয়া দুইজন লোক ও সার্কাসের কয়েকটা জানোয়ার দেখিতে পাই। সেই দুই জনের একজন—যাহাকে আপনারা সাটিরা বলিতেছেন—সেই শয়তান!

"আমি বিপদের নিশান দেখাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, রাজনীতিক অপরাধী বলিয়া তাহার নির্ব্বাসন-দণ্ডাজ্ঞা হইয়াছিল, কিন্তু সে কারা-প্রহরীদের কবল হইতে মুক্তি লাভ করিয়া পলায়ন করে; সে ও তাহার

এক জন সঙ্গী সমুদ্র-কূলে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পায় পুলিশ সেখানেও তাহার অনুসরণ করিয়াছে। নিরুপায় হইয়া সে ও তাহার সঙ্গী একখানি নৌকায় উঠিয়া সমুদ্র-বক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করে; কিন্তু সে দিন ভয়ানক তুফান, তুফানে পড়িয়া নৌকাখানি সবেগে সমুদ্রের পার্ব্বত্য-তটে নিক্ষিপ্ত হয়। সে সেখানে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার একটি বন্ধু তাহাকে সেই অবস্থায় সেখানে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার প্রাণরক্ষা করে। তাহার একটি সার্কাসের দল আছে, সে সেই দলে সাটিরাকে লুকাইয়া রাখে; কয়েক দিন পরে সে স্থানান্তরে প্রস্থান করে। সার্কাসের দলের লোক সাটিরাকে সেই ষ্টীমবোটে লইয়া ফ্রান্সের দিকে যাইতেছিল; কিন্তু লণ্ডনে তাহার কিছু টাকা আছে—তাহা আনিবার জন্ত লণ্ডনে যাওয়া চাই; অথচ লণ্ডনে তাহার প্রকাশ্ত ভাবে যাইবার উপায় নাই তাহাকে দেখিলেই পুলিশ গ্রেপ্তার করিবে। এই জন্ত যে অন্ত জাহাজে উঠিয়া গোপনে লণ্ডনে প্রত্যাগমনের সঙ্কল্প করিয়াছে। বিপদের নিশান দেখিলে যে কোন জাহাজ তাহাকে তুলিয়া লইবে—এই আশায় সে বিপদের নিশান দেখাইয়াছিল।

"তাহার কথা শুনিয়া আমি তাহাকে জাহাজে তুলিতে সাহস করিলাম না; তখন সে আমাকে খুন করিবার ভয় দেখাইল, এবং বলিল যদি আমি তাহাকে গোপনে, লণ্ডনে পৌছাইয়া দিতে পারি তাহা হইলে আমাকে চারি হাজার পাউণ্ড পুরস্কার দান করিবে; আমি তিন হাজার পাউণ্ড লইয়া অবশিষ্ট হাজার পাউণ্ড আমার জাহাজের কর্ম্মচারী ও খালাসীগণকে ভাগ করিয়া দিতে পারি। আমি লোভে পড়িলাম, কিন্তু অন্তের অজ্ঞাতসারে কি করিয়া তাহাকে লণ্ডনে পৌছাইয়া দিব তাহা স্থির করিতে পারিলাম না; শেষে হঠাৎ মনে হইল প্যাকিং-বাক্সগুলির কোনটির ভিতর তাহাকে পূরিয়া লইলে পুলিশের চক্ষুতে ধুলি দেওয়া কঠিন হইবে না। আমি তাহাকে সঙ্গে লইয়া আমার জাহাজে আসিলাম; সে যে ষ্টীমবোটে আসিয়াছিল—তাহার সঙ্গী তাহা লইয়া উত্তর পশ্চিম দিকে চলিয়া গেল। আমি জাহাজে ফিরিয়া আসিয়া সাটিরাকে লণ্ডনে পৌছাইয়া দেওয়ার জন্ত কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলাম—তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সাটিরা তোমাকে তাহার পলায়নের যে বিবরণ বলিয়াছিল তাহার কিয়দংশ সত্য। পার্লপোর্থ গ্রাম হইতে সে নৌকাযোগে ক্ল্যাপ দ্বীপে পলায়নের চেষ্টা করিয়াছিল, এবং তুফানে তাহার নৌকা ডুবিয়াছিল ; কিন্তু দৈবানুগ্রহে তাহার প্রাণ রক্ষা হইয়াছিল, এ কথা সত্য। দেখ মেরাইন, ভয়েই হোক আর অর্থলোভেই হোক, তুমি কি অন্যায় কাজ করিয়াছ—তাহা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছ। তুমি যে কিরূপে এই বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিবে তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি তোমার জাহাজ লইয়া শীঘ্র হাব্‌রিতে ফিরিয়া যাইতে পারিবে তাহার সম্ভাবনা নাই।"

কাপ্তেন মেরাইন কোন কথা বলিল না ; ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তাহাকে হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিলেন এবং সেই কামরার বাহিরে আনিলেন। সে বল প্রয়োগ করিল না, বা ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের কার্য্যে বাধা দেওয়ারও চেষ্টা করিল না। সে তাহার প্রধান সহকারীকে ডাকিয়া দুই চারিটি কথা বলিল, তাহার পর ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ও মিঃ ব্লেকের সঙ্গে জাহাজ হইতে নামিতে লাগিল। স্মিথ টাইগার সহ তাঁহাদের অনুসরণ করিল।

জেটি তখনও বিদ্যুতালোকে উদ্ভাসিত। কপিকলে জেটির স্তূপীকৃত মাল সশব্দে মেরী লুইসীর খোলে নিক্ষিপ্ত হইতেছিল। কাপকলের ক্যাঁ-কোঁ ও ঝন্‌-ঝন্‌ শব্দে নদীকূল প্রতিধ্বনিত হইতেছিল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স জেটির দিকে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "ট্যাক্সিওয়ালা আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে ত ব্লেক!—এ কি! এ কি! ব্যাপার! সর্ব্বনাশ!"

কাপ্তেন মেরাইন ইন্‌স্পেকটর কুট্‌সের আগে আগে চলিতেছিল, সে হঠাৎ ঘুরিয়া-পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিল ; সঙ্গে সঙ্গে মাথায় হাত ঘষিয়া হাতখানি টানিয়া লইয়া দেখিল তাহা রক্তে ভিজিয়া গিয়াছে! কপালে কি একটা তীক্ষ্ণাগ্র দ্রব্য বিঁধিয়া সেখান হইতে রক্তের ধারা বহিতে লাগিল। মেরাইন তাহা টানিয়া বাহির করিল, দেখিল—তাহা রেশমমণ্ডিত সূচ্যগ্র তীরের একটি ক্ষুদ্র ফলা!

"এয়ার গনে' সাধারণতঃ এইরূপ তীর ব্যবহৃত হয়।

ইনস্পেক্টর কুট্‌স সেই ফলাটি দেখিয়া বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! ইহা যে 'এয়ার গন' হইতে নিক্ষিপ্ত ফলা! এ নিশ্চয়ই কোন বোকা ছেলের (young idiot's) কাজ। যে সকল মা বাপ তাহাদের ছেলেদের হাতে এই রকম 'এয়ার গন' দিয়া থাকে, তাহাদিগকে পাগলা-গারদে কয়েদ করিয়া রাখা উচিত।—তুমি কি আহত হইয়াছ মেরাইন?"

মেরাইন কথা বলিল না। সে কম্পিত হস্তে কপাল মুছিতে মুছিতে জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল। তাহার চক্ষু নিষ্প্রভ হইল, এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার গাল নীল হইয়া গেল!

মেরাইন জেটির উপর দাঁড়াইয়া ঠক্-ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল! সে পড়িয়া যায় দেখিয়া মিঃ ব্লেক ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "কুট্‌স উহাকে ধর।"—কুট্‌স মেরাইনকে ধরিবার জন্য হাত বাড়াইলেন; কিন্তু তিনি তাহাকে ধরিবার পূর্ব্বেই সে জেটির উপর চিৎ হইয়া পড়িয়া গেল। তাহার দুই চক্ষু কপালে উঠিল, নিদারুণ যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত হইল, এবং মুখ হইতে ফেনা বাহির হইতে লাগিল।

মিঃ ব্লেক তাড়াতাড়ি সরিয়া গিয়া মেরাইনের দেহের উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন, এবং তাহার একখানি অসাড় হাত তুলিয়া লইয়া ধমনীর গতি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু তখন দেহের স্পন্দন রহিত হইয়াছিল।

কাপ্তেন পিয়ের মেরাইনকে জাহাজ লইয়া আর হাব্‌রিতে ফিরিয়া যাইতে হইল না; সেই জেটির উপর তাহার ইহলীলার অবসান হইল।

ষষ্ঠ পর্ব্ব

"অন্ধ জনে দয়া কর"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত ভাবে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিলেন, "লোকটা কি সত্যই মারা গেল ?"

মিঃ ব্লেক সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া শূন্য দৃষ্টিতে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন ; তাঁহার মুখ হইতে কথা বাহির হইল না।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স পুনর্ব্বার বলিলেন, "কাপ্তেন হঠাৎ মারা গেল! কয়েক মিনিট পূর্ব্বে মেরাইন সুস্থদেহে জাহাজ হইতে আমাদের সঙ্গে নামিয়া আসিল ; জেটিতে পা বাড়াইবা মাত্র পড়িল আর মরিল! 'হার্টফেল' করিয়া কি উহার মৃত্যু হইল ?"

মিঃ ব্লেক গম্ভীর স্বরে মলিলেন, "হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় উহার মৃত্যু হইয়াছে—এথা বলিতে পার, তাহাতে আমার আপত্তি নাই ; কিন্তু আমি বলিব; উহাকে হত্যা করা হইয়াছে। হাঁ, কাপ্তেন মেরাইন নিহত হইয়াছে।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "নিহত হইয়াছে ?"

নিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, বিষপ্রয়োগে।"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া স্মিথ সভয়ে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিল ; তাহার পর অস্ফুটস্বরে মিঃ ব্লেককে বলিল, "কর্ত্তা, আপনার কি সন্দেহ—কাপ্তেনকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে কেহ বিষাক্ত তীর দিয়া উহাকে বিদ্ধ করিয়াছে ?"

মিঃ ব্লেক কোন কথা না বলিয়া সেই ক্ষুদ্র ফলাটি জেটির উপর হইতে সাবধানে তুলিয়া লইলেন। মৃত কাপ্তেনের অবশ হাত হইতে তাহা খসিয়া পড়িয়াছিল। মিঃ ব্লেক তাহার তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিলেন—যদি তাহা কাহারও দেহের কোন স্থানে বিদ্ধ হইয়া শোণিত স্পর্শ করে—তাহা হইলে তাহার দেহের সমস্ত শোণিত বিষাক্ত হইয়া নিশ্চয়ই মৃত্যু হইবে। কাপ্তেন মেরাইনের ন্যায় তাহারও আকস্মিক মৃত্যু অপরিহার্য্য!

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "কাপ্তেন মেরাইনের এই আকস্মিক মৃত্যুর জন্য শয়তান ডাক্তার সাটিরাই দায়ী। আহা বেচারার কি দুর্ভাগ্য! ব্লেক, তোমার বোধ হয় স্মরণ আছে প্রায় দশ মিনিট পূর্ব্বে কাপ্তেন মেরাইন আমাদিগকে বলিয়াছিল—সে সাটিরা সম্বন্ধে কোন কথা পুলিশের নিকট প্রকাশ করিলে তাহাকে জীবনের আশা ত্যাগ করিতে হইবে—সাটিরা তাহাকে এইরূপ ভয় প্রদর্শন করিয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, সাটিরা মুখে যাহা বলিয়াছিল, কাজেও তাহাই করিয়াছে।—স্মিথ তুমি অন্ধকারের ভিতর সরিয়া দাঁড়াও। ঐ রকম তীর কোন অদৃশ্য স্থান হইতে পুনর্ব্বার নিক্ষিপ্ত হইবে না—এ কথা ত জোর করিয়া বলা যায় না।"

কাপ্তেন মেরাইনের আকস্মিক মৃত্যুতে জেটির সকল লোক ভীত ও স্তম্ভিত হইল। তাহারা কাজকর্ম্ম বন্ধ করিয়া কাপ্তেনের মৃতদেহ ঘিরিয়া দাঁড়াইল; কিন্তু কাপ্তেনের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ কেহই জানিতে পারিল না। কেহ কেহ বলিল সন্ন্যাস রোগে লোকটার মৃত্যু হইয়াছে; অনেকেই এই ভাবে মরিয়া থাকে ইহাতে নূতনত্ব নাই।

মিঃ ব্লেকের অনুরোধে জেটির কয়েকজন কর্ম্মচারী কাপ্তেন মেরাইনের মৃতদেহ ধরাধরি করিয়া বিদ্যুতালোকিত জেটি হইতে অপসারিত করিল, এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন নির্জ্জন স্থানে রাখিয়া দিল। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স কোন পাহারা-ওয়ালার সন্ধানে নদীকূলে চলিলেন। স্মিথ মিঃ ব্লেকের আদেশানুসারে টাইগারকে লইয়া অন্ধকারে লুকাইল। সে মিঃ ব্লেককে সতর্ক করিবার জন্য বলিল "আমাকে ত আপনি অন্ধকারে লুকাইতে বলিলেন, কিন্তু আপনিই বা কোন্ সাহসে এই আলোকিত স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিবেন? আপনার শরীর ত লৌহবর্ম্মে ঢাকা নাই। আপনি ও ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স এখানে উপস্থিত থাকিতে আগে আমাকে তীরবিদ্ধ হইতে হইবে না।—আপনাদেরও সতর্ক থাকা উচিত।"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া জেটির এক প্রান্তে উপস্থিত হইলেন; সেই স্থান হইতে তিনি মেরী লুইসী জাহাজ সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। কিন্তু যে ব্যক্তি 'এয়ার গন' হইতে

বিষাক্ত শর নিক্ষেপে কাপ্তেন মেরাইনকে হত্যা করিয়াছিল—সে তখনও সেখানে উপস্থিত থাকিবে, ইহা তিনি আশা করিতে পারিলেন না। তীরটা কোন দিক হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহাও বুঝিবার উপায় ছিল না। সাটিরা স্বয়ং সেখানে উপস্থিত থাকিয়া এয়ার গনের সাহায্যে কাপ্তেন মেরাইনকে হত্যা করিয়াছিল, ইহাও তিনি বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তাঁহার ধারণা হইল—সাটিরার আদেশে তাহার কোন অনুচর কাপ্তেনকে হত্যা করিয়াছে। লণ্ডনে তাহার অনুচরের অভাব ছিল না—তাহা জানিতেন। তাহার কোন অনুচর তাহার আদেশে অলক্ষ্য থাকিয়া কাপ্তেন মেরাইনের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল। কাপ্তেনকে পুলিশের সঙ্গে জাহাজ হইতে নামিয়া যাইতে দেখিয়া বুঝিয়াছিল কাপ্তেন সাটিরার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, এবং পুলিশের নিকট তাহার সকল গুপ্ত কথা প্রকাশ করিয়াছে। এইজন্য সে কাপ্তেনকে জেটিতে নামিতে দেখিয়াই ঐভাবে হত্যা করিয়াছে। কাপ্তেন হঠাৎ এই ভাবে নিহত হইতে পারে—এরূপ সন্দেহ মিঃ ব্লেকের বা ইন্স্পেক্টর কুট্‌সের মনে স্থান পায় নাই। ডাক্তার সাটিরা এইরূপ আচম্বিতে পুনঃ পুনঃ নরহত্যা করায় পুলিশের এবং বহু লণ্ডনবাসীর মনে বিভীষিকার সঞ্চার হইয়াছিল।

মিঃ ব্লেক জেটির অন্য ধারে সরিয়া গিয়া নদীতীরবর্ত্তী গুদাম, কারখানা ও বিভিন্ন আফিসের বাড়ীগুলির দিকে চাহিয়া রহিলেন। কে কোন বাড়ীতে লুকাইয়া থাকিয়া বিষাক্ত তীর নিক্ষেপে কাপ্তেন মেরাইনকে হত্যা করিয়াছে—তাহা নিরূপণ করা তাঁহার অসাধ্য হইল। তিনি দেখিলেন শ্রেণীবদ্ধ অনেকগুলি অট্টালিকার নদীর দিকের জানালা খোলা রহিয়াছে; সেই সকল জানালার কোন একটির আড়ালে বসিয়া হত্যাকারী এই কার্য্য করিয়া থাকিলে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার কোন উপায় ছিল না।

মিঃ ব্লেক মনে মনে বলিলেন, "হত্যাকারী এতক্ষণ হয় ত এ অঞ্চল হইতে একমাইল দূরে পলায়ন করিয়াছে। নদী-তীরে কোন 'বসে' বসিয়াও সে এই কাজ করিয়া থাকিতে পারে। হয় ত সে লাঠি হাতে লইয়া নিতান্ত ভালমানুষের মত 'বসে' বসিয়া ছিল; সে মুহূর্ত্ত-মধ্যে লাঠি তুলিয়া শরনিক্ষেপ করিয়া পুনর্ব্বার

লাঠি নামাইয়া, যে সে কিছুই জানে না—এই ভাবে অন্য দিকে চাহিতেছিল। তাহার সেই লাঠিই সে গুপ্ত 'এয়ার গন' এরূপ সন্দেহ কাহারও মনে স্থান পায় নাই। আহা বেচারা মেরাইন! যে মুহূর্ত্তে সাটিরার সহিত তাহার প্রথম সাক্ষাত হইয়াছিল, সেই মুহূর্ত্তেই তাহার মৃত্যুর পরোয়ানা বাহির হইয়াছিল, ইহা কি সে বুঝিতে পারিয়াছিল?"

মিঃ ব্লেক কিছুকাল পরে স্মিথের নিকট উপস্থিত হইলেন; স্মিথ তাহাকে দেখিয়া আশ্বস্ত হইল। মিঃ ব্লেক স্মিথ ও টইগারকে লইয়া জেটি হইতে নামিয়া যাইতেছিলেন, সেই সময় ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সিটি-পুলিশের একজন ইন্‌স্পেক্টরকে সঙ্গে লইয়া জেটিতে উঠিলেন; তাঁহাদের পশ্চাতে মৃতদেহ-বহনের জন্য একখানি শকট ছিল। এক-জন সার্জেণ্ট ও তুইজন কনষ্টেবল ইন্‌স্পেক্টরের অনুসরণ করিতেছিল। ডাক্তার সাটিরা লণ্ডনে আসিয়াছে, এবং লণ্ডনে পদার্পণ করিয়াই সে তুইজন লোককে হত্যা ও একজন লোককে জখম করিয়াছে—এই সংবাদ শুনিয়া নবাগত ইন্‌স্পেক্টর আতঙ্কে বিহ্বল হইলেন; তিনি বলিলেন এই সংবাদ প্রকাশিত হইলে লণ্ডনবাসীদের মনে নিদারুণ ত্রাসের সঞ্চার হইবে। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তাহার সহযোগী ইন্‌স্পেক্টরকে কাপ্তেন মেরাইনের হত্যাকাণ্ডের কথা পূর্ব্বেই বলিয়া-ছিলেন। এই জন্য ইন্‌স্পেক্টর ব্লেককে বলিলেন, "হত্যাকারীকে খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করাই কি আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য নহে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কাপ্তেন মেরাইনের হত্যাকারীর অনুসন্ধান করিয়া কোন ফল হইবে না। সে এতক্ষণ বহুদূরে পলায়ন করিয়াছে। আর যদি সে নদীতীরে কোন অট্টালিকায় লুকাইয়া থাকে—তাহা হইলেও তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার আশা নাই! বিচালীর গাদায় ছুঁচ পড়িলে কে তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে? আপনি তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার আশা ত্যাগ করুন।"

ইন্‌স্পেক্টর কাপ্তেনের মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "আপনার কথাই সত্য; বিশেষতঃ কাপ্তেনের আততায়ী পুরুষ কি নারী, বালক কি বৃদ্ধ, তাহাও জানিবার উপায় নাই।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে ফিরিয়া গিয়া 'রিপোর্ট' দাখিল করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিলেন। সেই রাত্রে অতি অল্প সময়ের মধ্যে পর পর এতগুলি দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিলেন। মিঃ ব্লেক স্মিথকে সঙ্গে লইয়া রাত্রি আটটার সময় বৌটার্ডের কারখানায় প্রবেশ করিয়াছিলেন, আর রাত্রি এগারটার মধ্যে এতগুলি দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল! ডাক্তার সাটিরার লণ্ডনে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল ভীষণ কাণ্ড ঘটিল; সে লণ্ডনে দুই চারিদিন বাস করিলে আরও কি কাণ্ড ঘটিবে ভাবিয়া সকলেই ব্যাকুল হইলেন।

মিঃ ব্লেক স্মিথ ও টাইগারকে লইয়া ট্যাক্সিতে উঠিলে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সও সেই গাড়ীতে চড়িয়া বসিলেন। তিনি বলিলেন, "দেখ ব্লেক, তুমি যখন বলিয়াছিলে—সাটিরা শীঘ্রই লণ্ডনে ফিরিয়া আসিবে—তখন আমি সে কথা বিশ্বাস করি নাই; আমাদের বড় সাহেবও বোধ হয় কথাটা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। কিন্তু এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যে সকল কাণ্ড ঘটিয়া গেল—তাহা দেখিয়া তোমার কথা অবিশ্বাস করিবার উপায় আর নাই। সাটিরা ভিন্ন অন্য কেহ এই অল্প সময়ের মধ্যে এতগুলি ভীষণ কাজ করিতে পারিত না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কেবল কি তাহাই? আমি যখন আমার বাড়ীতে বসিয়া তাহার কথা আলোচনা করিতেছিলাম, সেই সময় সে আমার বাড়ীর কয়েক গজ দূরে মসিয়ে বৌটার্ডের মোমের মূর্ত্তির কারখানায় প্যাকিং-বাক্সের ভিতর পুতুল সাজিয়া লুকাইয়া ছিল, ইহা কি একবার কল্পনাও করিতে পারিয়াছিলাম? সে মেরী লুইসী জাহাজে বসিয়া তাহার ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালী স্থির করিয়া রাখিয়াছিল; কাজেই প্যাকিং-বাক্স হইতে বাহির হইয়াই তাহার দুরভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত করিতে পারিয়াছে।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তোমার কথা বিশ্বাস করি না। আমি স্বীকার করি সে লণ্ডনে ফিরিবার পূর্ব্বে মেরী লুইসী জাহাজে বসিয়া তাহার ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালী স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু লণ্ডনে তাহার যে সকল অনুচর আছে—তাহাদিগকে সে মতলব জানাইতে পারিয়াছিল—এ কথা

বিশ্বাসের অযোগ্য।—সে লণ্ডনে ফিরিয়া আসিতেছে—এ সংবাদ তাহার অনুচরদের জানাইবার কি কোন উপায় ছিল ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কেন থাকিবে না ? আজ কাল বে-তারে সংবাদ প্রেরণ করা কত সহজ হইয়াছে—তাহা কি ভুলিয়া গিয়াছ ?—আমি পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারিয়াছি মেরী লুইসীতে বে-তারের কল খাটানো আছে। কাপ্তেন মেরাইন কি আমাদের নিকট বলে নাই যে, ডাক্তার সাটিরা তাহার জাহাজে আরোহীর মতই বাস করিতেছিল ; জাহাজ ক্রমে লণ্ডনের নিকটবর্ত্তী হইলে সে প্যাকিং-বাক্সে প্রবেশ করিয়াছিল ? কাপ্তেন মেরাইন জীবিত থাকিতে যদি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে, তাহা হইলে জানিতে পারিতে সাটিরাকে প্যাকিং বাক্সে পুরিয়া বাক্সবন্দী করিবার পূর্ব্বে সে যখন ইচ্ছা বে-তারে সংবাদ পাঠাইয়াছিল এবং অনেকের নিকট হইতে সংবাদ পাইয়াছিল ; সাটিরার এই কার্য্যে আপত্তি করিতে কাপ্তেনের সাহস হয় নাই।"

ইন্স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন' "হাঁ, তোমার এ কথাটি সঙ্গত বটে ; আজ রাত্রেই এ দেশের প্রত্যেক থানায় সংবাদ দেওয়া হইবে—ডাক্তার সাটিরা আবার লণ্ডনে আসিয়া পুলিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিয়াছেন ; সে কখন কোথায় কি অত্যাচার করিবে,—তাহা বুঝিবার উপায় নাই, অতএব সকলকেই সতর্ক থাকিতে হইবে। সংবাদ-পত্রগুলিতেও তাহার শুভাগমনের সংবাদ প্রকাশ করা প্রয়োজন। ইতিমধ্যে যদি কোন নূতন সংবাদ জানিতে পারি তাহা হইলে প্রত্যূষেই তাহা তোমাকে টেলিফোনে জানাইব। আজ রাত্রে তুমি যে সকল কাণ্ড প্রত্যক্ষ করিলে তাহা তোমার মুখে শুনিবার জন্ত সাহেব বড়ই ব্যস্ত হইবেন সন্দেহ নাই ; আমার বিশ্বাস তিনি কাল আবার তোমার সঙ্গে দেখা করিবেন ; হয় ত তোমাকে আমাদের আফিসে আসিবার অনুরোধ করিবেন।"

ইন্স্পেক্টর কুট্‌সের কথা শেষ হইবার অব্যবহিত পরেই ট্যাক্সি স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ফটকের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ইন্স্পেক্টর কুট্‌স নিঃশব্দে নামিয়া গেলেন ; তিনিই এই ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া মসিয়ে বৌটার্ডের কারখানায় গিয়াছিলেন ; তাহার পর ইহাতেই তাঁহারা কাপ্তেন মেরা-

ইমের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। ট্যাক্সির ভাড়া এই কয় ঘণ্টায় নিতান্ত অল্প হয় নাই; ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সরকার হইতে তাহা আদায় করিয়া লইবেন, কিন্তু ট্যাক্সির সমস্ত ভাড়া মিঃ ব্লেকের ঘাড়ে চাপাইয়া, এক পয়সাও (ফার্দিং) না দিয়া, সরিয়া পড়িলেন! মিঃ ব্লেক জানিতেন, ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স একা নহেন, তাঁহার অধিকাংশ পুলিশ বন্ধুই এই ভাবে পরের মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গিয়া খাইতে অভ্যস্ত। তিনি কুট্‌সের এই উদারতা দেখিয়া মনে মনে হাসিলেন। স্মিথ রাগ করিয়া বলিল, "কর্ত্তা, লোকটা কি ইতর! সরকারী কাজের জন্য ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া সারা লণ্ডন ঘুরিল, শেষে ভাড়াটা আপনার ঘাড়ে চাপাইয়া সরিয়া পড়িল!—টাকাগুলি কিন্তু ঠিক আদায় করিয়া বদনে দিবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তা করুক, বেচারাকে অনেকগুলি অপোষ্য পুষিতে হয়, খরচ কুলাইতে পারে না; আর আমি একা মানুষ, আমার ত টাকার অভাব নাই, আমার উহাতে কষ্ট হইবে না।"

ট্যাক্সি নানা পথ ঘুরিয়া অবশেষে বেকার ষ্ট্রীটে প্রবেশ করিল। মিঃ ব্লেক তাঁহার বাড়ীর কয়েক গজ দূরে ট্যাক্সি হইতে নামিয়া-পড়িলেন, এবং ট্যাক্সি-ওয়ালাকে তাহার প্রাপ্য ভাড়া মিটাইয়া দিয়া, স্মিথকে ও টাইগারকে সঙ্গে লইয়া বাড়ীর দরজার দিকে অগ্রসর হইলেন। তিনি গাড়ী হইতে নামিয়া কয়েক গজ যাইতেই একটা অন্ধ হঠাৎ তাঁহার সম্মুখে পড়িল। তিনি একটু অন্যমনস্ক হইয়া চলিতেছিলেন, অন্ধটার ঘাড়ে পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া লইলেন।

অন্ধ তাহার হাতের মোটা লাঠি দিয়া পথের উপর ঠক্‌ ঠক্‌ শব্দ করিতে করিতে বলিল, "অন্ধ জনে দয়া কর! (pity the blind) এক বাক্স ম্যাচ কিনিয়া লইয়া এই অক্ষম নাচারকে সাহায্য কর বাবা। পরমেশ্বর তোমার মঙ্গল করিবেন। এক বাক্স ম্যাচ—দাম এক পেনী মাত্র।"

মিঃ ব্লেক দুই পা সরিয়া গিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অন্ধের মুখের দিকে চাহিলেন।—দেখিলেন অন্ধটি অত্যন্ত বৃদ্ধ, বার্দ্ধক্যভরে সে সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, লাঠির সাহায্যে সে অতি কষ্টে চলিতেছে। তাহার মুখ দাড়ী গোঁফে আচ্ছন্ন, ময়লা পড়িয়া তাহাতে জট বাধিয়া গিয়াছিল। লাঠি-গাছটি বহু পুরাতন,

বোধ হইল অন্ধ হইবার পর হইতেই এই লাঠিই তাহার একমাত্র অবলম্বন হইয়াছিল। তাহার চক্ষুর উপর পুরু কাগজের একখানি ঠুলী ঝুলিতেছিল তাহার কোটটি জানু পর্য্যন্ত প্রসারিত; তাহা অত্যন্ত জীর্ণ, মলিন ও বহু তালি-বিশিষ্ট। তাহার মাথার টুপিটাও বিবর্ণ ও তৈলাক্ত; ফেল্টনির্ম্মিত টুপি হইলেও তাহা কি উপাদানে নির্ম্মিত—বুঝিবার উপায় ছিল না। তাহার এক হাতে সেই লাঠি, অন্য হাতে দেশলাইয়ের একটি বাক্স। তাহার গলায় সূত্রবদ্ধ একখানি টিনের পাত ঝুলিতেছিল; তাহাতে একখানি কাগজ আঁটা ছিল। মিঃ ব্লেক সেই কাগজখানি পাঠ করিলে জানিতে পারিতেন বৃদ্ধ বহুকাল পূর্ব্বে কোন বারুদের কারখানায় চাকরী করিত, কারখানার বারুদে হঠাৎ আগুন লাগায় তাহার চক্ষুদুটি নষ্ট হইয়াছিল ও মুখ পুড়িয়া বিকৃত হইয়াছিল।

মিঃ ব্লেক জানিতেন এইরূপ অনেক নিরুপায় অন্ধ এইভাবে সামান্য জিনিস ফেরি করিবার উপলক্ষে পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়; অন্ধ না হইলেও অনেকে অন্ধত্বের ভান করিয়া পথিকদের কৃপাপ্রার্থী হয়। যে প্রকৃত দয়ার পাত্র, তাহার প্রতি দয়া প্রদর্শন করিতে মিঃ ব্লেক কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না।

"অন্ধ জনে দয়া কর বাবা।—এক বাক্স ম্যাচ—এক পেনী।—বলিয়া অন্ধ মিঃ ব্লেকের সম্মুখে হাত বাড়াইল। মিঃ ব্লেক সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি ত অন্ধ, কিরূপে জানিলে তোমার সম্মুখে মানুষ আছে—আমি কোন রকম সাড়া দিই নাই।"

অন্ধ বলিল, "অন্ধের দৃষ্টিশক্তি নাই বটে, কিন্তু ঘ্রাণশক্তি প্রবল; আমি তোমার চুরুটের গন্ধ পাইয়াই বুঝিয়াছি—আমার সম্মুখে হাত-খানেক দূরে তুমি দাঁড়াইয়া আছ।„

স্মিথ বলিল, "কর্ত্তা, এই বুড়োর ঘ্রাণশক্তি আমাদের টাইগারের মতই তীব্র। উহাকে কিছু দেওয়া উচিত।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এত রাত্রে যখন উহার ম্যাচ-বাক্স বিক্রয়ের সখ হইয়াছে, তখন উহার অভাব অত্যন্ত অধিক।—তিনি পকেটে হাত পুরিয়া ক্রাউনের একটি আধুলী (a half crown) বাহির করিলেন, এবং তাহা অন্ধের

হস্তস্থিত টিনের পেয়ালায় নিক্ষেপ করিলেন; তাহার পর গন্তব্য পথে অগ্রসর হইলেন।

কিন্তু অন্ধ ছাড়িবার পাত্র নহে, সে তৎক্ষণাৎ ঘুরিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিল। বাধা পাইয়া মিঃ ব্লেক বিরক্তি ভরে বলিলেন, "আবার কি?"

অন্ধ ম্যাচ-বাক্সটা তাঁহার সম্মুখে প্রসারিত করিয়া আগ্রহ ভরে বলিল, 'তোমার বড় দয়া বাবা। কিন্তু এই ম্যাচ-বাক্সটা না লইয়া যাইতে পারিবে না। তুমি আমাকে আশার অতিরিক্ত দান করিয়াছ বটে, কিন্তু ইহার বিনিময়ে যদি তুমি আমার নিকট কিছুই গ্রহণ না কর—তাহা হইলে আমি ভিক্ষা করিতেছি বলিয়া পুলিশ আমাকে ধরিয়া চালান দিবে। তুমিই যে পুলিশম্যান নও, ইহা আমি কিরূপে জানিব? তবে এ কথা সত্য যে, কোন পুলিশম্যান তোমার মত পাঁচ শিলিং দামের এক একটা চুরুট ব্যবহার করে না। পাঁচ শিলিং দামের চুরুট পাহারাওয়ালাদের বাবাও কখন চোখে দেখে নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি চুরুটের ভাল মন্দ বুঝিতে পার বুড়া?—বোধ হয় তুমি পাকা চুরুট-খোর। তা তোমাকে একটা চুরুট বখশিস দিতেছি লও।"

মিঃ ব্লেক অন্ধ-প্রদত্ত ম্যাচ-বাক্স পকেটে ফেলিয়া, পকেট হইতে একটি চুরুট বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলেন; তাহার পর তাহার আশীর্ব্বাদ কানে না তুলিয়া তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিলেন।

মিঃ ব্লেক তাঁহার উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিলেন—রাত্রি তখন পৌনে বারটা। তিনি পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া, একটা গ্লাসে খানিক হুইস্কি ঢালিয়া তাহাতে সোডা মিশাইয়া লইলেন, এবং গ্লাসটা টেবিলের উপর রাখিয়া আরাম-কেদারায় বসিয়া পড়িলেন। সেই এক রাত্রে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল—তাহাতে চিন্তার বিষয় যথেষ্ট ছিল! তিনি অগ্নিকুণ্ডের অগ্নির দিকে পা ছড়াইয়া-দিয়া সকল ঘটনার কথা আদ্যোপান্ত মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন। ডাক্তার সাটিরা লণ্ডনে ফিরিয়া আসিয়াছে—এই সংবাদ প্রকাশিত হইলে পুলিশ-মহলে ও লণ্ডনের জন সাধারণের মধ্যে কিরূপ আন্দোলন-আলোচনা আরম্ভ হইবে, চারি দিকে কিরূপ সাড়া পড়িয়া যাইবে—তাহা বুঝিয়া

ভবিষ্যতে তিনি কোন্ পন্থা অবলম্বন করিবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। তিনি মনে মনে বলিলেন, পুলিশ যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে বটে, কিন্তু সাটিরাকে খুঁজিয়া বাহির করা তাহাদের অসাধ্য। সে এরূপ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিবে যে, পুলিশ সে দিকেই যাইবে না। বিশেষতঃ, ছদ্মবেশ-ধারণে তাহার নৈপুণ্য এরূপ অসাধারণ যে, সে যদি ছদ্মবেশে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে গিয়া দুই ঘণ্টা পুলিশ-কমিশনরের সহিত আলাপ করিয়া আসে—তাহা হইলেও তাহার ধরা পড়িবার আশঙ্কা নাই! সাটিরার ন্যায় চতুর মৎস্যকে বঁড়সীতে গাঁথিতে হইলে উপযুক্ত টোপ ব্যবহার করিতে হইবে। সেই টোপটি কি, তাহা আমার জানা আছে, এবং আমার বিশ্বাস সেই টোপের সাহায্যেই আমি তাহাকে গাঁথিতে পারিব। এখন কথা এই যে, সেই টোপটি আমাকে ঐ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতে দেওয়া হইবে কি না তাহা আমার অজ্ঞাত। কাল সকালে আমি সার হেনরী ফেয়ারফক্সের সহিত দেখা করিয়া এই সকল কথার আলোচনা করিব।"

স্মিথ তাহার শয়ন-কক্ষের দ্বার হইতে তন্দ্রাজড়িত স্বরে (drowsy voice) বলিল, "কর্ত্তা, আমার বড় ঘুম পাইয়াছে; শুইতে আসিয়া দেখিতেছি—এ ঘরের আলো নিবিয়া গিয়াছে; একটা বাতি জ্বালিব, আপনি ম্যাচ-বাক্সটা দয়া করিয়া ছুড়িয়া দিবেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "নিজের কাছে একটা ম্যাচ বাক্স রাখিতে পার না? দাঁড়াও, দেখি।"—তিনি কোটের পকেট হাতড়াইয়া ম্যাচ বাক্স পাইলেন না; স্মিথকে বলিলেন, "না, আমার পকেটে ম্যাচ বাক্স নাই।"

স্মিথ বলিল, "নাই কি? একটু আগে অন্ধ ভিখারীটা আপনাকে যে ম্যাচ বাক্সটা দিয়াছিল—তাহা ত আপনি পকেটেই রাখিয়াছিলেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি বাপু ভারি নাছোড়বান্দা। সেটা বোধ হয় আমার ওভারকোটের পকেটে আছে।—দেখি।"—তিনি তাঁহার ওভারকোটটি খুলিয়া পাশের একখানি চেয়ারে ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন; হাত বাড়াইয়া তাহা টানিয়া লইয়া ম্যাচ বাক্সটি পকেট হইতে বাহির করিলেন, এবং স্মিথের শয়ন কক্ষের দ্বারের দিকে তাহা নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "এই লও।—বাতি জ্বালিয়া শুইয়া পড়।"

মিঃ ব্লেক ম্যাচবাক্সটি স্মিথের শয়ন কক্ষের দ্বার লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেও তাহা নির্দ্দিষ্ট স্থানে না পড়িয়া, তাঁহার উপবেশন-কক্ষের মেঝের একপ্রান্তে পড়িল। তাহা মেঝের উপর নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র যে কাণ্ড হইল মিঃ ব্লেক তাহা বুঝিতে পারিলেন না, তাঁহার মনে হইল—হঠাৎ বুঝি প্রলয়কাল উপস্থিত। ম্যাচ-বাক্সটা বজ্রনাদের ন্যায় মহাশব্দে ফাটিল; একটি প্রকাণ্ড অগ্নিগোলক যেন সহস্র খণ্ডে বিভক্ত হইল, সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র অট্টালিকা প্রচণ্ড বেগে কাঁপিয়া উঠিল। ম্যাচ-বাক্সটা যেখানে পড়িয়াছিল তাহার অদূরে যে জানালা ছিল, তাহার শার্শিগুলি ঝন্ ঝন্ শব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িল, এবং সেই কক্ষের সমুদয় বৈদ্যুতিক দীপ একসঙ্গে নির্ব্বাপিত হইল। মিঃ ব্লেক চেয়ার সমেত শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হইয়া মেঝের একপ্রান্তে সবেগে নিক্ষিপ্ত হইলেন। চেয়ারখানি দেওয়ালের গায়ে পড়িয়া একটি কাচের আলমারির কাচগুলি চূর্ণ করিল।

সপ্তম পর্ব্ব

দুঃসংবাদ

মিঃ ব্লেক মুহূর্ত্ত কাল চক্ষু বুঁজিয়া পড়িয়া রহিলেন: ব্যাপার কি তাহা হঠাৎ বুঝিতে পারিলেন না। চক্ষু মেলিয়াও নিবিড় অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইলেন না; একটা উৎকট দুর্গন্ধে তাঁহার শ্বাসরোধের উপক্রম হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন কোন দুর্গন্ধময় ধূমে অথবা বাষ্পে সেই কক্ষ পূর্ণ হইয়াছে। তিনি চাপিয়া-ধরিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন। প্রথমে তাঁহার মনে হইয়াছিল দেহের অস্থিগুলি সমস্তই চূর্ণ হইয়াছে; কিন্তু পরে বুঝিতে পারিলেন—আঘাত গুরুতর হয় নাই। কেবল হাঁটুতে একটু চোট লাগিয়াছিল, এবং কপালের এক ধার ফুলিয়া উঠিয়াছিল।

মিঃ ব্লেক উঠিয়া বসিতেই স্মিথ দ্বারের নিকট আসিয়া ব্যাকুল স্বরে বলিল, "কর্ত্তা আপনি কোথায়? জখম হইয়াছেন কি? অন্ধকারে আমি কিছুই দেখিতে পাইতেছি না!"

মিঃ ব্লেক স্বাভাবিক স্বরে বলিলেন, "না স্মিথ, আমি জখম হই নাই। আলোগুলো সব নিবিয়া গিয়াছে। দাঁড়াও, অগ্নিকুণ্ডের আগুনের আঁচ আর একটু বাড়াইয়া দিই।"

তিনি অগ্নিকুণ্ডের নিকটে গিয়া তাহার ভিতরের দুই একখানি কাঠ ঠেলিয়া দিলেন। আগুন গন্‌-গন্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল; সেই আগুনের লোহিতাভ আলোকে সেই কক্ষের অন্ধকার অপসারিত হইল।

মিঃ ব্লেক সেই কক্ষের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিলেন। দেওয়ালে যে সকল ছবি ছিল, তাহা খসিয়া-পড়িয়া কাচগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, এবং বৈদ্যুতিক দীপের ফানুসগুলি সমস্তই চূর্ণ হইয়াছিল। মেঝের যে স্থানে ম্যাচ-বাক্সটা পড়িয়াছিল; গালিচার সেই অংশটা পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়াছিল এবং

মেঝের সেই স্থান বিদীর্ণ হইয়া একটা প্রকাণ্ড গর্ত্তের সৃষ্টি হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন কড়ি বরগার আশপাশ হইতে রাশি রাশি চূণ বালির পলস্তারা (plaster) খসিয়া মেঝে আচ্ছন্ন করিয়াছিল।

হঠাৎ সুশীতল নৈশ সমীরণ-প্রবাহ সেই কক্ষের ভিতর দিয়া হু হু শব্দে বহিয়া গেল, তখন মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিলেন, রুদ্ধ বাতায়নগুলি খুলিয়া গিয়াছে, এবং শার্শিগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

স্মিথ কয়েক মিনিট স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, তাহার শয়ন-কক্ষ হইতে একঠি বাতি সংগ্রহ করিয়া আনিল, এবং ম্যাচ-বাক্সের অভাবে অগ্নিকুণ্ডের অগ্নিশিখায় সেই বাতিটা জ্বালিয়া মিঃ ব্লেকের সম্মুখে আসিল। সে আতঙ্ক-বিহ্বল দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া জড়িত স্বরে বলিল, "কর্ত্তা, এ সকল কি ব্যাপার! আমি আপনার কাছে ম্যাচ-বাক্স চাহিলাম, আর আপনি আমার সম্মুখে ডিনামাইটের একটা বাণ্ডিল ফেলিয়া দিলেন!"

মিঃ ব্লেক কোন কথা না বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাহার পর 'ম্যাণ্টল পিসে'র উপর হইতে দুইটি পিতলের বাতিদান টানিয়া লইয়া, স্মিথের বাতির সাহায্যে সেই বাতি দুইটি জ্বালিলেন। তাঁহার সুসজ্জিত কক্ষের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার বুক ফাটিয়া দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইল।

বোমা-বিদারণের শব্দে মিঃ ব্লেকের প্রতিবেশীবর্গের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল। তাহারা তাড়াতাড়ি পথে আসিয়া, কোথায় কি দুর্ঘটনা ঘটিল বুঝিতে না পারিয়া, সমবেত কণ্ঠে কোলাহল আরম্ভ করিয়াছিল। মিসেস বার্ডেল কিছুই বুঝিতে না পারিয়া নিদ্রাভঙ্গে শয্যায় বসিয়া উচ্চৈস্বরে বিলাপ করিতেছিল, এবং টাইগারের সুগম্ভীর চিৎকারে নিস্তব্ধ পল্লী প্রতিধ্বনিত হইতেছিল।—কয়েক মিনিট পরে কে বহির্দ্বারে আসিয়া সজোরে ঘণ্টাধ্বনি আরম্ভ করিল।

মিঃ ব্লেক সেই শব্দ শুনিয়া বিরক্তিভরে বলিলেন, "ব্যাপার কি জানিবার জন্য দরজায় বোধ হয় পুলিশ আসিয়াছে! আজ অর্দ্ধেক রাত্রি পুলিশের সঙ্গেই কাটাইয়া আসিয়াছি, আবার তাহারা দরজায় আসিয়া হাঙ্গামা আরম্ভ করিয়াছে; সকল কথা শুনিয়া এখনই হৈ-চৈ আরম্ভ করিবে। কি হইয়াছে

—তাহা উহাদের জানাইয়া লাভ কি ? মিসেস্ বার্ডেল যে ভাবে চিৎকার আরম্ভ করিয়াছে—তাহা শুনিয়া পথের লোকের ধারণা হইবে আমার বাড়ীতে ডাকাত পড়িয়াছে, অথবা কেহ তাহাকে খুন করিতেছে ! তুমি মিসেস্ বার্ডেলের ঘরে গিয়া তাহাকে চিৎকার বন্ধ করিয়া শুইতে বল। তাহাকে বুঝাইয়া বল —তাহার প্রাণের কোন আশঙ্কা নাই। নতুবা উহার চিৎকারে পাড়ার লোক দরজা ভাঙ্গিয়া আমাদের ঘরে ঢুকিবে।”

স্মিথ মিসেস্ বার্ডেলকে ঠাণ্ডা করিতে চলিল। মিঃ ব্লেক পথের দিকের জানালা দিয়া মাথা বাড়াইয়া, তাঁহার বহির্দ্বারের সম্মুখে সোপানের উপর একজন কন্‌ষ্টেবলকে দণ্ডায়মান দেখিলেন। তাহার পশ্চাতে কতকগুলি পথিক দলবদ্ধ।

কন্‌ষ্টেবলটা উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, “মিঃ ব্লেক, আপনিই কি ওখানে দাঁড়াইয়া আছেন ? আপনার বাড়ীতে কি বিভ্রাট ঘটিয়াছে তাহাই জানিতে আসিয়াছি। আমি রোঁদে বাহির হইয়া এই দিকে বোমা-ফাটার মত একটা ভয়ঙ্কর আওয়াজ শুনিতে পাইয়াছি। শব্দটা শুনিয়া তাড়াতাড়ি এই দিকে আসিতেই শুনিতে পাইলাম—শব্দটা আপনার ঘরেই হইয়াছিল। পথ হইতে চাহিয়া দেখিলাম—আপনার ঘরের কয়েকটি জানালার শার্শি ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়াছে !—ব্যাপার কি বলুন, আমাকে একটা রিপোর্ট দিতে হইবে কি না। আমার বীটের মধ্যে এত বড় কাণ্ড হইল— আমি ত সে কথা চাপিয়া যাইতে পারিব না। বিশেষতঃ আপনার বাড়ীর কাণ্ড। আমার উপরওয়ালারা সর্ব্বদাই এখানে আনাগোনা করেন, তাহা কি আমি জানি না ?”

মিঃ ব্লেক ক্ষণকাল চিন্তা করিলেন। কন্‌ষ্টেবলকে কি বলা যায় ? সত্য কথা বলিলে তাহার রিপোর্টে সকল কথাই প্রকাশ হইয়া পড়িবে, অথচ তাহা তিনি বাঞ্ছনীয় মনে করিলেন না। সত্য গোপন না করিলে তাঁহার নানাপ্রকার অসুবিধা ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল, অথচ মিথ্যা কথা বলিতেও তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না, অগত্যা তিনি ‘হত গজ’ রকমের একটা উত্তর দেওয়াই সঙ্গত মনে করিলেন।

মিঃ ব্লেককে নীরব দেখিয়া কনষ্টেবল বলিল, "আপনার বাড়ীতে কি দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে দয়া করিয়া বলুন মিঃ ব্লেক। উহা জানিয়া লওয়া আমার কর্ত্তব্যের একটা অঙ্গ, তাহা ত আপনি জানেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু তোমাকে ত বলিবার মত বিশেষ কিছুই নাই পাহারাওয়ালা। হাঁ, বোমা-ফাটার মত একটা শব্দ হইয়াছে বটে, কিন্তু আমার তেমন কোন ক্ষতি হয় নাই। শব্দটার কারণ বলা কঠিন, কয়লার মধ্যে হয় ত ইয়ে—কি বলে—ছেলে খেলার তুবড়ি কি বোম, ঐ রকম কোন জিনিস পড়িয়া ছিল, হঠাৎ তাহা আগুনে পড়িয়া ঐ রকম শব্দ হইয়াছিল। এ নিতান্ত ছেলে-মানুষী কাণ্ড। সেই ছেলেখেলার বোমা ফাটিয়া আমার ঘরের জানালার কয়েকট শার্শি ও আলোর কয়েকটা 'বল্‌ব' (electric bulbs) ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া গিয়াছে। মেরামত করিতে সামান্য কিছু খরচ হইবে; কি করিব বল?"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া কনষ্টেবল কিঞ্চিৎ নিরুৎসাহ হইল। বাড়ীওয়ালাই যখন ঘটনাটা নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়া উড়াইয়া দিতেছেন—তখন সে কোন্ প্রমাণে নির্ভর করিয়া রিপোর্ট লিখিবে? যে সকল পথিক কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল, মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া তাহারাও নিরাশ হইয়া চলিয়া গেল। কেহ কেহ অবিশ্বাস ভরে মাথা নাড়িয়া বলিল, "ও কোন কাজের কথা নয়। ছেলেদের খেলার বোমা ফাটিলে কি ঐ রকম শব্দ হয়? ভিতরে কোন রহস্য আছে। মিঃ ব্লেক ঝানু গোয়েন্দা, কথাটা চাপিয়া গিয়াছেন। আমোদটা মাঠে মারা গেল!"

মিঃ ব্লেক জানালা সশব্দে বন্ধ করিয়া, গৃহকোণের একটি 'কাবোর্ড' হইতে বিজলি বাতির এক জোড়া 'বলব' বাহির করিলেন। মুহূর্ত্তপরে সেই কক্ষ পূর্ব্ববৎ বিদ্যুতালোকে উদ্ভাসিত হইল।

মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিলেন যদি তিনি আরাম-কেদারায় না বসিয়া চেয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া পূর্ব্বোক্ত ম্যাচ-বাক্সটি স্মিথের সম্মুখে নিক্ষেপ করিতেন তাহা হইলে বোমা-বিদারণের বেগে তাঁহাকে অগ্নিকুণ্ডের ভিতর নিক্ষিপ্ত হইতে হইত, এবং তাঁহার পরিচ্ছদে আগুন ধরিয়া যাইত। তাহার ফল কিরূপ শোচনীয় হইত, তাহা

বুঝিতে বিলম্ব হইল না। আবার যদি সেই বাক্সটি সেই কক্ষের একপ্রান্তে না পড়িয়া স্মিথের পায়ের কাছে পড়িত, তাহা হইলে তাহার পা দুখানি উড়িয়া যাইত, এবং তাহার জীবনের আশা থাকিত না।

স্মিথ বিহ্বল দৃষ্টিতে সেই কক্ষের চারি দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনি ত কন্‌ষ্টেবলটাকে বোকা বুঝাইয়া বিদায় করিলেন কর্ত্তা! কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার কি? ঘরের ভিতর বোমা ফাটিল; এ বোমা কোথা হইতে আসিল? বোমাটা যেখানে পড়িয়াছিল, সেই অংশটা উড়িয়া গিয়াছে: মেঝেতে একটা প্রকাণ্ড গর্ত্ত! কে যেন সাবল দিয়া আধখানা মেঝে খুঁড়িয়া ফেলিয়াছে! ঘরখানা যে ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই, ইহাই পরম সৌভাগ্যের বিষয়! ভয়ঙ্কর কাণ্ড কর্ত্তা!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, বোমাই বটে, আমিই উহা নিক্ষেপ করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহা যে বোমা, ইহা আমি পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই। ম্যাচ-বাক্স মনে করিয়াই আমি তাহা তোমার দিকে ছুড়িয়া দিয়াছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে তাহা তোমার পায়ের কাছে পড়ে নাই! তোমার সম্মুখে পড়িলে তোমার সর্ব্বাঙ্গ চূর্ণ হইত; মাথাটা ছিঁড়িয়া এক দিকে পড়িত, পা দুখানা খুঁজিয়া পাওয়া যাইত কি না সন্দেহ!"

স্মিথ বলিল, "ম্যাচ-বাক্সের ভিতর বোমা?—সে আবার কি রকম ম্যাচ-বাক্স কর্ত্তা!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সাধারণ ম্যাচ-বাক্স নহে; বাহিরের আকার দেখিয়া ম্যাচ বাক্স বলিয়াই মনে ধারণা হইয়াছিল বটে, কিন্তু—তাহার ভিতর দেশলাইয়ের কাঠি ছিল না। তাহার ভিতর যে বোমা ছিল তাহা সাধারণ বোমা নহে; সামান্ত আঘাত দূরের কথা, বাক্সটা খুলিবার ঘর্ষণেই তাহা ফাটিয়া ভয়ঙ্কর বিভ্রাট ঘটাইতে পারিত। আমার সেই অন্ধ বন্ধুটি সেই ম্যাচ-বাক্সটি আমাকে গছাইবার জন্ত কেন যে অত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিল—তাহা এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। যদি আমি চুরুট ধরাইবার জন্ত বাক্সটা খুলিয়া কাঠি বাহির করিবার চেষ্টা করিতাম—তাহা হইলে তাহা খুলিবামাত্র বোমা ফাটিয়া আমার কাঁধ হইতে মুণ্ডটা উড়াইয়া লইয়া যাইত। কাক্তেন মেরাইন বিষাক্ত শরের

আঘাতে নিহত হইয়াছে; তাহার মৃত্যুর পর দুই ঘণ্টা অতীত হইবার পূর্ব্বেই আমি বোমার আঘাতে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিতাম। ডাক্তার সাটিরার অনিন্দনীয় কৌশল সফল হইত। সে আমাকে হত্যা করিবার জন্য অতি চমৎকার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিল! কিন্তু দৈবানুগ্রহে আমার ও তোমার প্রাণরক্ষা হইয়াছে।"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া স্মিথ সভয়ে দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! আপনি যে অতি ভয়ঙ্কর কথা বলিলেন কর্ত্তা! আপনি—তবে কি আপনার বিশ্বাস, সেই অন্ধ ভিক্ষুক স্বয়ং ছদ্মবেশী সাটিরা?"

মিঃ ব্লেক অচঞ্চল স্বরে বলিলেন, "হাঁ, সে স্বয়ং সাটিরা; অন্ধ ভিক্ষুকের ছদ্মবেশে আমার গৃহদ্বারে আসিয়া, সুকৌশলে আমাকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যেই বোমাভরা ম্যাচ-বাক্সটি আমার হস্তে অর্পণ করিয়াছিল—এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। সাটিরাই যে এই ভাবে আমার সম্মুখীন হয়ইাছিল, এ সন্দেহ সে সময় মুহূর্ত্তের জন্য আমার মনে স্থান পায় নাই। আমি তাহা বুঝিতে পারিলে আজ রাত্রেই তাহার ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিতাম। এইখানেই তাহার রোমাঞ্চকর কাহিনী হইত। আমি কি তোমাকে বলি নাই, ছদ্মবেশ-ধারন সাটিরার দক্ষতা অসাধারণ? সেই অন্ধ ভিক্ষুককে এখন যদি দেখিবার সুযোগ পাইতে, তাহা হইলে দেখিতে গুবরে-পোকা প্রজাপতি হইয়া গিয়াছে; পৃথিবীতে সেই অন্ধ বৃদ্ধ ভিক্ষুকের অস্তিত্ব বর্ত্তমান নাই। সুতরাং পুলিশকে তাহার সন্ধানে নিযুক্ত করা সম্পূর্ণ নিষ্ফল।"

মিঃ ব্লেক ম্যাচ-বাক্সটা লইয়া অবজ্ঞাভরে পকেটে না ফেলিয়া, চুরুট খাইবার জন্য যদি তাহা খুলিতেন তাহা হইলে কি সর্ব্বনাশ হইত ভাবিয়া স্মিথের সর্ব্বাঙ্গ আতঙ্কে রোমাঞ্চিত হইল: সে বলিল, "শয়তানটাকে হাতে পাইয়াও ছাড়িয়া দিতে হইল? কি আপশোষ! যদি মুহূর্ত্তের জন্য বুঝিতে পারিতাম সে ছদ্মবেশী সাটিরা, তাহা হইলে সে কি পলাইতে পারিত? তাহাকে তৎক্ষণাৎ বাঁধিয়া আনিয়া ঘরে পুরিতাম, এবং পাঁচ মিনিটের মধ্যে পুলিশ আসিয়া তাহাকে থানায় লইয়া যাইত; আমাদের সকল শ্রম সফল হইত।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে বুঝিয়াছিল—বোমা-ফাটিবার পূর্ব্বে তাহাকে আমরা সন্দেহ করিব না, এবং বোমা-ফাটিবার পর তাহাকে সন্দেহ করিবার জন্য আমরা জীবিত থাকিব না; সুতরাং সে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিল। ইহাতেই বুঝিতে পারিতেছ—তাহার মনের বল কি অসাধারণ। কি অদ্ভুত সাহস। কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে এই বেকার ষ্ট্রীটেরই এক বাড়ীতে সে এক জন লোকের মাথা ফাটাইয়াছে, একটা কন্‌ষ্টেবলকে ছোরা মারিয়া খুন করিয়াছে; আবার এই রাত্রেই আমাকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে ছদ্মবেশে আমার গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া 'অন্ধ জনে দয়া কর' বলিয়া করুণ স্বরে চিৎকার করিতেছিল।—ইহা অন্য কাহারও সাধ্য নহে। আমি তাহাকে আধ-ক্রাউন দান করিয়া আমার মৃত্যুবাণটি তাহার নিকট গ্রহণ করিলাম, আবার আমার একটি উৎকৃষ্ট চুরুটও তাহাকে উপহার দিলাম। আমি এতক্ষণ বোমা ফাটিয়া মরিয়া গিয়াছি ভাবিয়া সে হয় ত আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। আমি ঠকিয়াছি বটে, কিন্তু তাহার ষড়যন্ত্রও ব্যর্থ হইয়াছে।"

স্মিথ বলিল, "কর্ত্তা, এ যে বড়ই বিপদের কথা হইল!—আর ত কাহাকেও বিশ্বাস নাই। শেষে যদি সে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স, এমন কি, মিসেস বার্ডেলের ছদ্মবেশে এই কক্ষে প্রবেশ করে, তাহা হইলে কিরূপে বুঝিব যে সে ছদ্মবেশী সাটিরা? আপনি হয় ত কোন কাজে বাহিরে যাইবেন, আর সে সেই সুযোগে আপনার ছদ্মবেশে এখানে আসিয়া আমাকে খুন করিবে। কিছুই যে তাহার অসাধ্য নহে!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, চেষ্টা করিলে ইহাও সে পারে। সে আজ অপরাহ্নে লণ্ডনে আসিয়াছে, সন্ধ্যার পর প্যাকিং-বাক্স হইতে বাহির হইয়া নানা অপকর্ম্ম করিয়াছে। তাহার এই অদ্ভুত তৎপরতায় বিস্মিত হইতে হয় বটে; কিন্তু এখানে সে অসহায় নহে। আমার বিশ্বাস লণ্ডনে তাহার দশ বারটি অনুচর আছে। সাটিরা আজ লণ্ডনে আসিয়াছে—ইহা তাহারা জানিতে পারিয়াছে। সে যখন মেরী লুইসী জাহাজে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, সেই সময় সে সেই জাহাজের বে-তারের কল ব্যবহারের সুযোগ পাইয়াছিল; এজন্য সে তাহার দলের লোক-গুলিকে বে-তারে তাহার সকল আদেশ জানাইতে পারিয়াছিল। সে লণ্ডনে

আসিয়া যাহা যাহা করিয়াছে তাহা পূর্ব্বেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিল। এমন কি, সে যখন মসিয়ে বৌটার্ডের কারখানা হইতে পলায়ন করিয়াছিল—তখন সম্ভবতঃ একখানি মোটর-কার কারখানার বহির্দ্বারে তাহার জন্ম অপেক্ষা করিতেছিল। অধিক কি, আমার হাতে ম্যাচ-বাক্সটা দিয়া সে যে লাঠি ঠক্-ঠক্ করিতে করিতে ধীরে ধীরে অন্য দিকে চলিয়া গিয়াছে, ইহাও বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। নিকটে কোথাও মোটর-কার ছিল, তাহাতে উঠিয়া সে মুহূর্ত্ত-মধ্যে অন্তর্দ্ধান করিয়াছিল।"

অতঃপর স্মিথ মিঃ ব্লেকের নিকট বিদায় লইয়া তাহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল। মিঃ ব্লেকও বিমর্ষ-চিত্তে ক্লান্ত-দেহে শয়ন করিতে চলিলেন।

মিঃ ব্লেক যখন শয়ন করিলেন—তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল; তথাপি পরদিন অতি প্রত্যুষেই তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাঁহার উপবেশন-কক্ষটি বোমা-বিভ্রাটে ব্যবহারের অযোগ্য হইয়াছিল; এ জন্য তিনি প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়াই সেই কক্ষের সমস্ত জিনিস নীচের একটি কুঠুরীতে অপসারিত করিয়া, সেই কক্ষ মেরামতের ব্যবস্থা করিলেন। মিসেস্ বার্ডেল প্রভাতে তাঁহার উপবেশন-কক্ষের অবস্থা দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে আক্ষেপ করিতে লাগিল, এবং এই সকল 'অনাসৃষ্টি কাণ্ডে'র কারণ জানিবার জন্য মিঃ ব্লেককে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন বর্ষণে বিব্রত করিয়া তুলিল। মিঃ ব্লেক পূর্ব্বরাত্রে যে কৈফিয়তে পুলিশ কন্‌ষ্টেবলটিকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন, মিসেস্ বার্ডেলকেও সেই কৈফিয়ৎ দিলেন। মিসেস্ বার্ডেল তাঁহার কথা বিশ্বাস করিয়া কয়লাওয়ার অসতর্কতার জন্য তাহার উদ্দেশে গালি বর্ষণ করিতে লাগিল, এবং মিঃ ব্লেককে জানাইয়া দিল—ভবিষ্যতে সে অন্য একজন কয়লাওয়ালার নিকট কয়লা ক্রয় করিবে।

বেলা দশটার সময় মিঃ ব্লেক হাতের কাজ কর্ম শেষ করিয়া প্রভাতিক দৈনিক সংবাদ-পত্রগুলি দেখিতে লাগিলেন। পূর্ব্বরাত্রে যে কন্‌ষ্টেবলটি মসিয়ে বৌটার্ডের বেকার ষ্ট্রীটের কারখানায় নিহত হইয়াছিল, তাহার হত্যাকাহিনী সম্বন্ধে কোন কাগজে কোন নূতন সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল কি না তাহাই দেখিবার জন্য তাঁহার অত্যন্ত আগ্রহ হইয়াছিল; কিন্তু তিনি কোন নূতন

সংবাদ দেখিতে পাইলেন না। ডাক্তার সাটিরা সম্বন্ধে কোন প্রসঙ্গেরই তিনি উল্লেখ দেখিলেন না।

মিঃ ব্লেক দুই তিনখানি কাগজের উপর চোখ বুলাইয়া "মর্নিং মেল" নামক দৈনিকখানি খুলিয়াছেন এমন সময় টেলিফোন ঝন্-ঝন্ শব্দে বাজিয়া উঠিল, তিনি উঠিয়া গিয়া 'রিসিভারে' কর্ণ-সংযোগ করিতেই ইন্স্পেক্টর কুট্‌সের পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন। ইন্স্পেক্টর কুট্‌সের কণ্ঠস্বরে তিনি উদ্বেগ ও চাঞ্চল্যের আভাস পাইলেন।

মিঃ ব্লেক টেলিফোনে সাড়া দিলে ইন্স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "ব্লেক! তুমি এই মুহূর্ত্তেই স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে আসিতে পারিবে?—না, না, পরে আসিলে চলিবে না, এই মুহূর্ত্তেই তোমার আসা চাই। এখনই ট্যাক্সি আনিতে পাঠাও, সকল কাজ ফেলিয়া-রাখিয়া এখানে রওনা হও। টেলিফোনে সে সকল কথা তোমাকে জানাইতে পারিব না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, আমার বিলম্ব হইবে না। তুমি আমাকে না ডাকিলেও একটু পরে আমি ওখানে যাইতাম। তোমাদের বড় সাহেবের সঙ্গে আমার কিছু পরামর্শ আছে। তাঁহার সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া কোন কাজে হাত দিতে পারিব না।"

ইন্স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "কাহার সঙ্গে পরামর্শ করিবে? পুলিশ-কমিশনের সঙ্গে? তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য তুমি একাই যে ব্যস্ত হইয়াছ, এরূপ নহে। যাহা হউক, তুমি শীঘ্র এস। এখানে আসিলেই সকল কথা জানিতে পারিবে।"

মিঃ ব্লেক আরও কি কথা বলিবার জন্য ইন্স্পেক্টর কুট্‌সকে ডাকিলেন, কিন্তু আর তাঁহার সাড়া পাইলেন না।

মিঃ ব্লেক চিন্তাকুল চিত্তে ভ্রূভঙ্গি করিয়া শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন, এবং পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিতে করিতে অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "সার হেনরী ফেয়ারফক্সের সহিত দেখা করিবার জন্য অনেকেই স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে উপস্থিত হইয়াছে, ইহার কারণ কি বুঝিতে পারিলাম না! বোধ হয় সাটিরাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করা সঙ্গত, তাহাই তাঁহার সহিত

পরামর্শ করিয়া স্থির করা হইবে। জানি না তিনি আমার পরামর্শ গ্রহণ করিবেন কি না।"—অনন্তর তিনি স্মিথকে বলিলেন, "স্মিথ, চল স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে যাই। সেখানে বোধ হয় কোন নূতন সংবাদ জানিতে পারিব।"

মিঃ ব্লেক স্মিথকে সঙ্গে লইয়া কয়েক মিনিটের মধ্যেই স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা অফিসের সদর দরজায় পদার্পণ করিবামাত্র একজন পুলিশ কর্মচারী তাঁহাদিগকে লইয়া পুলিশ-কমিশনর সার হেনরী ফেয়ার-ফক্সের খাস-কামরায় প্রবেশ করিলেন।

মিঃ ব্লেক সেই কক্ষে তাঁহার পরিচিত ছয়জন উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারীকে উপবিষ্ট দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, তাঁহাদের গুপ্তপরামর্শ আরম্ভ হইয়াছে।

সেই কক্ষে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ভিন্ন আরও চারিজন প্রসিদ্ধ ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর উপস্থিত ছিলেন; ষষ্ঠ ব্যক্তির চেহারা দেখিয়া সমর বিভাগের লোক বলিয়া ধারণা হইত। (a military-looking man) তাঁহার মুখে কালো জমকাল গোঁফ; চক্ষুতারকা কৃষ্ণবর্ণ, দৃষ্টি অন্তর্ভেদী। তাঁহার নাম মেজর বেন্‌টিরন। তিনি পুলিশের ডেপুটী কমিশনর। সেই মন্ত্রণা-সভায় তিনি পুলিশ কমিশনর সার হেনরীর পরিবর্ত্তে তাঁহার আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

মিঃ ব্লেক দেখিলেন তাঁহাদের সকলেরই মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর! মিঃ ব্লেককে সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া মেজর বেন্‌টিরনের গম্ভীর মুখ যেন ঈষৎ প্রসন্ন হইল। তিনি মিঃ ব্লেককে অভিবাদন করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "আসুন মিঃ ব্লেক! আমরা আপনারই প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, বসুন; আপনার সহকারীও এখানে উপস্থিত থাকিতে পারে।"

মিঃ ব্লেক স্মিথকে এক পাশে বসিবার জন্য ইঙ্গিত করিয়া মেজর বেন্‌টিরনের সম্মুখে উপবেশন করিলেন, এবং চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "সার হেনরী ফেয়ারফক্সের অনুপস্থিতিতে এই মন্ত্রণা-সভা অসম্পূর্ণ; আপনারা সকলেই উপস্থিত হইয়াছেন—তিনি কোথায়?"

মেজর বেন্‌টিরন গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "তিনি কোথায় ইহা জানিবার জন্ত আমরা সকলেই ব্যাকুল। পুলিশ কমিশনর ফেরার!"

অষ্টম পর্ব

ডাক্তার সাটিরা বক্তা

মিঃ ব্লেক দেশলাই জ্বালিয়া চুরুট ধরাইতে ধরাইতে মেজর বেন্‌টিরনের নিকট পুলিশ-কমিশনর সার হেনরী ফেয়ারফক্সের নিরুদ্দেশ-সংবাদ শ্রবণ করিলেন; কিন্তু তিনি বিন্দুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মেজর বেন্‌টিরনের মুখের দিকে চাহিলেন।

মেজর বেন্‌টিরন পুনর্ব্বার বলিলেন, "হাঁ, সার হেনরী ফেয়ারফক্স অদৃশ্য হইয়াছেন; কাল বৈকালে তিনি আপনার বেকার ষ্ট্রীটের বাড়ীতে আপনার সঙ্গে দেখা করিবার অভিপ্রায়ে আফিস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাহার পর হইতেই তিনি নিরুদ্দেশ; কেহই তাঁহার সংবাদ বলিতে পারে না।"

মিঃ ব্লেক মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "আপনার এ কথা ঠিক নয় মেজর! তিনি আমার সঙ্গে দেখা করিতে আমার বাড়ীতে গিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু আমার নিকট বিদায় লইয়া তিনি তাঁহার ট্যাক্সিতে উঠিয়াছিলেন, ইহা আমি স্বয়ং দেখিয়াছি। আমি আমার বহির্দ্বারে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে ট্যাক্সিতে তুলিয়া দিয়াছিলাম।—তাহার পর হইতে তিনি নিরুদ্দেশ কি না তাহা আমার অজ্ঞাত।"

ডেপুটী কমিশনর বলিলেন, "আপনি তাঁহাকে ট্যাক্সিতে তুলিয়া দিয়াছিলেন?—তাহার পর আর তাঁহার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই; যেন তিনি বাতাসে মিশিয়া গিয়াছেন! আমি তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। সার হেনরী এখানে প্রত্যাগমন না করায়, কাল সন্ধ্যার পর তাঁহার বাড়ীর ঠিকানায় ফোন করিয়া জানিতে পারি—তিনি বাড়ীতে যান নাই! আজ সকালে তাঁহার বাড়ীতে পুনর্ব্বার ফোন করিয়াছিলাম—কিন্তু সংবাদ পাই—তখন পর্য্যন্ত তিনি বাড়ীতে অনুপস্থিত।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সার হেনরী আমারই মত মুক্ত পুরুষ, বিবাহ করেন নাই,

সুতরাং বাড়ীতে তাঁহার কোন আকর্ষণ নাই; তিনি হয় ত তাঁহার ক্লাবেই রাত্রি যাপন করিয়াছেন।"

ডেপুটি কমিশনর বলিলেন, "আমারও সে কথা মনে হইয়াছিল। দুইটি বিভিন্ন ক্লাবের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ আছে! আমি উভয় ক্লাবেই টেলিফোনে তাঁহার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম; কিন্তু তিনি কোন ক্লাবেই যান নাই। তাহার পর আমি বহুস্থানে তাঁহার অনুসন্ধান করিয়াছি; যে সকল স্থানে তাঁহার গমনের সম্ভাবনা সে সকল স্থানে তাঁহার সন্ধান লওয়া হইয়াছে; কিন্তু কেহই তাঁহার সংবাদ বলিতে পারে নাই। তিনি কোথায় কি ভাবে অদৃশ্য হইলেন তাহা জানিবার উপায় নাই; তবে তিনি যে নিরুদ্দেশ হইয়াছেন—এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। সম্ভবতঃ তিনি কোনরূপে বিপন্ন হইয়াছেন; তা না হইলে যেখানেই থাকুন—আমাদিগকে একটা খবর পাঠাইতেন। তিনি কাল বিকালে আপনার বাড়ী হইতে বাহির হইয়া ট্যাক্সিতে উঠিয়াছেন বলিলেন, কিন্তু সেই ট্যাক্সিতে তিনি কোথায় গিয়াছেন—তাহা জানিবার উপায় কি?

মিঃ ব্লেক চিন্তাকুল চিত্তে বলিলেন, "তাই ত! ট্যাক্সিতে তিনি আফিসে না ফিরিয়া কোথায় গিয়া আটকাইয়া পড়িলেন? আপনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন? হঠাৎ তাঁহার স্মৃতিবিলোপ (loss of memory) হইল না কি? না, অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন? পথিমধ্যে কোন বিপদে পড়িয়াছে বলিয়া কি আপনার সন্দেহ হয়?"

মেজর বেন্‌টিরন বলিলেন, "হাঁ, বিপন্ন হইয়াছেন বলিয়াই সন্দেহ হয়। তাঁহার আকস্মিক স্মৃতিবিলোপের কোন কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার ন্যায় সুস্থ ও সবল ব্যক্তির স্মরণ শক্তি হঠাৎ বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কা অমূলক। তিনি হঠাৎ অসুস্থ হইয়া কোন হাসপাতালে আশ্রয় গ্রহণ করিতেও পারেন মনে করিয়া আমি লণ্ডনের প্রত্যেক হাসপাতালে তাঁহার সন্ধান লইয়াছি। তিনি কোন হাসপাতালে নাই—সংবাদ পাইয়াছি। সুতরাং তিনি বিপন্ন হইয়াছেন, ইহাই মনে হওয়া স্বাভাবিক।"

মিঃ ব্লেক নত মস্তকে চিন্তা করিতে লাগিলেন; মিঃ কুট্‌স ও তাঁহার সহযোগী

ইন্‌স্পেক্টরেরা তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া, তিনি কি মন্তব্য করেন— তাহাই শুনিবার জন্য নিস্তব্ধ ভাবে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

মিঃ ব্লেক দুই এক মিনিট পরে নিম্নস্বরে বলিলেন, "যিনি লণ্ডনবাসীদের অভয়-দাতা, যিনি সকলের সকল বিপদ নিবারণ করেন, তিনি স্বয়ং বিপন্ন হইয়াছেন, ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। তবে যদি তিনি কোন গুপ্ত সঙ্কল্পের বশবর্ত্তী হইয়া স্বেচ্ছায় অদৃশ্য হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনারা কোথায় তাঁহার সন্ধান পাইবেন?—আমি স্বীকার করি লণ্ডনে তাঁহার শত্রুসংখ্যা অল্প নহে, তাহারা সুযোগ পাইলেই তাঁহার অনিষ্ট করিতে পারে; কিন্তু প্রকাশ্য দিবালোকে লণ্ডনের রাজপথে তাঁহাকে আক্রমণ করিবে, বা তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া গুম করিয়া রাখিবে, কাহারও এরূপ সাহস বা সাধ্য হইবে—ইহা বিশ্বাস করিতে পারি না।"

মেজর বেন্‌টিরন বলিলেন, "হাঁ। এ কথা বিশ্বাসের অযোগ্য বটে; কিন্তু এক জনের ইহা অসাধ্য নহে, এবং তাহার এরূপ দুঃসাহসেরও অভাব নাই। শুনিলাম সে অদ্ভুত উপায়ে লণ্ডনে ফিরিয়া আসিয়াছে।—আপনি বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন—আমি ডাক্তার সাটিরার কথা বলিতেছি।"

মিঃ ব্লেক ধীরস্বরে বলিলেন, "ডাক্তার সাটিরা!—হাঁ। সে লণ্ডনে ফিরিয়া আসিয়াছে; আপনারা তাহার প্রত্যাগমনের সংবাদ পইয়াছেন আর আমি স্বচক্ষে তাহাকে দেখিয়াছি। হাঁ, কাল রাত্রে তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল।'

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া হাঁ করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, যেন কথাটা তিনি বিশ্বাস করিতে পারিলেন না; অবশেষে বিস্ময়ভরে বলিলেন, "কাল রাত্রে সাটিরার সঙ্গে তোমার দেখা হইয়াছিল? কি সর্ব্বনাশ! কখন কিরূপে তুমি তাহার দেখা পাইলে? কাল রাত্রে আমি ত তোমার সঙ্গেই ছিলাম; গভীর রাত্রে তুমি আমাকে এখানে নামাইয়া দিয়া বাড়ী ফিরিয়াছিলে। তুমি তাহার দেখা পাইলে আমি কি তাহা জানিতে পারিতাম না?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হঁা, তোমাকে যখন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সম্মুখে নামাইয়া দিয়া ট্যাক্সিতে বাড়ী ফিরিলাম, তখন রাত্রি পৌনে বারটা ; তাহার কয়েক মিনিট পরে আমার বাড়ীর দরজার কাছে সাটিরার সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছিল। তখন রাত্রি প্রায় বারটা।'

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "তাহার সঙ্গে কিরূপে দেখা হইল শুনি ? তুমি তাহাকে দেখিতে পাইলে, অথচ গ্রেপ্তার করিতে পারিলে না ? কি বিড়ম্বনা !"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে অন্ধ ভিক্ষুকের ছদ্মবেশে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল। আমাকে হত্যা করিবার জন্য সে একটু কৌশলও খাটাইয়াছিল ; কিন্তু আমার সৌভাগ্যবশতঃই তাহার চেষ্টা সফল হয় নাই।"

সেই অদ্ভুত কাহিনী শুনিবার জন্য সকলেই আগ্রহভরে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মিঃ ব্লেক অন্ধ ভিক্ষুক-প্রদত্ত ম্যাচ-বাক্স লইয়া কিরূপ বিপন্ন হইয়াছিলেন, এবং সেই ম্যাচ-বাক্সের অভ্যন্তরস্থিত বোমা ফাটিয়া তাঁহার উপবেশন-কক্ষের কিরূপ ক্ষতি হইয়াছিল—তাহা বিবৃত করিলেন। সেই অদ্ভুত কাহিনী শুনিয়া সকলেই আতঙ্কে অভিভূত হইলেন ; মেজর বেন্‌টিরন চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিয়া অধীরভাবে সেই কক্ষে পাদচারণ করিতে লাগিলেন।

দুই তিন মিনিট পরে তিনি মিঃ ব্লেকের সম্মুখে থামিয়া বলিলেন, "তাই ত! এ যে বড়ই ভয়ানক কথা। লণ্ডনে আসিয়াই সে চতুর্দ্দিকে অশান্তির আগুন জ্বালিয়া দিয়াছে ; কখন কাহার জীবন বিপন্ন হইবে, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। তবে পুলিশ-কমিশনরের অন্তর্দ্ধানের সহিত সাটিরার কোন সংস্রব আছে কি না জানি না, অন্ততঃ প্রত্যক্ষতঃ কোন সংস্রব নাই বলিয়াই মনে হয় ; কারণ কাল অপরাহ্নে সার হেনরী অদৃশ্য হইয়াছেন, সে সময় সাটিরা হয় ত মেরী লুইসী জাহাজে প্যাকিং-বাক্সের ভিতর অবস্থিতি করিতেছিল, অথবা মসিয়ে বৌটার্ডের কারখানায় প্রেরিত হইয়াছিল ; তখনও প্যাকিং-বাক্স খুলিয়া তাহাকে বাহির করা হয় নাই, এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। কাল রাত্রিকালে সে প্যাকিং-বাক্স হইতে বাহির হইয়া পলায়ন করিয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু সে সার হেনরী ফেয়ারফক্সকে কয়েদ করিবার জন্ত পূর্ব্বেই তাহার অনুচরবর্গের সহিত ষড়যন্ত্র করে নাই—এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। আমার বিশ্বাস, তাঁহার অন্তর্দ্ধান সাটিরারই ষড়যন্ত্রের ফল। লণ্ডনে তাহার অসংখ্য অনুচর আছে; তাহারা তাহার ইঙ্গিতে পরিচালিত হইতেছে। সে মেরী লুইসী জাহাজ হইতে বে-তারে তাহাদিগকে যাহা করিতে বলিয়াছে—তাহারা তাহাই করিয়াছে। যে ট্যাক্সিওয়ালা আমার গৃহ-দ্বার হইতে সার হেনরীকে তাহার ট্যাক্সিতে তুলিয়া লইয়া গিয়াছিল—সেই ট্যাক্সি-ওয়ালাকে ধরিয়া আনিয়া জেরা করাই সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। সার হেনরী যে ট্যাক্সিতে আমার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন, সেই ট্যাক্সিতেই তিনি আমার গৃহত্যাগ করেন। ট্যাক্সিখানি তাঁহার আদেশে আমার গৃহের অদূরে তাঁহার প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল। আমি জানি তিনি তাহার ট্যাক্সিত উঠিয়া তাহাকে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে আসিতে আদেশ করিয়াছিলেন। আপনারা সেই ট্যাক্সিওয়ালাকে ডাকাইয়াছিলেন কি?"

ডেপুটী কমিশনর বলিলেন, "কাল রাত্রেই সেই ট্যাক্সিওয়ালার সন্ধানে লোক পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু কাল রাত্রে তাহাকে পাওয়া যায় নাই; আজ সকালে তাহার সন্ধান হওয়ায় তাহাকে এখানে হাজির করিতে বলা হইয়াছে। এখনই বোধ হয় তাহাকে পাওয়া যাইবে।"

দুই তিন মিনিট পরে টেলিফোনের ঝন্-ঝনি্ শুনিয়া ডেপুটী কমিশনর স্বয়ং টেলিফোনে সাড়া দিলেন; তাহার পর রিসিভার নামাইয়া রাখিয়া বলিলেন, "ট্যাক্সিওয়ালাকে ধরিয়া আনা হইয়াছে। সে নীচে অপেক্ষা করিতেছিল, তাহাকে একজন প্রহরী এখানে আনিতেছে।"

ডেপুটী কমিশনরের কথা শেষ হইবার অব্যবহিত পরেই একজন কন্‌ষ্টেবল সেই কক্ষের দ্বার খুলিয়া একজন ট্যাক্সিওয়ালাকে তাঁহাদের সম্মুখে রাখিয়া চলিয়া গেল। লোকটা এতগুলি পুলিশ কর্ম্মচারীর সম্মুখে আসিয়া ভীত হইল। কি অপরাধে তাহাকে ধরিয়া আনা হইয়াছে তাহা বুঝিতে না পারিয়া সে সভয়ে সকলের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল।

ডেপুটী কমিশনরের প্রশ্নের উত্তরে ট্যাক্সিচালক বলিল, "হ্যাঁ, আমি পুলিশ-কমিশনর সার হেনরীকে চিনি; আমি তাঁহাকে অনেকবার দেখিয়াছি। কাল বেলা চারিটার সময় আমি ট্যাক্সি লইয়া স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সম্মুখ দিয়া ভাড়া খাটিতে যাইতেছিলাম। সেই সময় তিনি আমার গাড়ী থামাইয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন।"

ডেপুটী কমিশনর বলিলেন, "তাহার পর তোমাকে বেকার ষ্ট্রীটে যাইতে বলিলেন?"

ট্যাক্সিচালক বলিল, "হ্যাঁ কর্ত্তা!"

ডেপুটী কমিশনর বলিলেন, "তিনি তোমাকে মিঃ ব্লেকের বাড়ীর বাহিরে গাড়ী লইয়া অপেক্ষা করিতে আদেশ করিয়াছিলেন?"

ট্যাক্সিচালক বলিল, "হ্যাঁ হুজুর! কিন্তু কয়েক মিনিট পরে—"

ডেপুটী কমিশনর তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "আগে আমার সকল কথা শোন।—তিনি মিঃ ব্লেকের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া তোমার গাড়ীতে উঠিলে তুমি তাঁহাকে কোথায় রাখিয়া আসিয়াছিলে?"

ট্যাক্সিচালক বলিল, মিঃ ব্লেকের বাড়ী হইতে তিনি কখন বাহিরে আসিয়াছিলেন, তাহা আমি জানিনা হুজুর! ফিরিবার সময় তিনি আমার ট্যাক্সিতে উঠেন নাই।"

মিঃ ব্লেক ট্যাক্সি-চালকের কথা শুনিয়া অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি যে বড়ই অদ্ভুত কথা বলিতেছ! তোমার ও কথার অর্থ কি? তোমার গাড়ী আমার বাড়ীর অদূরে ট্যাক্সির আড্ডায় অপেক্ষা করিতেছিল। সার হেনরী যখন আমার বাড়ী হইতে বাহির হইলেন, তখন আমি তাঁহার সঙ্গেই ছিলাম, আমি দেখিলাম—তাঁহার ইঙ্গিতে তুমি আমার দরজায় গাড়ী লইয়া আসিলে; তিনি তোমার গাড়ীতে উঠিয়া তোমাকে এখানে আসিতে আদেশ করিলেন। অথচ তুমি বলিতেছ—আমার বাড়ী হইতে আফিসে ফিরিবার সময় তিনি তোমার গাড়ীতে উঠেন নাই!"

ট্যাক্সিওয়ালা হতবুদ্ধি হইয়া মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মিঃ ব্লেক তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন, "বেকুবের মত আমার মুখের দিকে চাহিয়া কি ভাবিতেছ? শীঘ্র আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।"

ট্যাক্সিওয়ালা বলিল, "আমি পুলিশ-কমিশনরকে আপনার বাড়ীর দরজা হইতে কোথাও লইয়া যাই নাই। তিনি আমার গাড়ী হইতে নামিয়া আপনার বাড়ীতে প্রবেশ করিবার কয়েক মিনিট পরে একজন লোককে দিয়া খবর পাঠাইলেন, তাঁহার জন্ত আমার সেখানে অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই, আমি চলিয়া যাইতে পারি। আমার প্রাপ্য গাড়ীভাড়াও সে আমাকে দিয়া গেল!"

ট্যাক্সিওয়ালার কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেক ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সার হেনরী তাহার ট্যাক্সিতে উঠিয়াছিলেন, ইহা তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন; অথচ সে ইহা অস্বীকার করিতেছে! তাঁহাদের নিকট এত বড় মিথ্যা কথাটা বলিতে তাহার বিন্দুমাত্র ভয় বা সঙ্কোচ হইল না? সার হেনরী যে এই ট্যাক্সিওয়ালার ট্যাক্সিতে উঠিয়াছিলেন, ইহা তিনি শপথ করিয়া বলিতে পারিতেন।—মিঃ ব্লেক সক্রোধে বলিলেন, "সার হেনরীকে কোথায় রাখিয়া আসিয়াছিলে—শীঘ্র বল। তুমি কি মনে করিয়াছ এ কথা অস্বীকার করিলেই তোমাকে ছাড়িয়া দিব? মিথ্যা বলিয়া তোমার নিষ্কৃতি লাভের আশা নাই। সত্য কথা না বলিলে তোমার পিঠের চামড়া থাকিবে না, তোমার ট্যাক্সি-চালানো জন্মের মত বন্ধ হইবে।—এখনও সত্য কথা বল।"

ট্যাক্সি-চালক বলিল, "আমি হুজুর, মিথ্যা কথা বলি নাই। পুলিশ-কমিশনর আমার গাড়ী হইতে নামিয়া যাইবার পর, সেখানে আমি দশ মিনিটও অপেক্ষা করি নাই। আমার ভাড়া মিটাইয়া দিয়া আমাকে চলিয়া যাইতে বলিলেন, আমার সেখানে থাকিবার ত কোন প্রয়োজন ছিল না। আমি আপনাকে সত্য কথাই বলিতেছি। পুলিশ-কমিশনর কখন কাহার গাড়ীতে উঠিয়া কোথায় গিয়াছেন, তাহা আমি জানি না।"

মিঃ ব্লেক ট্যাক্সিচালকের কথা অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না; তাঁহার সন্দেহ হইল অন্ত কোন ট্যাক্সিচালক তাহার ছদ্মবেশে গাড়ী লইয়া তাঁহার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়াছিল. সার হেনরী সেই গাড়ীতে উঠিলে সেই গাড়ীর

'সোফেয়ার' তাঁহাকে কোথায় লইয়া গিয়াছিল তাহা জানিবার উপায় নাই। তিনি তাঁহার সন্দেহের কথা প্রকাশ করিলে মেজর বেন্‌টিরন ও তাঁহার সহকারী ইন্‌স্পেক্টরগণ তাঁহারই মতের সমর্থন করিলেন। ট্যাক্সিচালক সত্য কথা বলিয়াছে ইহাই তাঁহাদের বিশ্বাস হইল। সার হেনরীকে বিপন্ন করিবার জন্ম পূর্ব্ব হইতেই একটা ষড়যন্ত্র হইয়াছিল—ইহাই তাঁহাদের সন্দেহ হইল।

মিঃ ব্লেক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া ট্যাক্সিচালককে বলিলেন, "যে লোকটা তোমার প্রাপ্য ভাড়া মিটাইয়া দিয়া তোমাকে চলিয়া যাইতে বলিয়াছিল—তাহার চেহারা কিরূপ ?"

ট্যাক্সিচালক বলিল, "আমি তাহার চেহারা লক্ষ্য করি নাই। আমার মনে হইয়াছিল—সে আপনার বাড়ীর ভিতর হইতে পথে আসিয়া আমার ভাড়া মিটাইয়া দিয়া গেল। তবে এটুকু মনে আছে যে, তাহার মাথায় টুপি ছিল না। লোকটার বয়স অল্প ; তাহার মুখে দাড়ি গোঁফ ছিল না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি ভাড়া পাইয়া যে সময় গাড়ী লইয়া চলিয়া যাও—সেই সময় অন্য কোন ট্যাক্সি কি কোন দিক হইতে আসিয়া সেখানে দাঁড়াইয়াছিল ?"

ট্যাক্সিওয়ালা বলিল, "না হুজুর, ভাড়ার টাকা পাইবার পর আমি বেকার ষ্ট্রীট হইতে চলিয়া যাই, সে সময় অন্য কোন ট্যাক্সি সেখানে আসিতে দেখি নাই।"

ট্যাক্সিওয়ালার নিকট অন্য কোন সংবাদ সংগ্রহের আশা নাই বুঝিয়া মেজর বেনটিরন তাহাকে বিদায় করিলেন। তাহার পর হতাশভাবে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া মাথা নাড়িলেন। অবশেষে ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন, "সার হেনরী সেই দ্বিতীয় গাড়ীতে উঠিয়া কোথায় গিয়া পড়িয়াছেন, এবং তাঁহার ভাগ্যে কি ঘটিয়াছে—তাহা পরমেশ্বরই জানেন। আমার বিশ্বাস, ইহা ডাক্তার সাটিরারই পৈশাচিক ষড়যন্ত্রের ফল। সে কোন কৌশলে সার হেনরীকে ধরিয়া লইয়া গিয়া কোথাও লুকাইয়া রাখিয়াছে। কিন্তু পুলিশ-কমিশনরকে এ ভাবে চুরী করিয়া (kidnapping) তাহার কি স্বার্থসিদ্ধি হইবে অনুমান করিতে পারেন মিঃ ব্লেক ?"

মিঃ ব্লেক কি বলিতে উদ্যত হইয়াছেন এমন সময় একজন পত্রবাহক সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া ডেপুটি কমিশনরের সম্মুখে টেবিলের উপর একখানি পত্র রাখিল, এবং "জরুরি পত্র"—এই মাত্র বলিয়া সেই কক্ষ ত্যাগ করিল।

মেজর বেন্‌টিরন পত্রখানি হাতে লইয়া দেখিলেন পত্রের লেফাপার উপর 'জরুরি' এই কথাটি ছাপার অক্ষরে লেখা আছে। কথাটি কোন ছাপা কাগজ (printed letters) হইতে কাটিয়া লইয়া আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছিল। লেফাপার উপর তাঁহার নামটিও সেই ভাবেই অক্ষর কাটিয়া আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত বিস্মিত ভাবে পত্রখানি খুলিলেন, এবং অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে তাহা মনে মনে পাঠ করিয়া মিঃ ব্লেকের হস্তে প্রদান করিলেন, অস্ফুট স্বরে বলিলেন "পড়িয়া দেখুন।"

মিঃ ব্লেক কৌতূহল ভরে পত্রখানি গ্রহণ করিয়া দেখিলেন পত্রের প্রত্যেক শব্দ কোন ছাপা-কাগজ হইতে কাটিয়া আটা দিয়া আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে! কোন মাসিক পত্রিকা বা সংবাদ-পত্র হইতে কথাগুলি কাটিয়া-বসাইয়া বক্তব্য বিষয় জ্ঞাপন করা হইয়াছিল। হস্তাক্ষর গোপন করিবার জন্যই এই কৌশল অবলম্বন করা হইয়াছিল—ইহা মিঃ ব্লেক সহজেই বুঝিতে পারিলেন।

মিঃ ব্লেক পত্রখানি অনুচ্চস্বরে পাঠ করিলেন; তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল:—

"পুলিশের ডেপুটী কমিশনর বরাবরেষু—

পুলিশ-কমিশনর সার হেনরী ফেয়ারফক্সের ভাগ্যে কি ঘটিয়াছে, ইহা জানিবার জন্য তোমার আগ্রহ হইয়া থাকিলে তোমার বে-তারের অপারেটরকে (your wireless operator) ১২৫-৩ মেটরের সাহায্য গ্রহণ করিতে উপদেশ দাও। আজ বেলা ঠিক বারটার সময় তাহার সংবাদ জানিতে পারিবে।"

মিঃ ব্লেক পত্রখানি পাঠ করিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের হস্তে প্রদান করিলেন; সমাগত ইন্‌স্পেক্টরগণের সকলেই পর পর তাহা হাতে লইয়া নিঃশব্দে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন।

পত্রখানি সকলেই হাতে লইয়া পরীক্ষা করিলেন বটে, কিন্তু কেহই কোন

মন্তব্য প্রকাশ করিলেন না। অবশেষে মিঃ ব্লেকই কথা কহিলেন; তিনি বলিলেন, "পত্রদ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করিবার অদ্ভুত কায়দা বটে; কিন্তু হস্তাক্ষর গোপন করিবার এই পদ্ধতিটি নূতন নহে! তবে সাটিরা শব্দযোজনার জন্য এতখানি আয়াস স্বীকার না করিয়া 'টাইপ-রাইটারে'র সাহায্য লইলেও পারিত। বিশেষতঃ পত্রখানি স্বহস্তে লিখিতেই বা তাহার কুণ্ঠিত হইবার কি কারণ ছিল?—ইহা যে তাহারই পত্র একথা বুঝিতে পারিব না—আমরা ততদূর নির্ব্বোধ নহি—ইহা কি সে জানে না?—সেই ধূর্ত্ত টেলিফোনের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া, তাহার বক্তব্য বিষয় জানাইবার জন্য এই নিরাপদ পন্থা অবলম্বন করিয়াছে।"

মেজর বেন্‌টিরন বলিলেন, "ইহা যে কোন হুজুগপ্রিয় লোকের কারসাজি নহে —তাহারই বা নিশ্চয়তা কি?"

মিঃ ব্লেক মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না, আপনার এই অনুমান সত্য বলিয়া মনে হয় না। সার হেনরীর নিরুদ্দেশের সংবাদ এখনও বাহিরে প্রচারিত হয় নাই (has not as yet been made public); সুতরাং সার হেনরীর অন্তর্দ্ধানের জন্য যে বা যাহারা দায়ী, এই পত্র তাহাদের নিকট হইতেই আসিয়াছে। ইহা কোন হুজুগপ্রিয় লোকের কারসাজি কি না—তাহা সপ্রমাণ করা আপনার পক্ষে বিন্দুমাত্র কঠিন নহে।—এখন বেলা ঠিক পৌনে বারোটা; আপনাদের বে-তারের সংবাদ প্রেরণের ও সংবাদ গ্রহণের ষ্টেশন ত এই অট্টালিকাতেই বর্ত্তমান। পত্র-লেখক এ সংবাদ জানে, এইজন্যই আপনাদের 'বে-তারের অপারেটর'কে ঠিক সময়ে প্রস্তুত রাখিবার জন্য আপনাকে অনুরোধ অথবা আদেশ করিয়াছে। সে যে আপনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে—তাহার প্রমাণ এই পত্রের ভাষা।"

মেজর বেন্‌টিরন বলিলেন, "আপনি যথার্থ কথাই বলিয়াছেন। আমরা বে-তারে সংবাদ লইলেই জানিতে পারিব—পত্রের কথাগুলি সত্য কি কাহারও চালাকী।"

মেজর বেন্‌টিরন উঠিয়া টেলিফোনের রিসিভার ধরিলেন। মিঃ ব্লেক ইত্যবসরে

আর একটা চুরুট মুখে গুঁজিয়া তাহাতে অগ্নি-সংযোগ করিলেন। মেজর বেন্‌টিরন টেলিফোনে আদেশ করিবার অব্যবহিত পরেই বে-তার বিভাগের (wireless department) একজন কর্ম্মচারী সেই কক্ষে প্রবেশ করিল।

ডেপুটী কমিশনর তাহাকে তাঁহার আদেশ জ্ঞাপন করিলেন। কর্ম্মচারী তাঁহার আদেশ পালন করিতে যাইবার পূর্ব্বে তাঁহার ডেস্কের উপর উন্নত প্রণালীতে নির্ম্মিত একটি আধুনিক যন্ত্র স্থাপন করিল, তাহা হইতে উচ্চ কণ্ঠধ্বনি নিঃসৃত হয়। (one of the latest types of loud speakers) সেই কক্ষের প্রাচীর সংলগ্ন তারের সহিত তাহার যোগসাধন করিয়া কর্ম্মচারীটি সেই কক্ষ ত্যাগ করিল।

ডেপুটী কমিশনর, ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টরগণ, মিঃ ব্লেক ও স্মিথ সেই যন্ত্রের দিকে চাহিয়া নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিলেন। তাঁহাদের সকলেরই হৃদয় কৌতূহল ও বিস্ময়ে পূর্ণ। পার্লিয়ামেণ্টে বিগ্‌ বেন (Big Ben) নামক যে বিরাট ঘড়ি আছে, সেই ঘড়িতে কখন বারটা বাজিবে—কখন তাঁহারা সেই যন্ত্রের ভিতর দিয়া সাটিরার বক্তব্য শুনিতে পাইবেন, তাহারই প্রতীক্ষায় সকলে চঞ্চল হইয়া উঠিলেন।

ডেপুটী কমিশনর মেজর বেনটিরন আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না; তিনি মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া অধীর স্বরে বলিলেন, "ডাক্তার সাটিরা কি উদ্দেশ্যে সার হেনরীকে ধরিয়া লইয়া গিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছে তাহা কি আপনি বলিতে পারেন মিঃ ব্লেক? আপনার কিরূপ অনুমান—তাহা জানিবার জন্ম আমার আগ্রহ হইয়াছে।"

মিঃ ব্লেক তাঁহার নোট-বহি হইতে একখানি কাগজ ছিঁড়িয়া লইয়া তাহাতে কি কয়েকটি কথা লিখিলেন, তাহার পর কাগজখানি মুড়িয়া, ডেস্কের উপর হইতে একখানি লেফাপা লইয়া তাহাতে পুরিলেন, এবং লেফাপাখানি বন্ধ করিয়া তাহা মেজর বেন্‌টিরনের হাতে দিলেন, তাঁহাকে বলিলেন "সে কি উদ্দেশ্যে সার হেনরী ফেয়ারফক্সকে কয়েদ করিয়াছে—তাহা আমি আপনাকে লিখিয়া দিলাম; বারটা বাজিবার দশ মিনিট পরে আপনি এই লেফাপা খুলিলেই আপনার প্রশ্নের উত্তর পাইবেন। আমার উত্তর সত্য কি না তাহা আপনি তখন বুঝিতে পারিবেন।"

মিঃ ব্লেকের কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে বিগ্-বেনে ঢং ঢং শব্দে বারটা বাজিল।

সেই শব্দ শুনিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স দুই হাতে চেয়ারের হাতা ধরিয়া বিস্ফারিত নেত্রে সেই উচ্চ শব্দকারী বাগ্-যন্ত্রের (loud speaker) দিকে এ ভাবে চাহিয়া রহিলেন যেন ডাক্তার সাটিরা মুহূর্ত্তমধ্যে সেই যন্ত্রের প্রশস্ত মুখ-বিবর হইতে বাহির হইয়া তাঁহার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িবে! আতঙ্কে বিহ্বল হইয়া তিনি নীরস জিহ্বায় পুনঃ পুনঃ শুষ্ক ওষ্ঠ লেহন করিতে লাগিলেন।

বারটা বাজিবার শব্দ থামিবা মাত্র পূর্ব্বোক্ত বাগ্-যন্ত্রের ভিতর হইতে দুই একটি অস্ফুট শব্দ নির্গত হইল, যেন বহু দূরে কে কি কথা বলিতেছিল! সেই শব্দ নিবৃত্ত হইলে কাহার এরূপ সুস্পষ্ট কণ্ঠস্বর সেই কক্ষে প্রতিধ্বনিত হইল—যেন. বক্তা সেই কক্ষে উপস্থিত হইয়াই স্বাভাবিক স্বরে কথা বলিতে লাগিল!

ডেপুটী কমিশনর মেজর বেন্‌টিরন ও তাঁহার সঙ্গীরা স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন, "হালো স্কট্‌ল্যাণ্ড-ইয়ার্ড! হালো স্কট্‌ল্যাণ্ড-ইয়ার্ড! সমাগত ভদ্র মহোদয়গণ! আমার নমস্কার গ্রহণ করুন।—আমি ডাক্তার সাটিরা—কথা কহিতেছি।"

নবম পর্ব

মিঃ ব্লেকের ফন্দী

মিঃ ব্লেক ডাক্তার সাটিরার প্রত্যেক কথা শুনিবার জন্য উদ্যত কর্ণে নিস্তব্ধভাবে তাঁহার চেয়ারে বসিয়া রহিলেন। বলা বাহুল্য, অন্য কোন দিকে কাহারও তখন লক্ষ্য ছিল না।

ডাক্তার সাটিরার কণ্ঠস্বর তাঁহারা শুনিতে লাগিলেন। সাটিরা বলিল, "আমি সাটিরা কথা কহিতেছি। যাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কথা বলিতেছি—দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইতেছি না। কিন্তু আমার বিশ্বাস, মেজর বেন্‌টিরন ও তাঁহার কয়েকজন তাঁবেদার আমার কথা শুনিতে পাইতেছেন; এতদ্ভিন্ন আমার অনুমান, আমার পরম বন্ধু রবার্ট ব্লেক ও তাঁহার শিশু সহকারীটিও ওখানে উপস্থিত থাকিয়া আগ্রহের সহিতই আমার কথা শুনিতেছেন। আমি আমার গুপ্তচরের নিকট সংবাদ পাইলাম, পুলিশের নফর না হইলেও তাঁহারা ঐ গুপ্ত মন্ত্রণাসভায় উপস্থিত হইয়া অনধিকার-চর্চ্চার আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। ভালই হইয়াছে, গোয়েন্দা ব্লেককে আমার যাহা বলিবার আছে—এই সুযোগে তাহা বলিতে পারিব। আশা করি গত রাত্রের ম্যাচ-বাক্সের ধাক্কা তিনি সামলাইতে পারিয়াছেন।"

সাটিরার কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেকের মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া উঠিল। স্মিথ মুখ বিকৃত করিল, এবং ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে মাথা নাড়িলেন।

মুহূর্ত্তকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া সাটিরা বলিতে লাগিল, "আমি আপনাদের অধিক সময় নষ্ট করিব না; আমার বক্তব্য বিষয় সংক্ষেপেই শেষ করিতে পারিব। কাহাকে আমি অতিথিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা আপনারা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছেন। আমার সেই সম্ভ্রান্ত অতিথি আরও আটচল্লিশ ঘণ্টা

আমার আতিথ্য উপভোগ করিবেন। তাহার পর হয় তিনি অক্ষতদেহে মুক্তি-লাভ করিবেন, না হয়, তাঁহাকে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে। তাঁহার সম্মুখে এই দুইটি পথ উন্মুক্ত। আমি যে প্রস্তাব করিব সেই প্রস্তাবে আপনারা সম্মত হইলে তিনি আটচল্লিশ ঘণ্টার পর অক্ষতদেহে মুক্তিলাভ করিবেন, নতুবা পৃথিবীর সহিত তাঁহার সকল সম্বন্ধে শেষ হইবে।"

সাটিরার উক্তি শুনিয়া মেজর বেন্‌টিরনের চোখ-মুখ লাল হইয়া উঠিল, তিনি ডেস্কের উপর সবেগে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "ওরে শয়তান, ওরে নরপিশাচ! তোর এত বড় স্পর্দ্ধা যে, পুলিশের উপর হুকুম চালাইতে সাহস করিতেছিস্? জুলুমের ভয়ে পুলিশ কি তোর প্রস্তাবে সম্মত হইবে? মূর্খ!"

কিন্তু মেজর বেন্‌টিরনের তখনই মনে পড়িল—তিনি যাহাকে লক্ষ্য করিয়া সরোষে এ কথা বলিলেন তাহা কাঠ ও ধাতুনির্ম্মিত যন্ত্র মাত্র; এ সকল কথা ডাক্তার সাটিরার কর্ণগোচর হইবার সম্ভাবনা নাই। সে কতদূর হইতে, কোথায় বসিয়া কথা বলিতেছিল তাহা তাঁহাদের বুঝিবার উপায় ছিল না।

সাটিরা বলিতে লাগিল, "আমার সর্ত্ত অসঙ্গত নহে; সজীব মনুষ্যের সহিত একটি পুত্তলিকার পরিবর্ত্তন মাত্র। স্যার হেনরীকে কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছি, আপনারা এক বৎসর ধরিয়া চেষ্টা করিলেও তাহা জানিতে পারিবেন না; তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করা ত দূরের কথা! হাঁ, জীবিত অবস্থায় তাঁহাকে উদ্ধার করা আপনাদের অসাধ্য। আমার নিজস্ব একটি সামগ্রী আপনারা একজন তস্করের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহা আমি যেরূপ পারি পুনর্ব্বার অধিকার করিব। আমি খুর্দ্দানন্দের হীরকরত্নমণ্ডিত মারুতি-বিগ্রহের কথা বলিতেছি—ইহা আপনারা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছেন। আপনারা আমার সামগ্রী আমাকে প্রত্যর্পণ করুন; আমি অঙ্গীকার করিতেছি—স্যার হেনরী ফেয়ারফক্স অক্ষতদেহে মুক্তিলাভ করিবেন। তিনি গবর্মেণ্টের সুদক্ষ কর্ম্মচারী; তিনি জীবিত থাকিলে জনসাধারণের বহু উপকার করিতে পারিবেন। তাঁহার মৃত্যুতে দেশের যে ক্ষতি হইবে, তাহা সহজে পূরণ হইবে না।"

মিঃ ব্লেক চেয়ারে ঠেস-দিয়া বসিয়া স্তব্ধভাবে সাটিরার কথা শুনিতেছিলেন ; সে কি উদ্দেশ্যে সার হেনরী ফেয়ারফক্সকে অপসারিত করিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছিল, তাহা শুনিয়া মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার সিদ্ধান্ত মিথ্যা নহে। তিনি মেজর বোন্‌টিরনকে ঠিক এই কথাই লিখিয়া দিয়াছিলেন। ডাক্তার সাটিরা খুর্দ্দানের মারুতি-বিগ্রহ উদ্ধার করিবার জন্য লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিয়াছে—এ কথা তাহার নিজের মুখেই প্রকাশিত হইল।

সাটিরা পুনর্ব্বার বলিল, "আমার সর্ত্তের কথা আপনারা শুনিলেন কি? রত্নখচিত মারুতি-মূর্ত্তির বিনিময়ে সার হেনরী ফেয়ারফক্সকে জীবিত অবস্থায় প্রত্যর্পণ করিতে সম্মত আছি। যদি আপনাদের কর্ত্তৃপক্ষ আমার প্রস্তাবে সম্মত না হন—তাহা হইলে হোম-আফিসকে আর একজন নূতন পুলিশ-কমিশনর নিযুক্ত করিতে হইবে। কিন্তু তাহাকে অধিক দিন চাকরী করিতে হইবে না; তাহাকেও এই ভাবেই সাবাড় করিতে বিলম্ব হইবে না।"

মেজর বেন্‌টিরন চঞ্চল দৃষ্টিতে চারি দিকে চাহিলেন ; তিনি অত্যন্ত অস্বচ্ছন্দত অনুভব করিতে লাগিলেন। তিনি সৈনিক পুরুষ, তাঁহার সাহসের অভাব নাই। মৃত্যুভয়ে তিনি কাতর হইবার লোক নহেন ; বিশেষতঃ, সার হেনরী ফেয়ারফক্সের অবর্ত্তমানে তাঁহারই পুলিশ-কমিশনর হইবার আশা ছিল। সুতরাং সার হেনরী ফেয়ারফক্স সাটিরা কর্ত্তৃক নিহত হইলে ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহার আক্ষেপের কোন কারণ ছিল না।

সাটিরা বলিল, "কর্ত্তৃপক্ষ আমার সর্ত্তে সম্মত কি না—তাহা জানাইবার জন্য চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিলাম। আপনাদের অভিমত আগামী কল্য বেলা বারটার সময় স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড হইতে দুই শত মিটার দীর্ঘ বৈদ্যুতিক তরঙ্গে সঞ্চালিত হওয়া (**must be broadcasted on a wave-length of two hundred metres from Scotland-Yard**) প্রয়োজন। যদি আমার সর্ত্ত প্রত্যাখ্যাত হয়—তাহা হইলে কাল সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সার হেনরীর মৃতদেহ স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের অদূরে নদীবক্ষে ভাসমান দেখিতে পাইবেন ; আর যদি আপনারা আমার প্রস্তাবে সম্মতিজ্ঞাপন করেন, তাহা হইলে হীরক-খচিত

মারুতি-মূর্ত্তি কোথায় ও কি ভাবে আমার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে, তাহা আপনারা পরে জানিতে পারিবেন। তাহা আমার হস্তগত হইবামাত্র পুলিশ-কমিশনর অক্ষতদেহে মুক্তিলাভ করিবেন, প্রতিশ্রুত হইলাম। (that is my promise)

"আমি এখন আপনাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিব; তবে একটা কথা শুনিবার জন্য মিঃ ব্লেক মুহূর্ত্তকাল প্রতীক্ষা করুন। মিঃ ব্লেক! আপনি এখনও ওখানে নিশ্চয়ই আছেন। আপনি শুনিয়া রাখুন, আগামী কল্য প্রভাতে আপনি জীবনের মত শেষবার সূর্য্যোদয় দেখিবেন। তাহার পর আর কোন দিন সূর্য্যোদয়-দর্শন আপনার ভাগ্যে নাই, অর্থাৎ আগামী কল্য রাত্রি অবসানের পূর্ব্বেই আপনার ইহলীলার অবসান হইবে; অতএব সে জন্য আপনি প্রস্তুত থাকিবেন।"

সাটিরার এই কথার পর টুং করিয়া একটি শব্দ হইল। উচ্চ শব্দকারী যন্ত্র নীরব হইল। সকলেই বুঝিলেন, সাটিরার কথা শেষ হইয়াছে। সেই কক্ষে সকলেই মোহাচ্ছন্নের ন্যায় নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন। কয়েক মিনিট পরে 'বিগ্ বেনে' স-বারটার ঘণ্টা বাজিল। সেই শব্দে মেজর বেনটিরেনের মোহ যেন অপসারিত হইল। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিষন্নভাবে বলিলেন, "ব্যাপারটা আগাগোড়া হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়ার মত! কি বলেন মিঃ ব্লেক? আপনার পরম বন্ধু সাটিরা আপনার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রচার করিয়া গেল। জানি না তাহার এই রায় আপনি অকাট্য মনে করেন কি না, তবে সে যে সর্ত্তে সার হেনরীর মুক্তিদানের প্রস্তাব করিল, সে কথা আমি হোম-সেক্রেটারীর নিকট 'রিপোর্ট' করিতে বাধ্য; কিন্তু তিনি সার হেনরীর জীবনরক্ষার জন্য সাটিরার প্রস্তাবে সম্মত হইবেন, সাটিরাকে সেই হীরকখচিত বানর-মূর্ত্তি প্রত্যর্পণ করিয়া পরাজয়ের অপমান মাথায় তুলিয়া লওয়া সঙ্গত মনে করিবেন, ইহা আপনি বোধ হয় বিশ্বাস করিবেন না। না, সার হেনরীর প্রাণরক্ষার জন্যও তিনি সাটিরার আব্দার গ্রাহ্য করিবেন না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "নিশ্চয়ই, দস্যুর সহিত সন্ধি? অসম্ভব!"

মেজর বেন্‌টিরন বলিলেন, "হোম-সেক্রেটারী আমাকে বলিবেন—সার হেনরীর জীবনরক্ষা করা, এবং সাটিরা যে ভয় প্রদর্শন করিতেছে—তাহা কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই তাহাকে গ্রেপ্তার করা পুলিশের কর্ত্তব্য।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, ইহা ভিন্ন তিনি আমাকে আর কি আদেশ করিতে পারেন? সাটিরার আব্দার তিনি কানেই তুলিবেন না।"

মেজর বেন্‌টিরন বিদ্রূপ ভরে বলিলেন, "সাটিরাকে কি কৌশলে গ্রেপ্তার করা যায়—তাহা না কি আপনার সুবিদিত?"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "আপনি যাহাই মনে করুন, তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য কি কৌশল অবলম্বন করা উচিত, তাহা সত্যই আমি জানি; কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উপায় এই যে, সে কোথায় লুকাইয়া আছে তাহার সন্ধান লইয়া কাল বেলা বারটার পূর্ব্বেই তাহাকে গ্রেপ্তার করা। তাহার পূর্ব্বে সার হেনরীর জীবনের কোন আশঙ্কা নাই শুনিলাম।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ও অন্য চারিজন ইন্‌স্পেক্টর এক সঙ্গে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া অবজ্ঞাভরে মাথা নাড়িলেন। মেজর বেন্‌টিরন বলিলেন, "আপনি বলিয়া না দিলেও, উহা যে অতি সহজ উপায় তাহা আমাদের জানা ছিল; কিন্তু তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলে ত গ্রেপ্তার করিব। তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার উপায় কি? সেই উপায়টি আপনি বলিতে পারেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বোধ হয় পারি। মেজর বেন্‌টিরন। আপনি এবং আপনার সহযোগীগণ সকলেই বোধ হয় জানেন, সাটিরা এদেশে আমাকেই তাহার সর্ব্বপ্রধান শত্রু মনে করে, আমার সম্বন্ধে তাহার মনের ভাব কিরূপ—তাহাও তাহার কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন। সুতরাং তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া ফাঁসিতে লট্‌কাইবার জন্য আমার যত আগ্রহ, সেরূপ আগ্রহ বোধ হয় আর কাহারও নাই। আমার এই আগ্রহ পূর্ণ করিতে হইলে তাহার সন্ধান লওয়া সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক; কিন্তু তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার একটি মাত্র উপায় আছে। সেই উপায় অবলম্বন করিলে, সে যেখানেই থাক—তাহার সন্ধান পাওয়া যাইবেই। আমি কয়েক দিন হইতে সেই উপায়ের কথাই চিন্তা

করিতেছি; এবং আজ সকালে সার হেনরীর নিকট সেই সকল কথা প্রকাশ করিব—এইরূপই আমার ইচ্ছা ছিল।"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া মেজর বেন্‌টিরন তাঁহার চেয়ারখানি আর একটু টানিয়া আনিয়া মিঃ ব্লেকের গা ঘেঁসিয়া বসিলেন, তাহার পর তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আগ্রহভরে বলিলেন, "দেখুন মিঃ ব্লেক, আমরা কোন কঠিন সমস্তায় পড়িলে প্রায়ই আপনার সহিত পরামর্শ করি; বিশেষতঃ, আপনার উপদেশে চলিয়া আমরা অনেকবার অনেক বিষয়ে ফল লাভও করিয়াছি। আপনার কথা শুনিয়া মনে হইতেছে, আপনি এরূপ কোন উপায় বলিতে পারিবেন যে উপায় অবলম্বন করিলে সাটিরার সন্ধান পাওয়া সহজ হইবে। সেই উপায়টি কি? কি কৌশলে আপনি সেই কাতলাটাকে বঁড়সীতে গাঁথিতে পারিবেন বলুন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "গভীর জলের কাতলাকে বঁড়সীতে গাঁথিতে হইলে যথাযোগ্য টোপ (right bait) ব্যবহার করিতে হইবে। কাতলা সেই টোপে মুখ দিলেই তাহাকে বঁড়সীতে গাঁথিতে পারিব। সেই টোপ অন্য কিছু নহে—খুর্দ্দানের সেই রত্নখচিত মারুতি-বিগ্রহ। সাটিরা এই মূর্ত্তিটি হস্তগত করিবার উদ্দেশ্যেই নানা প্রকার বিঘ্নবিপত্তি সত্ত্বেও লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিয়াছে; এমন কি, প্রাণের আশঙ্কা আছে—ইহা জানিয়াও সে লণ্ডনে আসিতে সঙ্কুচিত হয় নাই। কিন্তু সে জানে সেই মারুতি-মূর্ত্তি স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সিন্দুকে আবদ্ধ থাকিতে তাহার হস্তগত করিবার আশা নাই; এই জন্যই সে লণ্ডনে আসিয়া, কোন অজ্ঞাত স্থানে লুকাইয়া থাকিয়া সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছে। সে কোথায় লুকাইয়া আছে—তাই দশ বৎসর ধরিয়া চেষ্টা করিলেও জানিতে পারিবেন না। মারুতি-মূর্ত্তি চুরী করিবার আশা নাই বুঝিয়াই সে সার হেনরী ফেয়ারফক্সকে ধরিয়া লইয়া গিয়া কয়েদ করিয়া রাখিয়াছে, এবং আশা করিয়াছে সার হেনরীর জীবনের বিনিময়ে কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে মারুতি-মূর্ত্তি অর্পণ করিবেন।"

মেজর বেনটিরন বলিলেন, "তাহার এই আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহা সে শীঘ্র জানিতে পারিবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহার ফল অতি শোচনীয় হইবে; আমরা সার হেনরীকে

আর জীবিত দেখিতে পাইব না। সার হেনরীকে হত্যা করিয়া সে আরও কত রকম অত্যাচার উৎপীড়ন আরম্ভ করিবে—তাহা বলা যায় না; সুতরাং সকল দিক রক্ষা করিতে হইলে, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার ইচ্ছা থাকিলে, সেই মারুতি-মূর্ত্তি যাহাতে সে হস্তগত করিতে পারে—এরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহাকে গ্রেপ্তার করাই যখন আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য, তখন এরূপ ব্যবস্থায় আপত্তির কোন কারণ থাকিতে পারে না। আমার ফন্দীটি একটু জটিল; (some what complicated); কিন্তু যদি তাহাতে কার্য্যোদ্ধার হয় তাহা হইলে তাহা জটিল হইলে ক্ষতি কি? আমি আপনাকে সেই ফন্দীর কথা সংক্ষেপেই বুঝাইতে পারিব; কিন্তু অবিলম্বে তাহা কার্য্যে পরিণত করা আবশ্যক।"

মেজর বেনটিরন বলিলেন, "আপনি সকল কথা খুলিয়া বলুন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনাকে এরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে যে, আজ লণ্ডনে যে সকল সান্ধ্য দৈনিক-পত্রিকা প্রকাশিত হইবে—তাহাতে সাটিরার লণ্ডনে প্রত্যাগমনের সংবাদ থাকিবে; সেই সঙ্গে এ কথাও জানাইতে হইবে যে, সাটিরা খুর্দ্দানের রত্নখচিত মারুতি-বিগ্রহ হস্তগত করিবার উদ্দেশ্যেই লণ্ডনে ফিরিয়া আসিয়াছে। সংবাদ পত্রে একথাও প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক যে, স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কর্ত্তৃপক্ষ ডাক্তার সাটিরার এই সঙ্কল্পের সংবাদ জানিতে পারিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়াছে, এবং উক্ত মারুতি মূর্ত্তি স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে রাখা অতঃপর নিরাপদ নহে মনে করিয়া লণ্ডনের কোন দুর্ভেদ্য ব্যাঙ্কে স্থানান্তরিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন; এরূপ করিলে সাটিরার আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা দূর হইবে।—আজ অপরাহ্লেই সেই মারুতি-মূর্ত্তি স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড হইতে অপসারিত হইবে—একথাও সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইবে।

"সংবাদ-পত্র সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা; এখন আমাদের কার্য্যের ব্যবস্থা কিরূপ হইবে শুনুন। এ কাজ অত্যন্ত সহজ। স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের একজন কন্‌ষ্টেবল সেই হীরক-রত্ন-খচিত বানর মূর্ত্তি বস্ত্রাবৃত করিয়া এখান হইতে লইয়া যাইবে; কিছুদূরে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কোন বিশ্বস্ত কর্মচারী ট্যাক্সিতে সেই কন্‌ষ্টবলের

প্রতীক্ষা করিবেন ; তিনি কন্‌ষ্টেবলের নিকট সেই বানর-মূর্ত্তি লইয়া নির্দ্দিষ্ট ব্যাঙ্কে রাখিতে যাইবেন। পথিমধ্যে তাঁহার নিকট হইতে কোন তস্কর কর্ত্তৃক তাহা অপহৃত হইবে।"

মেজর বেন্‌টিরন মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "আপনি বলিতেছেন কি মিঃ ব্লেক! আপনি কোন্ বিবেচনায় এই মহামূল্য মূর্ত্তি তস্কর-কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইবার পরামর্শ প্রদান করিতেছেন? তস্করেই যদি তাহা চুরি করিল—তাহা হইলে আপনার ফন্দী খাটাইয়া লাভ কি? সাটিরাকেই বা আপনি কি কৌশলে গ্রেপ্তার করিবেন? না, আপনার এই পরামর্শ সমর্থন-যোগ্য নহে। ইহাকে সুপরামর্শ বলিতে পারি না। দুর্ভেদ্য ব্যাঙ্কে নিরাপদে রাখিবার জন্য মূর্ত্তিটি সেখানে পাঠাইয়া দিব, আপনার ব্যবস্থায় চোর পথিমধ্যে তাহা লুঠিয়া লইবে। এই ত আপনার পরামর্শ? আপনি কি ক্ষেপিয়াছেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, আমি পাগল হই নাই; আপনি সকল কথা না শুনিয়াই আমার বুদ্ধির প্রকৃতিস্থতায় সন্দেহ করিতেছেন! হাঁ চোরে ইহা পথিমধ্যে চুরী করিবে বটে, কিন্তু ইহাকে ঠিক চুরী বলিতে পারেন না, এ আপোষের চুরী। ইহাকে বৈধ অপরাধ (a legal crime) বালতেও আপত্তি নাই। সংবাদ-পত্র সমূহের, জনসাধারণের, বিশেষতঃ ডাক্তার সাটিরার মনোরঞ্জনের জন্য উক্ত বানর-মূর্ত্তি এই ভাবে অপহৃত হওয়া চাই। শুনুন ত। চোর সেই মূর্ত্তি অপহরণ করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিবে, সে ধরা পড়িবে না। সে অদৃশ্য হইয়া দস্যুতস্করদের কোন আড্ডায় আশ্রয় গ্রহণ করিবে। যে দুঃসাহসী ও চতুর দস্যু স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের বহুদর্শী ও সতর্ক কর্মচারীর নিকট হইতে মহামূল্য দ্রব্য অপহরণ করিতে পারে অন্যান্য দস্যু তস্করেরা শতমুখে তাহার সাহস ও চাতুর্য্যের প্রশংসা করিবে, এবং পরম আগ্রহে তাহাকে আশ্রয় দান করিবে, কারণ এই কার্য্যে পুলিশের সহিত বুদ্ধির যুদ্ধে তাহাদের জয়ের নিদর্শন। যাহা হউক, সেই চোর দস্যুতস্করদের কোন গুপ্ত আড্ডায় আশ্রয় গ্রহণ করিবার পর কি কাণ্ড ঘটিবে তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন?"

মেজর বেন্‌টিরন নিরুৎসাহ চিত্তে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না, আমার ভভখানি

বুদ্ধি নাই। ব্যাপারটা ক্রমেই জটিল হইয়া উঠিতেছে মিঃ ব্লেক! আমি আপনার ফন্দীর ভিতর এখনও প্রবেশ করিতে পারিলাম না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এই ব্যাপারে জটিলতার নাম গন্ধও নাই।—এত বড় একটা চুরীর সংবাদ দস্যু তস্করদের অজ্ঞাত থাকিবে না। একথা লইয়া তাহাদের মধ্যে আন্দোলন হইবে, এবং এই চুরীর সংবাদ অবিলম্বেই সাটিরার কর্ণগোচর হইবে। সাটিরা এই সংবাদ পাইয়াই সেই বিগ্রহটি চোরের নিকট হইতে ক্রয় করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিবে; এবং বলা বাহুল্য, চোর যদি সাটিরার নিকট তাহা বিক্রয় করিতে কোন কারণে অসম্মত হয় তাহা হইলে সে তাহা কাড়িয়া লইবে। লণ্ডনে এরূপ দস্যু তস্কর কেহই নাই—যে সাটিরার সঙ্কল্পে বাধা দিতে পারে। সেই বানর-মূর্ত্তি বিক্রয় উপলক্ষে উক্ত চোরের সহিত সাটিরার নিশ্চিতই সাক্ষাৎ হইবে। সেই সময় আমরা, সাটিরাকে গ্রেপ্তার করিবার সুযোগ পাইব। কাতলাটাকে বঁড়শীতে গাঁথিবার জন্য এরূপ চমৎকার টোপ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় কিছুই নাই।"

মেজর বেনটিরন মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে হতবুদ্ধির ন্যায় চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "এখন পর্য্যন্ত আপনার কথার মর্ম বুঝিতে পারি নাই মিঃ ব্লেক! আপনার অভিসন্ধি কি? কি কৌশলে আপনি কৃতকার্য্য হইবেন, তাহা আমাকে খুলিয়া বলুন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আরও খুলিয়া বলিতে হইবে? বেশ, খুলিয়াই বলিতেছি। আশা করি আমার অভিসন্ধি ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিয়াছেন,—যদিও তিনি নিজেকে আপনার অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান বলিয়া স্বীকার করিতে সম্মত হইবেন না। আমি এ পর্য্যন্ত যাহা বলিলাম—তাহা এই চৌর্য্য-ব্যাপারের বাহিরের অঙ্গ মাত্র, অর্থাৎ সংবাদপত্র সমূহের মারফৎ জনসাধারণ এবং সাটিরা যতটুকু সংবাদ জানিতে পারিবে; কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, সেই বানর-মূর্ত্তি আপনি আমার হস্তেই প্রদান করিবেন, আমি তাহা আমার বাড়ীতে লইয়া যাইব।—তবে এ কথা বাহিরের কোন লোক জানিতে পারিবে না। কিছুকাল পরে আপনি প্রচার করিবেন—বিগ্রহ-মূর্ত্তি

ব্যাংক গচ্ছিত রাখিবার জন্য যখন কোন সুদক্ষ কর্ম্মচারীর হস্তে প্রদত্ত হইয়াছিল, সেই সময় পথিমধ্যে তাহা তস্কর কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে। প্রকাশ্ত দিবালোকে কোনও সাহসী ও সতর্ক ডিটেক্টিভ কর্মচারীর নিকট হইতে তাহা অপহরণ করিতে পারে এরূপ তস্কর লণ্ডনে কেবল একজন আছে, সে ডাক্তার সাটিরা। সে এই বানর-মূর্ত্তি হস্তগত করিবার উদ্দেশ্যেই লণ্ডনে আসিয়াছে; সুতরাং চোর যে ডাক্তার সাটিরা ভিন্ন অন্য কেহ নহে, এ কথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারিবেন। সংবাদপত্রে এই সংবাদ প্রকাশিত হইলেই সাটিরা জানিতে পারিবে মূর্ত্তিটি চুরী গিয়াছে: সুতরাং সে তাহা চোরের নিকট হইতে অবিলম্বে সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা করিবে।”

এই ব্যবস্থায় কি উপায়ে সাটিরার সন্ধান পাওয়া যাইবে, এবং মিঃ ব্লেক কি কৌশলে তাহাকে গ্রেপ্তার করিবেন, ডেপুটী কমিশনর মেজর বেনটিরনকে তাহা তিনি অল্প কথায় বুঝাইয়া দিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া মেজর বেনটিরন ও তাঁহার সহযোগী ইন্স্পেক্টরগণ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন, তাঁহারা স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন।

ডেপুটী কমিশনর দুই এক মিনিট চিন্তা করিয়া বলিলেন, “কিন্তু মিঃ ব্লেক, আপনি যে কিরূপ বিপজ্জনক দায়িত্বভার স্কন্ধে লইতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? এই কার্য্যে মহামূল্য বানর-মূর্ত্তিটি আপনি রক্ষা করিতে পারিবেন কি না সন্দেহের বিষয়; এমন কি, এই চেষ্টায় আপনার জীবনও বিপন্ন হইবে। আপনি সেই শয়তানের কবল হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারিবেন—তাহার সম্ভাবনা নিতান্ত অল্প। বিশেষতঃ, হোম-সেক্রেটারী এরূপ চাতুরীপূর্ণ ষড়যন্ত্রের সমর্থন করিবেন বলিয়াও মনে হয় না, এবং তাঁহার আদেশ ভিন্ন আমি নিজের দায়িত্বে সেই মহামূল্য বানর-মূর্ত্তি হস্তান্তরিত করিতে সাহস করি না।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কোন সাধারণ দস্যু-তস্করকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য হোম-সেক্রেটারী এই কার্য্যের সমর্থন করিতেন না; কিন্তু সাটিরা সাধারণ দস্যু নহে। দেশের শান্তি রক্ষার জন্য, জনসাধারণের ত্রাস ও দুশ্চিন্তা দূর

করিবার নিমিত্ত বিশেষতঃ সার হেনরীর প্রাণরক্ষার উদ্দেশ্যে হোম-সেক্রেটারী নিশ্চয়ই আমার প্রস্তাবের সমর্থন করিবেন। সাটিরাকে যে কোন উপায়ে হউক গ্রেপ্তার করিতেই হইবে; কিন্তু এই কৌশল অবলম্বন না করিলে তাহাকে গ্রেপ্তার করা আপনাদের অসাধ্য, এবং তাহাকে তাড়াতাড়ি গ্রেপ্তার করিতে না পারিলে সার হেনরীর প্রাণরক্ষার আশা নাই। এ সকল কথা জানিয়াও তিনি আমার সঙ্কল্পে বাধা দিবেন—ইহা বিশ্বাসের অযোগ্য। আমি স্বীকার করি—এই চেষ্টায় আমার জীবন বিপন্ন হইবার আশঙ্কা আছে, মহামূল্য মূর্ত্তিটির পুনরুদ্ধারের সাধ্য না হইতেও পারে—তথাপি এই দায়িত্ব-ভার আমাকে গ্রহণ করিতেই হইবে; অন্য কোন পন্থা বর্ত্তমান নাই।—আপনি অবিলম্বে হোম-সেক্রেটারীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার সম্মতি গ্রহণ করুন। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সকল ব্যাপারের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া যাইবে।”

এই সকল আলোচনা শেষ হইবার একঘণ্টা পরে মিঃ ব্লেক স্মিথকে সঙ্গে লইয়া স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন; তিনি বাদামী রঙের প্যাকিং-কাগজের একটি মোড়ক বগলে পুরিয়া যখন স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড ত্যাগ করেন, তখন বাহিরের কোন লোকের বুঝিবার সাধ্য ছিল না—সেই মোড়কে পঞ্চলক্ষাধিক পাউণ্ড মূল্যের একটি সামগ্রী সংগুপ্ত ছিল। ডেপুটী কমিশনর হোম-সেক্রেটারীর সম্মতিক্রমে রত্নখচিত মারুতি-মূর্ত্তি তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। মিঃ ব্লেক নিতান্ত সাধারণ দ্রব্যের ন্যায় সেই পার্শেলটি লইয়া আসিলেন। সেই মারুতি-মূর্ত্তি টোপ-স্বরূপ ব্যবহার করিয়া সাটিরা-কাতলাকে বঁড়শীতে গাঁথিতে পারিবেন, এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন।

মিঃ ব্লেকের অসীম সাহস। তিনি সেই মহামূল্য পার্শেলটি সঙ্গে লইয়া সোজা বাড়ী না আসিয়া চেয়ারিং-ক্রশ অভিমুখে চলিলেন। চেয়ারিং-ক্রশ-রোডের অদূরবর্ত্তী একটি সঙ্কীর্ণ পথে প্রবেশ করিয়া তিনি ট্যাক্সি হইতে নামিলেন, এবং স্মিথকে সঙ্গে লইয়া সেই গলির ধারে অবস্থিত একখানি ক্ষুদ্র দোকানে প্রবেশ করিলেন। এই দোকানখানি তামাকের দোকান, (tobacconist's Shop) এতদ্ভিন্ন সেই দোকানে খবরের কাগজও বিক্রয় হইত।

মিঃ ব্লেক দোকানীকে আহ্বান করিবামাত্র দোকানের পাশের একটি কুঠুরী হইতে একটি লোক বাহির হইয়া আসিল। লোকটি খর্ব্বকায়, তাহার মাথা-ভরা টাক; চক্ষুদুটি ক্ষুদ্র, দৃষ্টি সন্দিগ্ধ; গোঁফ-বর্জ্জিত মুখ ধূর্ত্ততা-মাখা। কিন্তু তাহার অঙ্গের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাহার উভয় হস্তই অঙ্গুলী-বর্জ্জিত। কোন হাতেই থাবার আধখানা ছিল না! সে পাইপ টানিতেছিল।

আগন্তুক মিঃ ব্লেককে দেখিয়া খুসী হইয়া বলিল, "গুড্ মর্ণিং মিষ্টার ব্লেক! অনেক দিন পরে আপনাকে দেখিতেছি; কোন একটা দরকার না থাকিলে আপনি এই গরীবের দোকানে আসিতেন—এ কথা বিশ্বাস করি না। জানি না এই অধম আপনার কি কাজে লাগিবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, অনেক দিন তোমাকে দেখি নাই বসি! কেমন আছ, কাজ কর্ম্ম কেমন চলিতেছে—তাহা জানিতে আসিলাম। তোমার মত অনুগত লোককে কি আমি বেশী দিন না দেখিয়া থাকিতে পারি?"

দোকানদার বসি ব্রিগ্‌স মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া দাঁত বাহির করিয়া হাসিল, এবং বলিল, "ওখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন কেন? আসুন, ভিতরে আসিয়া বসুন।"

বসি ব্রিগ্‌স এক সময় লণ্ডনের একজন প্রধান গাঁটকাটা ও চতুর তস্কর ছিল। সে লণ্ডনের নামজাদা দস্যু মাত্রকেই চিনিত, এবং তাহাদের হাঁড়ির খবর জানিত; কোন দস্যু তস্করের আড্ডা তাহার অজ্ঞাত ছিল না! তাহাকে লণ্ডনের দস্যু তস্করদের 'গেজেট' বলিল অত্যুক্তি হয় না।

বসি ব্রিগ্‌স কত লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছিল—তাহার সংখ্যা হয় না; কিন্তু তাহার পাপের ভরা পূর্ণ হইয়াছিল। একদিন তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল। সে দিন সে লণ্ডনের একটি রেল-ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে গিয়া একজন যাত্রীর পকেট কাটিতে উদ্যত হইয়াছিল; সেই সময় হঠাৎ ধরা পড়িয়া যায়। কিন্তু সহজে সে আত্ম-সমর্পণ করিল না। যে তাহাকে ধরিয়াছিল—তাহার হাত ছাড়াইয়া সে পলায়নের চেষ্টা করিল, কিন্তু সম্মুখে পলায়নের পথ রুদ্ধ দেখিয়া,

সে প্ল্যাটফর্ম হইতে লাইনের উপর লাফাইয়া পড়িয়া অন্য দিকে দৌড়াইতে লাগিল। ঠিক সেই সময় একখানি চলন্ত ট্রেন তাহার উপর আসিয়া পড়িল! বসি কোন রকমে সামলাইয়া লইল বটে, কিন্তু সে লাইন পার হইতে গিয়া পড়িয়া গেল; সঙ্গে সঙ্গে তাহার দুই হাতের থাবার উপর দিয়া লৌহরথের চাকা চলিয়া গেল। তাহার উভয় হস্তের আধখানি থাবা টিক্‌টিকির লেজের মত সেই চাকায় কাটিয়া নামিয়া গেল।—সে কিছু দিন ভুগিয়া আরোগ্য লাভ করিল বটে, কিন্তু আঙ্গুলগুলি কাটিয়া যাওয়ায় তাহার উপার্জ্জনের পথ রুদ্ধ হইল। যাহার কোন হাতের আঙ্গুল নাই, তাহার গাঁটকাটার ব্যবসায় অচল: মিঃ ব্লেক তাহাকে চিনিতেন, সে কখন কখন তাঁহার গুপ্তচরের কাজ করিত। বসি অতঃপর সৎপথে থাকিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিবে প্রতিজ্ঞা করায় মিঃ ব্লেক কিছু টাকা দিয়া তাহাকে এই তামাকের দোকানখানি করিয়া দিয়াছিলেন। বসি তস্কর হইলেও অকৃতজ্ঞ নহে, সে মিঃ ব্লেকের এই অনুগ্রহ ভুলিতে পারে নাই।

বসি ব্রিগ্‌স সৎপথে থাকিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল, কিন্তু মিঃ ব্লেক বেশ জানিতেন সে দস্যুতস্করদের সংস্রব ত্যাগ করিতে পারে নাই। লণ্ডনের অনেক দস্যুতস্কর তাহার দোকানে আসিয়া গল্পগুজব করিত, এবং তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য তাহার দোকানে তামাক কিনিত। যে সকল দস্যুতস্কর তাহার দোকানে বসিয়া গল্প করিত—পুলিশ তাহাদের অনেককেই চিনিত বটে, কিন্তু তাহাদিগকে চুরী করিতে না দেখিলে কি করিয়া গ্রেপ্তার করে?

মিঃ ব্লেক ও স্মিথ বসির অনুরোধে তাহার সঙ্গে দোকানের পাশের কুঠুরীতে প্রবেশ করিলেন। সেই নির্জ্জন কক্ষে উপস্থিত হইয়া মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বসি, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব। আমি জানি তোমার মত মহাপাপিষ্ঠ, 'রাস্কেল' ও ধূর্ত্ত চোর লণ্ডনে অল্পই আছে; এই জন্যই আমার বিশ্বাস তুমি আমার প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিতে পারিবে।"

বসি কৃত্রিম ক্রোধ-ভরে বলিল; "আমি রাস্কেল, আমি ধূর্ত্ত চোর? মিঃ ব্লেক, আপনি আমার মানহানি করিতেছেন! আমি আপনার বিরুদ্ধে খেসারতের

দাবি দিয়া নালিশ করিতে পারি ; কিন্তু আপনি আমার উপকারী বন্ধু, আমি নিমকহারামী করব না। আমার মত ধর্ম্মভীরু সাধু লোক লণ্ডনে খুব বেশী নাই। আমি রীতিমত আইন মানিয়া চলি, ও পরের জিনিস লোষ্ট্রবৎ দেখিয়া থাকি ; না দেখিয়া উপায় কি ? থাবাহীন-হাতে তাহা কায়দা করিবার উপায় নাই। কিন্তু সে কথা থাক, আপনি আমার কাছে কি জানিতে চাহেন বলুন।"

মিঃ ব্লেক পকেট হইতে একটি চুরুট বাহির করিয়া বসির হাতে দিয়া বলিলেন; "তোমার একালের সাধুতার কথা ভুলিয়া যাও ; মনে কর তোমার থাবা বজায় আছে, আর যে ব্যবসায়ে তুমি ঝানু—সেই ব্যবসায়ে লিপ্ত আছ।"

বসি মাথা নাড়িয়া বলিল, "যাহার দাঁত পড়িয়া গিয়াছে, তাহার সম্মুখে মাংসের 'রোষ্ট' লইয়া নাড়া-চাড়া করা নিষ্ঠুরতা। সেই নিবানো আগুন আর জ্বালিবেন না মিঃ ব্লেক ! আমি এখন নখদন্তহীন বৃদ্ধ ব্যাঘ্র।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তা বটে ; কিন্তু মনে কর যখন তোমার নখদন্ত ছিল, এবং পরের জিনিস লোষ্ট্রবৎ মনে করিতে না সেই সময় যদি তুমি কোন মহামূল্য অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের কোন দ্রব্য কাহারও নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে, আর পুলিশ তাহা দেখিতে পাইয়া তোমাকে তাড়া করিত, তাহা হইলে পুলিশের কবল হইতে আত্মরক্ষার জন্য তুমি কোথায় আশ্রয় লইতে ? আর সেই মহামূল্য চোরা মালটিরই বা কি উপায়ে সদ্গতি করিতে ?"

বসি মিঃ ব্লেকের প্রশ্নে হঠাৎ গম্ভীর হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিল ; মিঃ ব্লেকের মুখের ভাব দেখিয়া সে বুঝিতে পারিল বৃথা কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি তাহাকে এইকথা জিজ্ঞাসা করেন নাই, বিশেষ কোন কারণে ঐরূপ একটি স্থানের সন্ধান লওয়া তাঁহার প্রয়োজন হইয়াছে। তাঁহার উপকার করিতে তাহার আগ্রহের অভাব ছিল না, এইজন্য সে তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতে আপত্তি করিল না।

কিন্তু সে সোজা উত্তর না দিয়া একটু ঘোরাল রকমের (in a round-about sort of a way) উত্তর দিল।

বসি বলিল, "আমার নিজের ত কোন দিন ঐ রকম দাঁও মারিবার সুযোগ হয় নাই; কিন্তু যদি প্রয়োজন হইত তাহা হইলে এক জনের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, পুলিশ ত দূরের কথা, আপনিও আমার সন্ধান পাইতেন না। আপনার টাইগারকে লইয়া দশ বৎসর খুঁজিলেও আমাকে বাহির করিতে পারিতেন না!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সেই মাতব্বর লোকটি কে? তাহার ঠিকানাটিই বা কি? বল, উহা না জানিলে আমার চলিতেছে না।"

বসি বলিল, "লোকটির নাম জেরি ড্রায়মার। ক্যালিডোনিয়ান রোডে তাহার একখানি পুরাতন মালের দোকান আছে। লোকটা চোরা মালের কারবার করিয়া লক্ষপতি হইয়াছে; কিন্তু পুলিশের সাধ্য নাই, তাহার লেজে হাত দেয়! যদি কোন চোর বিপন্ন হইয়া তাহার আশ্রয় গ্রহণ করে তাহা হইলে কাহার সাধ্য তাহাকে গ্রেপ্তার করে? আর যদি চোরা মাল বিক্রয় করিতে কাহারও ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ তাহা কিনিয়া লইতে প্রস্তুত, তা সেই মালের দাম বিশ পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড হইলেও সে টাকা নাই বলিবে না।"

মিঃ ব্লেক সবিস্ময়ে বলিলেন, "তাহার এত টাকা যে, সে বিশ পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড দামের চোরা মালও কিনিয়া লইতে পারে?"

বসি বলিল, "এ আর তাহার কাছে বেশী কি? আপনি রাজার মাথার মুকুটখানা চুরী করিয়া লইয়া যান না, সে নগদ টাকা দিয়া তাহাই কিনিয়া লইবে। তবে একটা কথা, আপনি তাহার দলের কোন লোকের পরিচিত না হইলে তাহার কাছে গিয়া সুবিধা করিতে পারিবেন না। আপনি যে তাহার দলের কোন লোকের পরিচিত, ইহা তাহাকে জানাইবার উপায় আছে। আপনি তাহার সঙ্গে কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াই আপনার বুড়ো আঙ্গুল দিয়া নাকের ডগা চুলকাইবেন, আর বলিবেন আপনি নাগরদোলায় চড়িতে আসিয়াছেন। তাহা হইলেই ড্রায়মার বুঝিতে পারিবে—আপনি বিপন্ন হইয়া তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে আসিয়াছেন, চোরামালও আপনার কাছে আছে, এবং তাহার কোন বন্ধু লোক আপনাকে তাহার সন্ধান বলিয়া দিয়াছে। কিন্তু আপনার মতলব কি মিষ্টার ব্লেক! আমার কোন পুরাতন বন্ধু কি আপনার আঙ্গুলের ফাঁক দিয়া

পলাইয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছে ? সে কি কাহারও খুব দামী জিনিস লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি যাহার সন্ধানে বাহির হইয়াছি তাহার নাম ডাক্তার সাটিরা। যদি বুঝিতাম তুমি তাহার দলে মিশিয়া কোন রকমে তাহাকে সাহায্য করিতেছ—তাহা হইলে আমি তোমাকে জেলে না পুরিয়া ছাড়িতাম না বসি !"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া বসি ব্রিগ্‌স সভয়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল ; তাহার মুখ শুকাইয়া গেল। সে অস্ফুটস্বরে বলিল, "ডাক্তার সাটিরা? শুনিয়াছি সে ওস্তাদ লোক; পুলিশকে সে জব্দ করিয়াছে, টিক্‌টিকির দল তাহার ভয়ে অস্থির, কখন কাহার মাথা যায় ! আমি সামান্য লোক, তামাক বেচিয়া খাই ; সাটিরার খবরে আমার দরকার কি ? আপনি তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া ভাল করেন নাই মিষ্টার ব্লেক ! আমি যাহার কথা বলিলাম, সে সাটিরার কোন সন্ধান রাখে কি না জানি না ; ইচ্ছা হইলে আপনি সেখানে যাইতে পারেন। কিন্তু তাহার সঙ্গে পরিচয় করিতে হইলে যে কৌশলটি বলিয়া দিলাম তাহা স্মরণ রাখিবেন।"

মিঃ ব্লেক বসি ব্রিগ্‌সের দোকান হইতে বাহির হইয়া স্মিথের সঙ্গে পথে আসিলেন ; তাহার পর ট্যাক্সিতে উঠিয়া বাড়ী ফিরিলেন। তিনি গৃহদ্বারে ট্যাক্সি হইতে নামিয়া দেখিলেন একজন সংবাদপত্র-বিক্রেতা এক রাশি সান্ধ্য দৈনিক বগলে পুরিয়া তাহা ফেরি করিয়া বেড়াইতেছে। সে উচ্চৈঃস্বরে হাঁকিতেছিল, "নূতন খবর ! ভারি জবর ! শয়তান সাটিরা আবার লণ্ডনে এলো, বড় বিষম ব্যাপার হ'লো"—ইত্যাদি।

মিঃ ব্লেক তাহাকে ডাকিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট হইতে একখানি 'ইভনিং নিউজ' কিনিয়া লইলেন। তিনি তাঁহার উপবেশন কক্ষে প্রবেশ করিয়া কাগজখানি খুলিয়া দেখিলেন, তাহাতে সাটিরার লণ্ডনে আগমনের সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, এবং খুর্দ্দানীদের যে হীরক-রত্নভূষিত বানর-মূর্ত্তি স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কোষাগারে আবদ্ধ আছে—তাহা হস্তগত করিবার উদ্দেশ্যেই সাটিরার লণ্ডনে আগমন,—এ কথারও উল্লেখ দেখিতে পাইলেন।

মিঃ ব্লেক ইহা পাঠ করিয়া স্মিথকে বলিলেন, "ঠিক হইয়াছে। মেজর বেনরটিন আমার পরামর্শানুসারে কাজ করিয়া ভালই করিয়াছেন। দেখ স্মিথ, আমার বিশ্বাস, ধূর্ত্ত সাটিরা এবার আর আমার চক্ষুতে ধূলা দিয়া সরিয়া পড়িতে পারিবে না; এবার তাহাকে ঠিক গ্রেপ্তার করিব। কাল এই সময় সাটিরাকে হাজতে পুরিয়া রাখিতে পারা যাইবে, এরূপ আশা করা বোধ হয় অন্যায় হইবে না। সেই হীরক-খচিত বানর-মূর্ত্তিটি পথিমধ্যে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ইন্‌স্পেক্টরের নিকট হইতে অপহৃত হইয়াছে—এই সংবাদ প্রকাশিত হইলেই আমি কাজে বাহির হইতে পারি। সন্ধ্যা ছয়টার পূর্ব্বেই ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স আমার বাড়ীর কাছে আসিয়া আমার প্রতীক্ষা করিবে। ইতিমধ্যে সান্ধ্য দৈনিকগুলির আর একটি সংস্করণ বাহির হইলেই আমি গৃহত্যাগ করিব। বানর-মূর্ত্তি অপহরণের সংবাদ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে আমার বাহিরে যাওয়া সঙ্গত হইবে না।"

সন্ধ্যা ছটা বাজিল। তাহার প্রায় দশ মিনিট পরে আর একজন সংবাদপত্র-বিক্রেতা কাগজের বাণ্ডিল বগলে লইয়া বেকার ষ্ট্রীট দিয়া দৌড়াইতে আরম্ভ করিল; তাহার ঘোষণা শুনিয়া অনেক নরনারী তাহার নিকট হইতে কাগজ কিনিয়া পাঠ করিতে লাগিল। অধিকাংশ পথিক তাহার নিকট কাগজ কিনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। সে কাগজ বিক্রয় করিতে করিতে হাঁকিতে-ছিল; "এক্সট্রা স্পেশাল! (অতিরিক্ত বিশেষ-সংস্করণ।) দিনের বেলা পথের মাঝে ভয়ঙ্কর রাহাজানী! ভীষণ কাণ্ড! স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের টিক্‌টিকির হাত থেকে জহরতের বানর ছিনিয়ে নিয়ে চোরের চম্পট দান! কত বড় বাহাদুর চোর!—এ চোর সাটিরা! এক্সট্রা স্পেসাল! (Extra speshul!)"

প্রায় দশ মিনিট পরে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মিঃ ব্লেকের বহির্দ্বারে আসিয়া রুদ্ধদ্বার গুঁতাইতে আরম্ভ করিলেন। তখন লণ্ডনের হাটে পথে, ক্লাবে, দোকানে সকল স্থানে এই অদ্ভুত চুরীর সংবাদ লইয়া নগরবাসীগণের মধ্যে মহা আন্দোলন ও কোলাহল আরম্ভ হইয়াছিল।

মিঃ ব্লেক স্মিথকে বলিলেন, "সমস্তই প্রস্তুত স্মিথ!—ফাঁদ পাতা হইয়াছে, সাটিরা এই ফাঁদে পড়িবে কি না শীঘ্রই জানিতে পারিবে।"

দশম পর্ব্ব

ডাক্তারের হাতে দড়ি

সন্ধ্যার অন্ধকার তখন গাঢ় হইয়া আসিয়াছিল। কালিডোনিয়ান রোড তখন দীপমালায় বিভূষিত। উত্তর লণ্ডনের এই পথটি দস্যু-তস্করগণের একটি প্রধান আড্ডা। এই পথে অনেক পথিককে দস্যু-কবলে পড়িয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছে; সন্ধ্যার পর লণ্ডনের এই পথে কেহই নিরাপদ নহে। এ পর্যন্ত দস্যু তস্কর এই পথে ধরা পড়িয়া কারাগারে প্রেরিত হইয়াছে; কিন্তু এ অঞ্চলে দস্যু বাট্-পাড়ের অত্যাচার এখনও প্রশমিত হয় নাই।

বিশেষতঃ সেই সন্ধ্যাটিও তেমন রমণীয় ছিল না। তখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছিল; তাহার উপর কুজ্ঝটিকারাশি এরূপ নিবিড় ভাবে চতুর্দ্দিকে সঞ্চিত হইতেছিল যে, পথের এক ধার হইতে অন্য ধারের কোন বস্তু দেখিবার উপায় ছিল না। তক্তাদ্বারা আবৃত, বৃষ্টিধারা-সিক্ত রথ দিয়া যাইতে যাইতে অনেক ঘোড়ার পদস্খলন হইতেছিল, এবং কোন দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে এই আশঙ্কায় ট্রামের গাড়ী হইতে ঘন-ঘন ঘণ্টাধ্বনি (warning gongs) উত্থিত হইতেছিল।

সেই পথ দিয়া সেই দিন সায়ংকালে যে সকল পথিক তাহাদের গন্তব্য স্থানে যাইতেছিল—তাহাদের মধ্যে একজন দীর্ঘদেহ পথিক এভাবে পথে চলিতেছিলেন যে, সহসা তাঁহার প্রতি কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা ছিল না। একটি সুদীর্ঘ বর্ষাতি (rain-coat) দ্বারা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত। মাথায় ছত্রিওয়ালা লম্বা টুপি। হাতে দস্তানা। তাঁহার একহাতে কৃত্রিম চর্ম্মাবৃত (imitation leather) অল্প মূল্যের একটি 'এটাচি কেস' ঝুলিতেছিল। —লোকটিকে যে দেখিত তাহারই মনে হইত তিনি ভদ্রবেশী ফেরিওয়ালা;

'এটাচি কেসে পণ্যদ্রব্য লইয়া গৃহস্থগণের বাড়ী বাড়ী তাহা বিক্রয় করাই তাঁহার পেশা।

এই পথিকটির চক্ষু সোনা-বাঁধানা চসমা দ্বারা আবৃত। গণ্ডদ্বয় সুপুষ্ট ও লোহিতাভ, গোঁফ জোড়াটি সুবিন্যস্ত, এবং তাহার অগ্রভাগ মোম দিয়া পাকাইয়া সুচল করা।—তিনি চলিতে চলিতে পথিপ্রান্তবর্ত্তী দোকানগুলির জানালা সন্নিবিষ্ট আরসীতে নিজের মুখের প্রতিবিম্ব নিরীক্ষণ করিতেছিলেন; এবং তাহা দেখিয়া তাঁহার মনে এই আত্মপ্রসাদ হইতেছিল যে ছদ্মবেশে কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারিবে না।

এই ছদ্মবেশধারী পথিকই মিঃ রবার্ট ব্লেক। তাঁহার ছদ্মবেশটি যাহাতে নিখুঁত হয়—এজন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। ছদ্মবেশ-ধারণে ডাক্তার সাটিরার অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। তাঁহার ছদ্মবেশে কোন খুঁত থাকিলে তাহা ডাক্তার সাটিরার দৃষ্টি অতিক্রম করিবে না, হয়ত তাঁহাকে ধরা পড়িতে হইবে, এবং তাঁহার সকল চেষ্টা বিফল হইবে—এই আশঙ্কায় তিনি যথাসাধ্য নিখুঁত ভাবে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ, তিনি যখন ছদ্মবেশে তাঁহার খিড়কি দিয়া সংগোপনে পথে বাহির হইয়াছিলেন—সেই সময় মিসেস্ বার্ডেল যদি হঠাৎ তাঁহাকে দেখিতে পাইত তাহা হইলে তিনিই তাহার মনিব মিঃ ব্লেক—ইহা সে বিশ্বাস করিত না; তাঁহার চেহারার এতই পরিবর্ত্তন হইয়াছিল।

মিঃ ব্লেক বুঝিয়াছিলেন, তিনি পথে বাহির হইবামাত্র ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স দূরে থাকিয়া তাঁহার অনুসরণ করিবেন। তিনি মুহূর্ত্তের জন্য ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিবেন না—ইহা জানিয়াও এক একবার পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন; কিন্তু তিনি কাহাকেও তাঁহার অনুসরণ করিতে দেখিলেন না। যে পথ দিয়া ব্লেকের যাইবার কথা—সেই পথের নানাস্থানে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সতর্ক কর্ম্মচারীরা লুকাইয়া থাকিয়া তাঁহার গতি লক্ষ্য করিতেছিলেন। তাঁহাকে হঠাৎ বিপন্ন হইতে না হয়—সে জন্য তাঁহারা সশস্ত্র ছিলেন; কিন্তু কাহারা তাঁহার উপর লক্ষ্য রাখিয়াছে—তাহা তিনিও জানিতেন না। তাঁহাদের কেহ হয়ত ধোওয়া কাপড়ের একটা পুঁটলী বগলে লইয়া বৃদ্ধার ছদ্মবেশে কোন দোকানের

জানালার বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিলেন, কেহ বা সৈনিকের বেশে একখানি বেত হাতে লইয়া চুরুট ফুঁকিতে ফুঁকিতে সান্ধ্য-ভ্রমণরত পথিকের মত তাঁহার পাশ দিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন।

মিঃ ব্লেক সেই দিন সায়ংকালে যে কার্য্যের ভার লইয়াছিলেন, সেরূপ বিপজ্জনক কঠিন কার্য্যে তিনি পূর্ব্বে কোন দিন প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বলিয়া স্মরণ করিতে পারিলেন না। তিনি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া অবশেষে একজন বন্দকওয়ালার একটি বৃহৎ দোকানের (a big pawn-broker's shop) সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। এই দোকানখানি একটি গলিপথের মোড়ের উপর অবস্থিত। দোকানের জানালার শার্শির ভিতর দিয়া বহুবিধ বন্দকী সামগ্রী দেখা যাইতেছিল। কোথাও নানা প্রকার হীরা জহরতের অলঙ্কার, কোন দিকে নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র, কোন জানালায় ক্যামেরা, দূরবীণ, গ্রামোফোন; কোথাও মিস্ত্রীদের ব্যবহার্য্য অস্ত্রাদি। একটা জানালায় নানারকম পরিধেয় বস্ত্র; পুরাতন কোট, শাল, সার্ট, এবং ছোট বড় নানা আকারের জুতা ও টুপি।

মিঃ ব্লেক পথের চারিদিকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দোকানে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র একটি যুবক কর্ম্মচারী তাঁহার সম্মুখে আসিয়া তাঁহার হাতের সেই এটাচি কেসটির দিকে কটাক্ষপাত করিল; তাঁহার পর নিম্নস্বরে তাঁহাকে বলিল, "কি চাই আপনার?"

মিঃ ব্লেক কণ্ঠস্বর বিকৃত করিয়া ধরা-ধরা আওয়াজে বলিলেন, "মিঃ ড্রায়মারের সঙ্গে দেখা করিতে চাই, তাঁহারই কাছে আমার একটু কাজ আছে।"

তাঁহার কথা শেষ হইবামাত্র মিঃ জেরি ড্রায়মার পাশের একটি দরজা দিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। লোকটি খর্ব্বকায়, মাথায় প্রকাণ্ড টাক, চক্ষুদুটি ক্ষুদ্র, চক্ষুতারকা কৃষ্ণবর্ণ, জোনাকী পোকার আলোর মত তাহা মিট্-মিট্ করিতেছিল। লোকটির নাকই মুখের মধ্যে সর্ব্ব-প্রধান দর্শনীয় বস্তু; তাহার মুখের গঠনের তুলনায় নাকটি তিনগুণ বড়! সুতরাং মুখের সহিত নাকের বিন্দুমাত্র সামঞ্জস্য ছিল না। তাহার পরিধানে একটি লম্বা কোট। দুই হাতের অধিকাংশ অঙ্গুলীতে হীরার অঙ্গুরী। অঙ্গুরীগুলি তাহার অর্থ-গৌরবের নিদর্শন।

ড্রায়মার সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া খন্‌খনে আওয়াজে বলিল, "আমার কাছে আপনার কি প্রয়োজন ?" তাহার পর তাঁহার হাতের এটাচি কেসটির দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনি কিছু বন্দক রাখিয়া টাকা ধার করিতে আসিয়াছেন বোধ হয় ?"

মিঃ ব্লেক কোনরূপ ভূমিকা না করিয়া বলিলেন, "আমার প্রয়োজন তাহা অপেক্ষাও অধিক।" তাহার পর তাঁহার পুরাতন ঘাগী (the old lag) বসি ব্রিগ্‌স তাঁহাকে যে ইঙ্গিতের কথা বলিয়াছিল—সেই ইঙ্গিত অনুসারে বুড়া আঙ্গুল দিয়া নাকের ডগা চুলকাইয়া বলিলেন, "আমি এখানে নাগরদোলায় চড়িতে আসিয়াছি।"

তাঁহার এই ইঙ্গিতে ও কথায় যে ফল হইল—তাহা বড়ই অদ্ভুত ! জেরি ড্রায়মার তৎক্ষণাৎ এক চক্ষু মুদিত করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "বুঝিয়াছি; আপনি রাস্তায় নামিয়া ঐ মুড়ায় আমার দোকানের যে শেষ দরজা দেখিতে পাইবেন, সেই দরজা দিয়া ভিতরে আসুন।"

মিঃ ব্লেক তাঁহার এটাচি কেসটি হাতে লইয়া দোকান হইতে নামিলেন, এবং পথ দিয়া কয়েক গজ অগ্রসর হইয়া সেই দোকানের প্রান্তস্থিত দরজাটি খোলা দেখিতে পাইলেন। তিনি সেই দরজা দিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া নিবিড় অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইলেন না ; কোন্ দিকে যাইবেন দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া তাহাই ভাবিতেছেন—এমন সময় জেরি ড্রায়মার খপ্‌ করিয়া তাঁহার বাহুমূল চাপিয়া-ধরিয়া সেই অন্ধকারের ভিতর দিয়া তাঁহাকে টানিয়া লইয়া চলিল। তিনি তাহার সঙ্গে কয়েক গজ গিয়া একটি আলোকিত প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। সেই প্রকোষ্ঠটি ক্ষুদ্র ; কিন্তু তাহার চারিদিকে ছয় সাতটি প্রকাণ্ড লোহার সিন্দুক ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্য দেখিতে পাইলেন না। আসবাবের মধ্যে সেই কক্ষের মধ্যস্থলে একখানি অনতিবৃহৎ টেবিল, ও এক জোড়া 'বেণ্টউড' চেয়ার ছিল।

মিঃ ব্লেক জেরি ড্রায়মারের ইঙ্গিতে একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। ড্রায়মার অন্য চেয়ারে বসিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল, যেন সে তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্থল পর্যন্ত দেখিবার চেষ্টা করিল ; কিন্তু মিঃ ব্লেক তাহার সেই

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিপাতে বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত হইলেন না। তাঁহার মুখভাবের কোন পরিবর্তন হইল না।

জেরি ড্রায়মার অতঃপর তাঁহার এটাচি কেসের দিকে চাহিয়া বলিল, "ধরা পড়িবার ভয়ে পলাইয়া আসিয়াছ। দাঁওটা মারিয়া উহা হজম করিবার জন্য একটু আশ্রয় চাও?—পুলিশ কি তোমাকে তাড়া করিয়াছিল?"

মিঃ ব্লেক মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না, আমি কাজ গুছাইয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িয়াছি। পুলিশ আমার সন্ধান পায় নাই; কিন্তু যদি হঠাৎ তাহাদের নজরে পড়িয়া যাই, তাহা হইলে সামলাইতে পারিব না এই ভয়ে এখানে পলাইয়া আসিয়াছি। কিছুকাল তোমার আশ্রয়ে লুকাইয়া থাকিতে চাই।"

জেরি ড্রায়মার সহজ স্বরে বলিল, "তাহার কোন অসুবিধা হইবে না; কিন্তু এ জন্য আমি পঞ্চাশ পাউণ্ড ঘর-ভাড়া লইব। তবে যদি তুমি পুলিশের হাতে ধরা পড়িবার ভয়ে এদেশ হইতে গোপনে পলায়ন করিতে চাও—তাহারও ব্যবস্থা করিতে পারি; কিন্তু সেজন্য তোমাকে অনেক বেশী টাকা জমা দিতে হইবে। তাহা হইলে তোমাকে বেমালুম সাগর-পারে চালান করিয়া দিব। তুমি কাহার সুপারিসে এখানে আসিয়াছ—সে কথা আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিব না, কারণ তুমি আশ্রয় লাভের আশায় যে ইঙ্গিত করিয়াছ—তাহাতেই বুঝিতে পারিয়াছি, আমার দলেরই কোন লোক তোমাকে এখানে পাঠাইয়া দিয়াছে। সে কে, তাহা আমার জানা নিষ্প্রয়োজন।"

মিঃ ব্লেক জেরি ড্রায়মারকে খুসী করিবার জন্য বলিলেন, "পঞ্চাশ পাউণ্ড কি বলিতেছ? পঞ্চাশ পাউণ্ড ত তুচ্ছ, বিপদে আশ্রয় লাভের জন্য আমি তোমাকে পাঁচশত পাউণ্ড দিতেও আপত্তি করিতাম না; কারণ আজ আমি যে দাঁও মারিয়াছি তাহার মূল্য উহার পঞ্চাশগুণ অপেক্ষাও অনেক বেশী!"

লোভে ও কৌতূহলে ড্রায়মারের ক্ষুদ্র চক্ষু দুটি ধবক্-ধবক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সে পুনর্ব্বার লুব্ধ দৃষ্টিতে সেই নগণ্য এটাচি কেসটির দিকে চাহিয়া পকেট হইতে এক থোকা চাবি বাহির করিল; এবং সেই কক্ষের দেওয়াল-সংলগ্ন ছয় ফুট উচ্চ একটি লোহার সিন্দুকের ডালা একটি চাবি দিয়া খুলিয়া

ফেলিল। মিঃ ব্লেক দেখিলেন—সিন্দুকটি খালি, তাহার ভিতর কোন জিনিস নাই। ড্রায়মার সেই সিন্দুকে প্রবেশ করিল, এবং সিন্দুকের পশ্চাতের ডালায় আর একটা চাবি লাগাইয়া চাবিটা ঘুরাইবামাত্র—সেই দিকের ডালাও খুলিয়া গেল! তখন সে মিঃ ব্লেককে তাহার অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিল।

মিঃ ব্লেক দেখিলেন সিন্দুকের সেই পশ্চাতের ডালা একটি ভূগর্ভস্থ কক্ষের দ্বার। সেই দ্বার দিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতেই তিনি ভূগর্ভে প্রবেশের সোপান-শ্রেণী দেখিতে পাইলেন। সেই সোপান-শ্রেণীর সাহায্যে তিনি একটি ক্ষুদ্র কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সেই কক্ষে আসবাবপত্রের বাহুল্য না থাকিলেও লোহার খাটিয়ায় একটি শয্যা প্রসারিত ছিল, এবং তাহার অদূরে একখানি টেবিল ও দুইখানি চেয়ার ছিল। সেই কক্ষের অন্য কোন দ্বার বা জানালা ছিল না। মাথার উপর একখানি বৈদ্যুতিক পাখা বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতেছিল, এবং দেওয়ালের উর্দ্ধে বায়ু-প্রবেশের উপযোগী একটি গবাক্ষ ছিল।

ড্রায়মার মিঃ ব্লেকের একখানি চেয়ারে বসাইয়া বলিল, "তুমি এখানে নির্ভয়ে বাস করিতে পার। পৃথিবীর যেখানে যত পুলিশ আছে তাহারা সকলে মিলিয়া সারা-জীবন চেষ্টা করিলেও আমার এই পাতাল ঘরের সন্ধান পাইবে না। আমি এই ঘরে তোমার মত কত চোরকে লুকিয়ে রাখিয়াছি, স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের টিকটিকির দল সারা-লণ্ডন খুঁজিয়াও তাহাদের সন্ধান পায় নাই। অতগুলা টাকা কি কেহ অকারণে দিয়া যায়? আমার এই দুর্গম দুর্গ পুলিশের এলাকার বাহিরে। হি—হি।"

মিঃ ব্লেক তাহার কথা অবিশ্বাস করিবার কারণ দেখিলেন না। লণ্ডনে পলাতক দস্যু তস্করদের লুকাইয়া থাকিবার জন্য যে এরূপ নিভৃত আশ্রয় আছে, এতকাল গোয়েন্দাগিরি করিয়াও তিনি তাহা জানিতে পারেন নাই; পুলিশেরও ইহা ধারণার অতীত। লোহার আলমারির ভিতর দিয়া বহির্জ্জগতের সহিত সম্বন্ধবর্জ্জিত পাতাল-ঘরে প্রবেশ করিতে পারা যায়, না দেখিলে ইহা কে বিশ্বাস করিতে পারে?

জেরি ড্রায়মার মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি আমাকে স্বেচ্ছায়

তোমার পরিচয় না দিলে আমি তাহা জানিতে চাহি না; কারণ আমার পীড়াপীড়িতে তুমি যে পরিচয় দিবে—তাহা যে তোমার প্রকৃত পরিচয় ইহা জানিবার কোন উপায় নাই; এইজন্য আমি তোমাকে সে সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিব না। বিশেষতঃ, তোমার নাম জন, কি পল, কি স্যামুয়েল, তাহা জানিয়া আমার কি লাভ? বিনা লাভে আমি কোন কাজ করি না। তুমি আমার অতিথি, সুতরাং তোমার সুখস্বচ্ছন্দতার প্রতি আমার লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। বোধ হয় তুমি পিপাসার্ত্ত হইয়াছ; আমি তোমার শ্রম লাঘবের ব্যবস্থা করিতেছি।"

সে একটি 'কাবোর্ড' খুলিয়া হুইস্কির একটা বোতল, এক বোতল সোডা ও দুটি গ্লাস বাহির করিল; এবং তাহা মিঃ ব্লেকের সম্মুখস্থ টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল, "এখন কাজের কথা বলি শোন। যদি তুমি দাঁও মারিয়া থাক, তাহা হইলে চোরা মালটার একটা গতি করিতে হইবে ত? যদি তুমি নিজের চেষ্টায় তাহা সামাল দিতে না পার তাহা হইলে আমি এ বিষয়েও তোমাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু তাহা অনায়াসে আমার নিকট বিক্রয় করিয়া নগদ টাকা লইয়া যাইতে পার। যদি পুলিশ তোমাকে সন্দেহ করিয়া থাকে—তাহাতেই বা তোমার ভয় কি? টাকাগুলা পকেটে ফেলিয়া পুলিশের সম্মুখ দিয়া বুক ফুলাইয়া চলিয়া যাইতে পার। তোমার মত বিপন্ন ব্যক্তির চোরা মাল সামাল দেওয়ার জন্যই আমি এখানে দোকান খুলিয়া বসিয়াছি। আমার নগদ কারবার। আমার আশ্রয়ে আসিয়াছ বলিয়াই যে আমি তোমাকে ফাঁকি দিব, আমাকে সেরূপ ইতর মনে করিও না। আমার এখানে তুমি যে দাম পাইবে, সেরূপ মূল্য আর কোথাও পাইবে না; এইরূপ সততার জন্যই ত আমার এত পসার। যে যেরূপ জিনিস আনে—সে সেইরূপ মূল্য পায়, তুমি কি জিনিস আনিয়াছ? জুয়েলারী?"

মিঃ ব্লেক গ্লাসে হুইস্কি ও সোডা ঢালিয়া দুই এক চুমুক পান করিলেন, তাহার পর বোতলটা জেরি ড্রায়মারের সম্মুখে সরাইয়া দিয়া কিঞ্চিৎ অবজ্ঞাভরে বলিলেন, "আমার সঙ্গে কারবার করিতে তোমার আগ্রহ হইয়াছে? বল কি?

আমি যে মাল লইয়া আসিয়াছি তাহা কিনিতে পার এত টাকা তোমার ঘরে থাকিলে তোমার সঙ্গে কারবার করিতে আমার আপত্তি ছিল না; কিন্তু তত টাকা তুমি কোথায় পাইবে? আমি অল্প মূল্যের 'জুয়েলারী' স্পর্শ করি না। আমি যাহা আনিয়াছি—তাহা লণ্ডনের কোন জহরতের দোকানে নাই; তত মূল্যবান সামগ্রী রাখিতে পারে এত টাকাও কোন জহরীর নাই।"

জেরি ড্রায়মার এক চুমুকে গ্লাস খালি করিয়া মুখ বাঁকাইয়া বলিল, "আমার কাছে ও সকল বাজে দোকানদারী রাখিয়া দাও হে দোস্ত! ও রকম লম্বা লম্বা কথা অনেক মিঞার কাছেই শোনা গিয়াছে; তোমার কাছেই আজ ও কথা নূতন শুনিতেছি না। যদি তুমি ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক (Bank of England) লুঠ করিয়া তাহা তোমার ঐ তিন পয়সা দামের চোর-ব্যাগে ভরিয়া আনিয়া থাক—তাহা হইলে তাহাও উপযুক্ত মূল্যে কিনিয়া লইতে পারি—এ শক্তি আমার আছে। ওসব কথা থাক, তুমি কি অমূল্য রত্ন আনিয়াছ—তাহা বাহির করিয়া ঐ টেবিলে রাখ। কি লইয়া তোমার এত জাঁক—তা একবার দেখাই যাক।"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "দেখাইতেছি; কিন্তু শেষে তোমার মূর্চ্ছা না হয়!"—তিনি তাঁহার এটাচি কেসটা টেবিলের উপর রাখিয়াছিলেন, তাহা তাচ্ছিল্যভরে টানিয়া আনিয়া চাবি দিয়া তাহা খুলিয়া ফেলিলেন, তাহার পর খবরের কাগজ-মোড়া একটা পুলিন্দা বাহির করিলেন। তিনি খবরের কাগজের সেই মোড়ক খুলিয়া ফেলিলে সাময় চামড়ার (chamois leather) একটি আবরণ বাহির হইল। সেই আবরণের ভিতর পূর্ব্বকথিত হীরকরত্ন-খচিত মারুতি-মূর্ত্তি সযত্নে সংরক্ষিত হইয়াছিল। মিঃ ব্লেক সেই মূর্ত্তি বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিলেন, এবং তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ড্রায়মারের মুখের দিকে চাহিলেন।

তিনি দেখিলেন—সেই মারুতি-মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া জেরি ড্রায়মারের দুই চক্ষু কপালে উঠিয়াছে, তাহার মুখ মৃতের মুখের ন্যায় বিবর্ণ; সে তখন হাঁপাইতেছিল, যেন মুহূর্ত্তমধ্যে সে মূর্চ্ছিত হইবে! তাহার সমগ্র দেহ অসাড়

হইয়া পড়িয়াছিল।—সে বাহ্যজ্ঞানরহিত হইয়া নির্নিমেষ নেত্রে সেই মারুতি-মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিল। তখন তাহার কথা কহিবার শক্তি বিলুপ্ত হইয়াছিল।

কয়েক মিনিট পরে জেরি ড্রায়মার আত্মসম্বরণ করিয়া অস্ফুট-স্বরে বলিল, "কি আশ্চর্য্য! এ যে খুর্দ্দানের সেই হীরকরত্নখচিত বানর-মূর্ত্তি! আজই স্কট্ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের টিক্‌টিকির হাত হইতে এই মূর্ত্তি চুরি গিয়াছে—এ সংবাদ কিছুকাল পূর্ব্বে খবরের কাগজে পড়িয়াছি। এ কাজ যে তোমারই—তাহা বুঝিতে পারি নাই।"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "সেই জন্যই তুমি বোধ হয় এতদূর বিস্মিত হইয়াছ। সংবাদটা খবরের কাগজে পড়িয়া সকল কথাই জানিতে পারিয়াছ, তাহা হইলে আমার আর নূতন কিছু বলিবার নাই। এখন কাজের কথা বল। জিনিসটি কিরূপ মূল্যবান—তাহা তুমি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছ।"

জেরি ড্রায়মার হঠাৎ কোন কথা না বলিয়া পকেট হইতে অণুবীক্ষণের মত একটি যন্ত্র বাহির করিল; জহরীরা এই যন্ত্রের সাহায্যে হীরক জহরত প্রভৃতি পরীক্ষা করে।—সে সেই মারুতি-মূর্ত্তি সতর্কভাবে হাতে লইয়া সেই যন্ত্রদ্বারা হীরকরত্নগুলি পরীক্ষা করিতে লাগিল। লোভ ও উত্তেজনায় তাহার হাত কাঁপিতে লাগিল। সে কয়েক মিনিট নিস্তব্ধভাবে রত্নগুলি পরীক্ষার পর মূর্ত্তিটি টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিয়া মিঃ ব্লেককে বলিল, "হাঁ, ইহা খুর্দ্দানের সেই রত্নখচিত বানর-মূর্ত্তিই বটে! তুমি ত সাধারণ লোক নও হে বাপু! কে তুমি? কি উপায়ে ইহা হস্তগত করিলে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি ত খবরের কাগজেই এই রাহাজানির কথা পড়িয়াছ, আবার ওসকল কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? আমার কাছে কোন উত্তর পাইবে না।—এখন কাজের কথা বল।"

জেরি ড্রায়মার বলিল, "কাজের কথা? যদি তুমি আমার কাছে হীরার নেক্‌লেস, টায়েরা প্রভৃতি অলঙ্কার লইয়া আসিতে, এমন কি, যদি বিশ্ববিখ্যাত কোহিনুর কোন কৌশলে সংগ্রহ করিয়া আনিয়া তাহা ক্রয় করিতে অনুরোধ করিতে—তাহা হইলে আমি তোমার সঙ্গে তাহার দর-দস্তুর করিতে

পারিতাম ; কিন্তু যে জিনিস তুমি আনিয়াছ, আমার তাহা ক্রয় করিবার সামর্থ্য থাকিলেও সে সাহস আমার নাই। তোমার নিকট হইতে লইয়া যাহা আমি নিজের দখলে রাখিতে পারিব না, তাহা কিনিয়া কি ফল বল? তুমি ত ইহার ইতিহাস জান?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হঁা, সে সকল খবর আমার জানা আছে। এই বানর-মূর্ত্তি যে সকল হীরকরত্নে খচিত—সেই সকল জহরতের মূল্য কত, তাহাও আমার অজ্ঞাত নহে। যাহা হউক, সামর্থ্যের অভাবেই হউক, আর সাহসের অভাবেই হউক, যদি তুমি ইহা রাখিতে অসম্মত হও, তাহা হইলে ইহার একজন ক্রেতা সংগ্রহ করিয়া দাও—তাহা পারিবে ত?”

মিঃ ব্লেক ড্রায়মারের মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন; ড্রায়মার নির্নিমেষ নেত্রে সেই মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিল, “হাঁ, সে কথা তুমি বলিতে পার বটে; আমি চেষ্টা করিলে যে ক্রেতা সংগ্রহ করিতে পারিব না, এরূপ মনে হয় না। ইহা উপযুক্ত মূল্যে ক্রয় করিতে পারে—এরূপ ক্রেতা সংগ্রহ করাও বোধ হয় অসম্ভব হইবে না। তবে তুমি ইহা বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাইবে, সেই টাকার উপর আমাকে শতকরা দশ পাউণ্ড হিসাবে কমিশন দিতে হইবে। মনে কর যদি ইহা দুই লক্ষ পাউণ্ডে বিক্রয় হয়—তাহা হইলে আমি কুড়ি হাজার পাউণ্ড কমিশন লইব। তুমি আমার এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে আমি ক্রেতার সন্ধান করিতে পারি।”

মিঃ ব্লেক সেই মূর্ত্তিটি চর্ম্মাবৃত আধারে আবদ্ধ করিয়া বলিলেন, “তুমি যে হারে কমিশনের দাবী করিতেছ—তাহা অত্যন্ত অধিক হইলেও আমি তাহাই তোমাকে দিতে সম্মত আছি। যে উপায়েই হউক, এই আপদ (the cursed thing) বিদায় করিতে পারিলে নিশ্চিন্ত হই। যদি আমি কোন উপায়ে ইহা দেশান্তরে চালান করিতে পারিতাম, তাহা হইলে তোমার সাহায্য প্রার্থনা করিতাম না, কিন্তু আমার তাহা অসাধ্য।”

জেরি ড্রায়মার উঠিয়া-দাঁড়াইয়া বলিল, “খবরের কাগজওয়ালারা লিখিয়াছে—এই বানর-মূর্ত্তি ডাক্তার সাটিরাই স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের টিক্‌টিকির হাত হইতে

কাড়িয়া লইয়াছে। তাহাদের এই অনুমান সত্য নহে; তাহারা না জানিয়া ভুল সংবাদ দিয়াছে!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহাদের অনুমান সত্য কি মিথ্যা তাহার প্রমাণ ত তোমার সম্মুখেই বর্ত্তমান। যদি ইহা সাটিরার হস্তগত হইত, তাহা হইলে কি আমি তোমার কাছে আনিতে পারিতাম, না ইহা বিক্রয় করিয়া দিতে তোমাকে অনুরোধ করিতাম? তবে সাটিরাকে চোর বলিয়া যে সন্দেহ করা হইয়াছে, তাহা আমার পক্ষে খুব সুবিধার কথা বটে।"

জেরি ড্রায়মার বলিল, "সে কথা সত্য; তা তুমি এখন এখানে লুকাইয়া থাক, আমি একবার বাহিরে গিয়া ক্রেতার সন্ধান করিয়া আসি। দেখি কতদূর কি করিয়া উঠিতে পারি। আমার এখানে ফিরিয়া আসিতে কত বিলম্ব হইবে তাহা বলিতে পারিতেছি না; তবে সে জন্য তোমার উৎকণ্ঠিত হইবার প্রয়োজন নাই, তুমি এখানে সম্পূর্ণ নিরাপদ, এবং আশা করি এখানে তোমার কোন অসুবিধা হইবে না। তোমার জন্য কিছু খাবার পাঠাইয়া দিব কি?"

মিঃ ব্লেক মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না, তাহার প্রয়োজন নাই। আমি খাইয়া আসিয়াছি, আমার একটুও ক্ষুধা নাই।"

জেরি ড্রায়মার আর কোন কথা না বলিয়া সেই কক্ষ পরিত্যাগ করিল; তাহার পশ্চাতে লৌহদ্বার রুদ্ধ হইল। মিঃ ব্লেক সেই ভূগর্ভস্থিত, বাতায়ন-হীন সিন্দুকবৎ প্রকোষ্ঠে একাকী বসিয়া রহিলেন। কয়েক মিনিট পরে তিনি উঠিয়া সেই এটাচি কেসটি বালিসের নীচে রাখিলেন, এবং খাটিয়ায় শয়ন করিলেন। তিনি বেকার ষ্ট্রীট হইতে যাত্রা করিবার সময় কতকগুলি চুরুট লইয়াছিলেন, তাহারই একটি দীপশলাকা-সংযোগে ধরাইয়া লইয়া ধূমপান করিতে করিতে মনে মনে বলিলেন, "এ পর্য্যন্ত ত এক রকম নির্ব্বিঘ্নেই কাটিল; ড্রায়মার মারুতি-মূর্ত্তির ক্রেতার সন্ধানে চলিল। সে নিশ্চয়ই কোন সাধু ব্যবসায়ীর নিকট উহা বিক্রয়ের চেষ্টা করিবে না, দস্যুদলেই ক্রেতার সন্ধান করিবে। লণ্ডনের দস্যুসমাজে উহার প্রভাব প্রতিপত্তি কিরূপ জানি না, ডাক্তার সাটিরার

সহিত উহার পরিচয় আছে কি না তাহাও বুঝিতে পারিলাম না। দস্যুদলের কেহ এই মূর্ত্তি ক্রয় করিতে পারিবে, ইহা বিশ্বাস হয় না। হয়ত কাহারও সাহসেও কুলাইবে না; তবে ডাক্তার সাটিরা যদি কোন উপায়ে এই মূর্ত্তি-বিক্রয়ের সংবাদ পায়, তাহা হইলে সে ইহা ক্রয় করিবার জন্য নিশ্চয়ই আগ্রহ প্রকাশ করিবে। সংবাদটি তাহার কর্ণগোচর হইলেই আমার আশা পূর্ণ হইবে; সে নিশ্চয়ই টোপ গিলিবে। ড্রায়মার ফিরিয়া না আসিলে কিছুই জানিতে পারিব না।"

যদি তাঁহাকে সাটিরার সম্মুখীন হইতে হয় তাহা হইলে কার্য্যোদ্ধারের জন্য কোন্ পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে তাহা তিনি পূর্ব্বেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন, এবং কার্য্যকালে যে সকল সামগ্রীর প্রয়োজন হইতে পারে তাহাও সঙ্গে লইয়াছিলেন; সেই সকল সামগ্রীর মধ্যে বিজলি বাতি ও টোটাভরা একটি ক্ষুদ্র পিস্তল উল্লেখযোগ্য। মিঃ ব্লেক এই উভয় দ্রব্যই পকেট হইতে বাহির করিয়া পরীক্ষা করিলেন, এবং তাহা যথাস্থানে রাখিয়া পকেটি হইতে সেই দিনের একখানি সান্ধ্য দৈনিক-পত্রিকা বাহির করিলেন। এই কাগজ খানি তিনি গৃহত্যাগের পূর্ব্বেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন; ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টরের নিকট হইতে মারুতি-মূর্ত্তি কি ভাবে অপহৃত হইয়াছিল, তাহার কল্পিত বিবরণ (bogus account) তাহাতে প্রকাশিত হইয়াছিল। চুরীর বিবরণটি এরূপ কৌতূহলোদ্দীপক এবং বর্ণনা এরূপ কৌশলপূর্ণ যে, তাহার একটি কথাও অতিরঞ্জিত বলিয়া সন্দেহ করিবার কারণ ছিল না। মিঃ ব্লেক কাল্পনিক চুরীর সেই বিবরণটি পাঠ করিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারিলেন না।

মিঃ ব্লেক পাঠ শেষ করিয়া কাগজখানি পকেটে পুরিলেন, তাহার পর শয্যায় পড়িয়া নিমিলিত নেত্রে নানা কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন।—এই ভাবে দীর্ঘকাল অতীত হইলে তিনি হাতের ঘড়ির (Wrist-watch) দিকে চাহিয়া দেখিলেন—রাত্রি এগারটা বাজিবার আর অধিক বিলম্ব নাই। জেম্রি ড্রায়মার তখন পর্য্যন্ত ফিরিল না দেখিয়া তিনি উৎকণ্ঠিত হইলেন; তাঁহার আশঙ্কা হইল কোন কারণে যদি সেই রাত্রেই তাঁহার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত

না হয়, তাহা হইলে তাঁহার সকল চেষ্টা বিফল হইবে, এবং সার হেনরী কেয়ারফক্সের উদ্ধারের আশা ত্যাগ করিতে হইবে। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মনে মনে বলিলেন, "কুট্‌স আমার অনুসরণ করিতেছিল, সে অথবা অন্য কেহ যদি আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ জেরি ড্রায়মারের দোকান পর্য্যন্ত আসিয়া থাকে—তাহা হইলে এখনও তাহাকে সেখানে আমার অপেক্ষায় থাকিতে হইয়াছে ; জানিনা আমাকে ফিরিতে না দেখিয়া সে কি ভাবিতেছে !"

মিঃ ব্লেক এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, সেই সময় সেই কক্ষের লৌহদ্বার-উদ্ঘাটনের শব্দ তাঁহার কর্ণগোচর হইল ; তিনি তৎক্ষণাৎ শয্যায় উঠিয়া বসিলেন। মুহূর্ত্ত-পরে জেরি ড্রায়মার সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। মিঃ ব্লেক দেখিলেন, মানসিক উত্তেজনায় তাহার মুখ আরক্তিম, এবং উৎসাহে ও আনন্দে তাহার ক্ষুদ্র চক্ষু দুটি হাস্যময়।

ড্রায়মার মিঃ ব্লেকের সম্মুখে আসিয়া বলিল, "আমার ফিরিয়া আসিতে এতখানি বিলম্ব দেখিয়া তুমি বোধ হয় হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলে ; কিন্তু দুশ্চিন্তার কোন কারন নাই, আমি তোমার বানরের ক্রেতা ঠিক করিয়া আসিয়াছি। সে উহা ন্যায্য মূল্যে কিনিতে সম্মত হইয়াছে বটে, কিন্তু একটু অসুবিধা আছে ; সে আমার এখানে আসিয়া উহা ক্রয় করিতে অসম্মত। এই বানর ঘাড়ে করিয়া আমাদিকে তাহারই বাড়ী যাইতে হইবে ; বানরটি লইয়া, সেখানে সে তোমার প্রাপ্য টাকা দিবে বলিয়াছে। কাজটি সঙ্গত হইবে কি না ভাবিয়া দেখ। তুমি ঠিক জান—পুলিশ তোমাকে চোর বলিয়া সন্দেহ করে নাই ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমাকে এই চোরা-মাল দেখাইবার পূর্ব্বে কি তুমি বুঝিতে পারিয়াছিলে আমিই ইহা চুরী করিয়া আনিয়াছি ? তুমি যেমন আমাকে সন্দেহ করিতে পার নাই, সেইরূপ পুলিশও আমাকে চোর বলিয়া সন্দেহ করিতে পারে নাই ; এরূপ মহামূল্য সামগ্রী নিজে সামলাইতে পারিব না ভাবিয়াই আমি তোমার শরণাপন্ন হইয়াছিলাম। তোমার সাহায্য ভিন্ন ইহা বিক্রয় করা আমার অসাধ্য—ইহা আমি পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম। যাহা

হউক, তোমার কথা শুনিয়া আমি কতকটা নিশ্চিন্ত হইলাম। কে ইহা কিনিতে চায়, আর ইহা বিক্রয় করিবার জন্য আমাদিগকে কোথায় বা যাইতে হইবে বল।”

ড্রায়মার মাথা নাড়িয়া বলিল, “আমি তাহা জানিতে পারি নাই; আর তাহা জানিবারই বা প্রয়োজন কি? আমাদের সম্বন্ধ টাকার সঙ্গে! যেখানে যাইলে ইহার বিনিময়ে টাকা পাইব, সেইখানেই যাইতে প্রস্তুত আছি। পুলিশ আমাদের সন্ধান না পাইলেই আমরা নিশ্চিন্ত। আমরা তোমার বানর লইয়া এখান হইতে বাহির হইব। প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে একখানি মোটর-কার আমাদের প্রতীক্ষা করিবে; সেই কারে উঠিয়া আমরা নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইবে। সেখানে বানর বিক্রয় করিয়া, টাকাগুলি লইয়া সেই কারেই এখানে ফিরিয়া আসিব।”

মিঃ ব্লেক মনে মনে বলিলেন, “তোমার এই আশা পূর্ণ হইবে না; আমার মনের কথা জানিতে পারিলে তুমি আমাকে সেখানে লইয়া যাইবার জন্য ব্যাকুল হইতে না।”—কিন্তু তিনি মনের কথা প্রকাশ না করিয়া উঠিয়া টুপি মাথায় দিলেন, তাহার পর এটাচি কেসটা হাতে লইয়া বলিলেন “চল।”

মিঃ ব্লেক জেরি ড্রায়মারের সহিত তাহার দোকানের গুপ্তদ্বার দিয়া যখন পথে বাহির হইলেন তখন রাত্রি ঠিক এগারোটা। ক্যালিডোনিয়ান-রোড দিয়া তখনও অনেক লোক যাতায়াত করিতেছিল।

মিঃ ব্লেক পথে আসিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; কিন্তু ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বা স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের অন্য কোন কর্ম্মচারীকে কোন দিকে দেখিতে পাইলেন না। তথাপি তাঁহারা অদৃশ্য থাকিয়া তাঁহার অনুসরণ করিবেন, এ বিষয়ে তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

ড্রায়মারের দোকাকানের প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে একখানি মোটর-কার পথের এক পাশে দাঁড়াইয়া ছিল। জেরি ড্রায়মার স্বহস্তে তাহার দ্বার খুলিয়া অসঙ্কোচে গাড়ীতে উঠিয়া বসিল; মিঃ ব্লেকও তাহার ইঙ্গিতে গাড়ীতে প্রবেশ করিয়া তাহার পাশে বসিলেন।

ড্রায়মার নিম্নস্বরে বলিল, "আমি যেরূপ উপদেশ পাইয়াছি, তদনুসারেই কাজ করিতেছি; আশা করি ইহাতে তোমার আপত্তি হইবে না।"—সে তাড়াতাড়ি গাড়ীর জানালাগুলি বন্ধ করিয়া দিল। গাড়ীর অভ্যন্তরভাগ গাঢ় অন্ধকারে আবৃত হইল। মিঃ ব্লেক নিঃশব্দে ধূমপান করিতে লাগিলেন। গাড়ী সবেগে নির্দ্দিষ্ট পথে ধাবিত হইল; কিন্তু গাড়ী কোন্ পথে চলিতেছিল—মিঃ ব্লেক তাহা অনুমান করিতে পারিলেন না। গাড়ী নানা পথ ঘুরিয়া সবেগে চলিতে লাগিল। মিঃ ব্লেক মধ্যে মধ্যে তাঁহার হাতের ঘড়ির দিকে চাহিতে লাগিলেন; অন্ধকারেও তাহার কাঁটা দেখা যাইতেছিল।

গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিবার ঠিক পঁচিশ মিনিট পরে হঠাৎ তাহা থামিল। জেরি ড্রায়মার তৎক্ষণাৎ গাড়ীর দরজা খুলিয়া নীচে নামিল; মিঃ ব্লেকও এটাচি কেসটি হাতে লইয়া নামিয়া পড়িলেন। তিনি দেখিলেন, সম্মুখেই একখানি বৃহৎ অট্টালিকা; অট্টালিকাখানি পথ হইতে কিছু দূরে অবস্থিত। ইষ্টকবদ্ধ একটি প্রশস্ত পথ রাজপথ হইতে সেই অট্টালিকা পর্য্যন্ত প্রসারিত; পথের দুই ধারে সমুচ্চ বৃক্ষশ্রেণী। অট্টালিকার দ্বার জানালা সমস্তই বন্ধ; মিঃ ব্লেক সেখানে লোকজনের কোন সাড়া পাইলেন না; কিন্তু ড্রায়মারের সঙ্গে তিনি সেই অট্টা-লিকার বারান্দায় উঠিবামাত্র একটি দ্বার খুলিয়া গেল; তাঁহারা উভয়ে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া সম্মুখে একজন ভৃত্যকে দেখিতে পাইলেন; লোকটি দীর্ঘদেহ, তাহার মাথায় টাক। মুখ দাড়ি গোঁফ-বর্জ্জিত। বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসর।

তাঁহারা অট্টালিকায় প্রবেশ করিলে ভৃত্য দ্বাররুদ্ধ করিল, তাহার পর তাঁহাদিগকে তাহার অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিল। তাঁহারা নিঃশব্দে অন্য একটি কক্ষে নীত হইলেন। সেই কক্ষে তখন আলো ছিল না; ভৃত্য 'সুইচ' টিপিয়া সেই কক্ষ আলোকিত করিল; তাহার পর গম্ভীর স্বরে বলিল, "কর্ত্তা এখন কাজে ব্যস্ত আছেন; পনের মিনিট আপনাদিগকে এখানেই অপেক্ষা করিতে হইবে। তাহার পর তাঁহার সহিত দেখা হইবে।"—চাকরটা সেই কক্ষ হইতে অন্য দিকে চলিয়া গেল।

মিঃ ব্লেক চাকরটার কথা শুনিয়া খুসী হইলেন; ইহা সুসংবাদ বলিয়াই

তাঁহার মনে হইল। 'কর্ত্তা'র সহিত সাক্ষাতের বিলম্ব থাকিলে তাঁহার সঙ্কল্প-সিদ্ধির সুযোগ হইবে বুঝিয়া তিনি আশ্বস্ত হৃদয়ে সেই কক্ষের চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কক্ষটি সুপ্রশস্ত, এবং নানাবিধ সুদৃশ্য আসবাব দ্বারা সুসজ্জিত; কিন্তু সেই আসবাবগুলি সেকেলে (old fashioned)। জানালাগুলির সম্মুখে কৃষ্ণবর্ণ মখমলের পর্দ্দা প্রসারিত। একপাশে অগ্নিকুণ্ড; কিন্তু অগ্নিকুণ্ডের দুই পাশে উচ্চ আলিসা, সেই আলিসাও পুরু পর্দ্দা দ্বারা আচ্ছাদিত।

জেরি ড্রায়মার মিঃ ব্লেকের পাশে দাঁড়াইয়া ছিল। ভৃত্যটি সেই কক্ষ হইতে অদৃশ্য হইলে ড্রায়মার বসিবার জন্য একখানি চেয়ারের দিকে অগ্রসর হইল; মিঃ ব্লেক ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ঘুরিয়া-দাঁড়াইয়া ড্রায়মারের চুয়ালের উপর এরূপ প্রচণ্ড বেগে ঘুসি মারিলেন যে, সে সেই আঘাতে টুঁ শব্দটি না করিয়া মেঝের উপর চিৎ হইয়া পড়িয়া গেল। সেই এক ঘুসিতেই তাহার চেতনা বিলুপ্ত হইল।

মিঃ ব্লেক ড্রায়মারের হতচেতন ও নিস্পন্দ-দেহের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহা পরীক্ষা করিলেন; শীঘ্র তাহার চেতনা-সঞ্চার হইবে না বুঝিয়া তিনি অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "দায়ে পড়িয়া তোমার উপর এই অত্যাচারটুকু করিতে হইল; এখন তোমাকে আমার সম্মুখ হইতে সরাইতে না পারিলে আমার সকল কাজ নষ্ট হইবে। আর আধ ঘণ্টা তোমাকে সরাইয়া রাখিতে পারিলেই আমার সকল কাজ শেষ হইবে। তোমার যতটুকু সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজন ছিল—তাহা আমি পাইয়াছি। এখন এখানে তোমার উপস্থিতি অনাবশ্যক। এই মুহূর্ত্তেই আমি তোমাকে সরাইয়া ফেলিতেছি।"

মিঃ ব্লেক ড্রায়মারের সংজ্ঞাহীন দেহ দুইহাতে টানিয়া-তুলিয়া তাহাকে পূর্ব্বোক্ত আলিসার নিকট লইয়া চলিলেন, এবং তাহা আলিসার অপর পার্শ্বে নিক্ষেপ করিয়া আলিসার সম্মুখস্থ পর্দ্দা টানিয়া দিলেন।

অতঃপর তিনি পথের দিকে জানালার কাছে আসিয়া, পর্দ্দা সরাইয়া শার্শি ও খড়খড়ি খুলিয়া ফেলিলেন, এবং খড়খড়ি খুলিয়া-রাখিয়া, শার্শি বন্ধ করিলেন। তাহার পর পকেট হইতে বিজলি-বাতি বাহির করিয়া শার্শির গায়ে তাহার আলো তিন বার আন্দোলিত করিলেন। (flashed it three times.)

মিঃ ব্লেক দুই তিন মিনিট অন্তর এই সাঙ্কেতিক-চিহ্ন দেখাইতে লাগিলেন, কিন্তু আশানুরূপ ফল পাইলেন না; ক্রমে তিনি অধীর হইয়া উঠিলেন, তাঁহার মুখ মলিন হইল। তাঁহার আশঙ্কা হইল হয় ত তাঁহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইবে, অবশেষে তাঁহাকে জীবনের আশাও ত্যাগ করিতে হইবে।

কিন্তু তাঁহাকে দীর্ঘকাল এই উদ্বেগ সহ্য করিতে হইল না; কয়েক মিনিট পরে শার্শির উপর একখানি শুভ্র হস্তের ছায়া পড়িল। শার্শির গায়ে তিনি তিন বার মৃদু করাঘাত শব্দ শুনিতে পাইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ শার্শির ছিট্‌কিনি খুলিয়া শার্শি নিঃশব্দে তুলিয়া দিলেন। তখন ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সেই পথে কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

মিঃ ব্লেক সোৎসাহে তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন. "বাহবা কুট্‌স। আমি জানিতাম তোমার দৃষ্টি অতিক্রম করিব না, কিন্তু এত শীঘ্র তুমি এখানে আসিয়া পড়িতে পারিবে—ইহা আশা করি নাই; সময় অত্যন্ত অল্প, এইজন্যই আমার এত দুশ্চিন্তা হইয়াছিল।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "এতবড় একটা কাজের ভার লইয়া আমি সমস্ত নষ্ট করিব—আমাকে কি এতই নির্ব্বোধ মনে কর? আমার সঙ্গে আর কে আসিয়াছে জান?"—

মুহূর্ত্তপরে স্মিথ সেই পথে মিঃ ব্লেকের সম্মুখে উপস্থিত হইল। মিঃ ব্লেক তাহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন; কিন্তু তিনি কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই স্মিথ বলিল, "মরিতে হয় ত কর্ত্তার সঙ্গেই মরিব বলিয়া জোর করিয়া উঁহার সঙ্গে আসিলাম; উনি কিছুতেই রাজী হন না, আমিও নাছোড়বান্দা। কাতলা বঁড়সী মুখে করিয়া চারি দিকে ছুটাছুটি করিবে, আমি তাহা দেখিব না? সে টোপ গিলিয়াছে কর্ত্তা?"

মিঃ ব্লেক গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "টোপ ফেলিয়াছি; কাতলা তাহা দেখিয়াছে, এখনও ঠোকা দেয় নাই। দেখা যাউক কি ফল হয়। কুট্‌স ওদিকের ব্যবস্থা কত দূর।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "কাতলাকে জল হইতে ডাঙ্গায় তুলিবার জন্য ছাঁক-

নার ব্যবস্থার কথা? সে সব ঠিক আছে; এখন টোপ গিলিলে হয়। আট জন সশস্ত্র কনষ্টেবল বাড়ী ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। আমি সঙ্কেত করিলেই তাহারা ভিতরে প্রবেশ করিবে। আমরা ক্যালিডোনিয়ান-রোডের মধ্য-পথে একখানা খালি ডাকের গাড়ীর ভিতর লুকাইয়া (Concealed in an empty mail-van) অপেক্ষা করিতেছিলাম। আমাদের ইয়ার্ডের আর একজন লোক মোটর-বাইক লইয়া ড্রায়মারের দোকানের অদূরে তোমার প্রতীক্ষা করিতেছিল। তুমি যে মুহূর্ত্তে ড্রায়মারের সঙ্গে তাহার দোকান হইতে বাহির হইলে, সেই মুহূর্ত্তেই সে তোমাদের মোটর-কারের অনুসরণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। তোমাদের কার মুহূর্ত্তের জন্য তাহার দৃষ্টির বাহিরে যাইতে পারে নাই। সে আমাদের পাশ দিয়া যাইবার সময় 'হুইশ্ল' দিয়াছিল; সুতরাং তোমার অনুসরণ করিতে আমাদের কোন অসুবিধা হয় নাই।—দলবল গুছাইয়া লইয়া এখানে আসিতেছি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু 'এখানে' কোথায়? আমারা এ কোথায় আসিয়াছি? এ কোন্ পল্লী, তাহা আমি জানিতে পারি নাই।"

ইন্স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "ইহা বার্ণস্‌বারি পল্লীর হে-কোর্ট এভিনিউ। এই অট্টালিকা 'নর্থ-লজ' নামে পরিচিত।—এই অট্টালিকা সম্বন্ধে সকল কথা আমরা পরে জানিতে পারিব। এখন আমরা কোন্ পন্থা অবলম্বন করিব—তাহা স্থির করিয়াছ কি? আমরা এখানে সাটিরাকে ধরিতে পারিব? ভ্রম ক্রমে আমরা অন্য স্থানে আসিয়া পড়ি নাই, এ বিষয়ে কি তুমি নিঃসন্দেহ হইতে পারিয়াছ।"

মিঃ ব্লেক ইন্স্পেক্টর কুট্‌সের এই প্রশ্নের হঠাৎ কোন উত্তর দিলেন না। তিনি তাঁহার বিজলি-বাতিটি প্রজ্বলিত অবস্থায় সেই জানালার ধারে বসাইয়া রাখিলেন। পুলিশের যে সকল সশস্ত্র প্রহরী সেই অট্টালিকার বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল; তাহারা সেই আলো দেখিয়া, ইঙ্গিত মাত্রেই সেই কক্ষে উপস্থিত হইতে পারিবে—এই উদ্দেশ্যেই তিনি আলোটা ঐ স্থানে রাখিয়া দিলেন; তাহার পর শার্শি বন্ধ করিয়া (pulled down the sash) তাহার সম্মুখস্থ পর্দ্দা টানিয়া দিলেন। সেই পর্দ্দার আড়ালে শার্শির গা-ঘেঁসিয়া যে বিজলি-বাতি

জ্বলিতেছিল, তাহার উজ্জ্বল আলোক সেই কক্ষের বহির্দেশ হইতে দৃষ্টি গোচর হইলেও ভিতর হইতে তাহা বুঝিবার উপায় ছিল না।

সেই কক্ষের অগ্নিকুণ্ডের সন্নিহিত উচ্চ আলিসার সম্মুখে যে পর্দ্দা ছিল, মিঃ ব্লেক সেই দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে বলিলেন, "এখন আমরা ঐ পর্দ্দা সরাইয়া, উহার পশ্চাদ্বর্ত্তী আলিসার আড়ালে লুকাইয়া থাকিব। সেখানে বসিয়া আমরা উপস্থিত কর্ত্তব্য সম্বন্ধে পরামর্শ করিবার সুযোগ পাইব।"

অতঃপর মিঃ ব্লেক তাঁহার এটাচি কেস হইতে হীরকরত্ন-খচিত মারুতি-মূর্ত্তি বাহির করিয়া সেই কক্ষস্থিত টেবিলের মধ্যস্থলে বসাইয়া রাখিলেন। তাহার অঙ্গস্থিত হীরক-রত্নে সেই কক্ষের উজ্জ্বল বিদ্যুতালোক প্রতিফলিত হইয়া জ্যোতি-তরঙ্গে সেই কক্ষ পরিপ্লাবিত করিতে লাগিল। স্মিথ সেই ভীষণ-দর্শন মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিল। সেই মূর্ত্তির মুখে এরূপ ভীষণ ও নিষ্ঠুর ভঙ্গি ছিল যে, তাহা দেখিলেই মনে ত্রাসের সঞ্চার হইত। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তাহা কতগুলি লোকের অকাল মৃত্যুর উপলক্ষ্য হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিয়া সকলেরই মন তাহার প্রতি বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স পকেটে হাত পুরিয়া একটি অদ্ভুতাকৃতি পিস্তল বাহির করিলেন: তাহার নলটি সেই আকারের সাধারণ পিস্তলের নল অপেক্ষা দীর্ঘতর, এবং তাহার ছিদ্রের পরিধিও প্রশস্ততর; এতদ্ভিন্ন তাহার ব্যারেলের নীচে অতিরিক্ত একটি চোঙ্ ছিল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সেই পিস্তলটি মিঃ ব্লেককে দেখাইয়া বলিলেন, "এটি গ্যাস-পিস্তল (Gas pistol)। ইহা একজন জার্ম্মান মিস্ত্রীর আবিষ্কৃত। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির আবিষ্কার-বিষয়ে জার্ম্মানেরা ইউরোপের সকল জাতিকে পশ্চাতে ফেলিয়াছে, এ কথা আমরা মুখে অস্বীকার করি বটে, কিন্তু মনে মনে তাহাদের শ্রেষ্ঠতা কে অস্বীকার করে?—বার্লিন হইতে আমার একজন ডিটেক্‌টিভ বন্ধু অল্পদিন পূর্ব্বে ইহা আমাকে উপহার পাঠাইয়াছিলেন। যদি সাটিরা এই বাড়ীতেই থাকে, তাহা হইলে তুমি তাহাকে নিঃসংশয়ে আমার হস্তে সমর্পণ

করিতে পার। আমি তাহাকে এখানে সজীব অবস্থায় গ্রেপ্তার করিতে চাই। আমার এই অস্ত্রই এ বিষয়ে আমাকে সাহায্য করিবে ;—কিন্তু ও কি? হঠাৎ ওরকম সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলে কেন?"

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের কথা শুনিতেছিলেন বটে, কিন্তু অন্য দিকেও তাঁহার কান ছিল। তাঁহার হঠাৎ মনে হইল অন্য দিক হইতে কেহ লঘু পদ-বিক্ষেপে সেই কক্ষের দিকে অগ্রসর হইতেছে! আগন্তুক যদি সাটিরা হয়, ভাবিয়া তিনি বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি রুদ্ধনিশ্বাসে চাহিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে বলিলেন, "কিছু শুনিতেছ?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ও স্মিথ সেই কক্ষের বাহিরে একাধিক ব্যক্তির পদধ্বনি শুনিতে পাইলেন। পদশব্দ অত্যন্ত মৃদু। তাঁহারা তিন জনেই তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ব-কথিত পর্দ্দার দিকে ধাবিত হইলেন, এবং চক্ষুর নিমেষে পর্দ্দা সরাইয়া অগ্নিকুণ্ড-সন্নিহিত আলিসার অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন ; তাহার পর পর্দ্দা টানিয়া স্পন্দিত-বক্ষে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

জীবনের সেই সঙ্কট সঙ্কুল মুহূর্ত্তের কথা মিঃ ব্লেক কখনও ভুলিতে পারিবেন না। তাঁহার বুকের ভিতর যেন হাতুড়ী পড়িতে লাগিল, এবং সেই শব্দ তিনি সুস্পষ্ট শুনিতে পাইলেন। ঘামে তাঁহার উভয় করতল ভিজিয়া উঠিল। তিনি ব্যগ্রভাবে বুকের পকেট হইতে পিস্তলটা বাহির করিয়া দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিলেন বটে, কিন্তু উত্তেজনায় ও উৎকণ্ঠায় তাঁহার হাত থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

সেই কক্ষে প্রবেশের যে দ্বার অন্য দিকে ছিল, সেই দ্বার নিঃশব্দে খুলিয়া গেল। কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদধারী, একটি শীর্ণ ও কুব্জ মনুষ্য-মূর্ত্তি কৃষ্ণবর্ণ ছায়ার ন্যায় সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। মিঃ ব্লেক পর্দ্দার ফাঁক দিয়া দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া নরদেহধারী পিশাচের সেই ভীষণ মূর্ত্তি দেখিবামাত্র বুঝিতে পারিলেন, তিনি যে টোপ ফেলিয়াছিলেন, তাহা ব্যর্থ হয় নাই ; তিনি ঠিক যায়গাতেই আসিয়াছেন। স্যাটিরা যথাসাধ্য সতর্কতা অবলম্বন করিয়াও তাঁহার ফাঁদে পা দিয়াছে।

কিন্তু ডাক্তার সাটিরা সেই কক্ষে একাকী আসিল না, মুহূর্ত্ত পরে একটি দীর্ঘদেহ বিশালবাহু ভীষণদর্শন [illegible]মুখো মূর্ত্তি তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

তাহাকে দেখিয়া মিঃ ব্লেক ও ইন্স্পেক্টর বুট্সের বিস্ময়ের সীমা রহিল না; স্মিথ ভয়ে কাঁপিতে লাগিল, এবং তাহার মুখ সাদা হইয়া গেল! তাঁহারা জানিতেন বানরমুখো টারজান পাগলা-গারদের ছাদ হইতে গাছের উপর লাফাইয়া পড়িয়া ইহলীলা সংবরণ করিয়াছিল; তবে এই দ্বিতীয় বানরমুখো জানোয়ারটা কোথা হইতে আসিল? তাঁহাদের ধারণা হইল টারজনের মত আর একটা বানরমুখো মানুষ (apeman) সাটিরার দলে ছিল।

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! মিঃ ব্লেক কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার গৃহে প্রবেশোদ্যত যে বানরটাকে তাঁহার শয়ন-কক্ষের বাতায়নে উপবিষ্ট দেখিয়া গুলী করিয়া মারিয়াছিলেন, তাঁহার অনুরূপ আর একটা ভীষণাকৃতি লোমশ বানর দুই পায়ে ভর দিয়া হেলিয়া-দুলিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল, এবং থপ্-থপ্ শব্দ করিতে করিতে সাটিরার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সে দাঁত বাহির করিয়া চারি দিক চাহিতে চাহিতে বিকট মুখভঙ্গি করিতে লাগিল। সেই তিন মূর্ত্তির আবির্ভাবে গভীর রাত্রে বিদ্যুতালোকে সমুদ্ভাসিত সেই নিস্তব্ধ কক্ষটি প্রেতভবনবৎ অতি ভীষণ প্রতীয়মান হইল।

মিঃ ব্লেক বুঝিলেন—কাতলা গাঁথিবার সময় হইয়াছে; মুহূর্ত্ত-মধ্যে কাতলা টোপ মুখে পুরিয়া অন্তর্দ্ধান করিবে। তিনি চক্ষুর নিমেষে বাম হস্তে মুখ হইতে ঝুটা গোঁফ ও মস্তকের কৃত্রিম কেশদাম অপসারিত করিয়া তৎক্ষণাৎ পকেটে পুরিলেন; চক্ষু হইতে চসমা জোড়াটাও খুলিয়া ফেলিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মিঃ ব্লেক হীরক-খচিত মারুতি মূর্ত্তিটি সেই কক্ষের মধ্যস্থলে সংস্থাপিত টেবিলের উপর বসাইয়া-রাখিয়া পর্দ্দার অন্তরালে অদৃশ্য হইয়াছিলেন। ডাক্তার সাটিরা ও তাহার বানরমুখো সঙ্গীটা সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া টেবিলের উপর তাহাদের চির-আকাঙ্ক্ষিত মহামূল্য মারুতি-মূর্ত্তি সংস্থাপিত দেখিয়া লোভে ও আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইয়া হুঙ্কার দিয়া উঠিল, এবং নির্নিমেষ নেত্রে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সেই দিকে চাহিয়া রহিল। তাহারা যেন স্থান কাল নিজেদের অস্তিত্ব বিস্মৃত হইল।

কিন্তু দুই এক মিনিটের মধ্যেই যেন সাটিরার মোহভঙ্গ হইল; সেই মারুতি-মূর্ত্তি কে সেখানে লইয়া আসিয়াছে—তাহা দেখিবার জন্য সে সেই কক্ষের চতুর্দ্দিকে

দৃষ্টিপাত করিল। সেই মুহূর্ত্তে অগ্নিকুণ্ডের সন্নিহিত আলিসার অন্তরাল হইতে অস্ফুট আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল। মিঃ ব্লেকের সঙ্গী জেরি ড্রায়মারের চেতনা-সঞ্চার হওয়ায় সে মুখের যন্ত্রণায় গোঁ-গোঁ শব্দ করিল।

সেই শব্দ শুনিয়া সাটিরা ও বানরমুখোটা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অদূরবর্ত্তী পর্দ্দার দিকে চাহিয়া হুঙ্কার দিল। মিঃ ব্লেক আর সময় নষ্ট করা অনুচিত বুঝিয়া অনুচ্চস্বরে শিষ দিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে পর্দ্দা ঠেলিয়া পিস্তল-হস্তে সাটিরা ও তাহার সঙ্গীদ্বয়ের সম্মুখে আসিলেন। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ও স্মিথ সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাদের তিন জনেরই হাতের পিস্তল সাটিরা ও তাহার সঙ্গীদ্বয়ের ললাট লক্ষ্য করিয়া উদ্যত!

মিঃ ব্লেক দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "শীঘ্র মাথার উপর হাত তুলিয়া দাঁড়াও শয়তান! আর তোমার চালাকী খাটিবে না। এত দিনে তোমার লীলা-খেলার শেষ হইল। তোমাদিগকে জীবিত অথবা মৃত, যে ভাবে পারি, আজ রাত্রে এখান হইতে লইয়া যাইব।—স্মিথ, হুইস্‌ল!"

স্মিথ তৎক্ষণাৎ তাহার বাম হস্তস্থিত পুলিশ-হুইস্‌লে তিনবার ফুৎকার দিল। সশস্ত্র পুলিশ সৈন্য এই ফুৎকারেরই প্রতীক্ষা করিতেছিল।

ডাক্তার সাটিরা মুহূর্ত্ত-মধ্যে তাহার সঙ্কট বুঝিতে পারিল; মিঃ ব্লেকের কৌশলপূর্ণ ষড়যন্ত্রে তাহাকে এই ভাবে বিপন্ন হইতে হইয়াছে বুঝিয়া ক্রোধে ক্ষোভে সে বিচলিত হইয়া উঠিল; কিন্তু কি বিশাল তাহার আত্মপ্রত্যয়!—(colossal confidence) কি দুর্জ্জয় তাহার মনের বল! তাহার মুখে বিন্দুমাত্র আতঙ্ক বা দুশ্চিন্তার চিহ্ন পরিলক্ষিত হইল না। ক্রোধে তাহার কুৎসিত মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল, এবং তাহার কুটিল নেত্র হইতে যেন আগুনের হল্কা বাহির হইতে লাগিল। সে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া ঘৃণা ও অবজ্ঞাভরে বলিল, "এ যে তোমারই শয়তানী চাল, তাহা আমার বুঝিতে পারা উচিত ছিল ব্লেক! তোমার মত বেহায়া নাছোড়বান্দা দুনিয়ায় দুই নাই; ক্রমাগত আমার জুতা খাইতেছ, আমার পদাঘাতে মাটিতে উল্টাইয়া পড়িতেছ; আবার গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া কুকুরের মত আমার পায়ে থাবল দিতে আসিয়াছ!—কিন্তু তোমার মত

পতঙ্গকে কি আমি গ্রাহ্য করি?"—সাটিরা সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া সরোষে মিঃ ব্লেকের সম্মুখে দুই এক পা অগ্রসর হইল।

ইন্স্পেক্টর কুট্স সক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "সরিয়া দাঁড়াও, শীঘ্র সরিয়া দাঁড়াও; নতুবা এই মুহূর্ত্তেই তোমাকে কুকুরের মত গুলী করিয়া মারিব।"

সাটিরা বিকৃত স্বরে বলিল, "আমাকে গুলী করিয়া মারিবে? তোমার নিশ্চয়ই সেরূপ সাহস হইবে না। জান, আমার মত নিরস্ত্র নিরীহ ব্যক্তিকে গুলী করিয়া হত্যা করা স্বেচ্ছাকৃত নরহত্যা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে।"

সাটিরার বিশ্বাস ছিল, ইন্স্পেক্টর কুট্স তাহাকে গুলী মারিবার ভয় প্রদর্শন করিলেও গুলী করিতে সাহস করিবেন না; কিন্তু ইহা তাহার ভ্রম মাত্র। মিঃ ব্লেক উদ্যত পিস্তল-হস্তে স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তিনি গুলী করিলেন না বটে, কিন্তু ইন্স্পেক্টর কুট্স দুই এক পদ অগ্রসর হইয়া তাঁহার সেই অদ্ভুতাকৃতি পিস্তল দ্বারা সাটিরার মুখ লক্ষ্য করিয়া, চক্ষুর নিমেষে পিস্তলের ঘোড়া টিপিলেন।

'খট্' করিয়া ঘোড়া পড়িবার শব্দ হইল, সঙ্গে সঙ্গে পিস্তলের চোঙের মুখ হইতে এক ঝলক বিষাক্ত বাষ্প সবেগে বাহির হইয়া গেল। হঠাৎ সাটিরার মুখ মলিন হইল, তাহার চক্ষুতে আতঙ্ক ফুটিয়া উঠিল! সে দুই হাতে গলা চাপিয়া ধরিয়া দুই চক্ষু কপালে তুলিল। তাহার পর হা করিয়া খাবি খাইতে খাইতে 'দড়াম' করিয়া মেঝের উপর পড়িয়াই অজ্ঞান!—সে মৃতবৎ আড়ষ্টভাবে রহিল।

স্মিথ সভয়ে বলিল, "কর্ত্তা! দেখুন, দেখুন!"

মিঃ ব্লেক ও ইন্স্পেক্টর কুট্স উভয়েই সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, সেই বানরমুখো জানোয়ারটা সাটিরার ধরা-লুণ্ঠিত দেহের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া উঠিল, এবং ইন্স্পেক্টর কুট্সকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া পিষিয়া মারিবার জন্য, প্রসারিত-হস্তে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া সম্মুখে লাফ দিল। ইন্স্পেক্টর কুট্স সেই মুহূর্ত্তে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তলের ঘোড়া টিপিলেন; পুনর্ব্বার এক ঝলক গ্যাস সবেগে নিঃসারিত হইল বটে কিন্তু তাহাতে বানরমুখোর গতিরোধ হইল না; সে কুট্সের ঠিক সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে ধরিবার জন্য দুই হাত বাড়াইল!

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তখন পিস্তলের চোঙ তাহার মুখের কাছে রাখিয়া পুনর্ব্বার ঘোড়া টিপিলেন: এবার গ্যাসের প্রবাহ সবেগে তাহার নাকে মুখে প্রবেশ করিল। বানরমুখো ভয়ঙ্কর কাশিয়া এক পাশে ঘুরিয়া পড়িল; কিন্তু মুহূর্ত্তপরে পুনর্ব্বার উঠিবার চেষ্টা করিল। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সেই অবস্থায় আর একদফা গ্যাসের গুলী দ্বারা তাহাকে অভিভূত করিলেন। এই তৃতীয় আক্রমণে তাহার চেতনাহীন দেহ মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িল।

ইত্যবসরে বানরটা মিঃ ব্লেককে আক্রমণ করিবার চেষ্টায় তাঁহার সম্মুখে লাফাইয়া পড়িল, এবং বিকট মুখভঙ্গি করিয়া উভয় বাহু প্রসারিত করিল; মিঃ ব্লেক সেই মুহূর্ত্তেই তাহার ললাট লক্ষ্য করিয়া গুলী করিলেন। সেই গুলীতে তাহার মস্তিষ্ক বিদীর্ণ হইল।—তাহার প্রাণহীন দেহ শোনিত-স্রোতে ভাসিতে লাগিল।

মুহূর্ত্তমধ্যে চারিজন ডিটেক্‌টিফ পূর্ব্বোক্ত বাতায়নের শার্শি চূর্ণ করিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল, এবং একদল সশস্ত্র পুলিশসৈন্য সেই কক্ষের দ্বার ঠেলিয়া তাঁহাদের সম্মুখে আসিল। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের আদেশে একজন ডিটেক্‌টিভ সাটিরার সংজ্ঞাহীন দেহের উপর ঝুঁকিয়া-পড়িয়া তাহার উভয় হস্তে দুই জোড়া হাতকড়ি আঁটিয়া দিল; আর একজন ডিটেক্‌টিভ সেই বানরমুখো জানোয়ারটার উভয় হস্ত সেই ভাবে শৃঙ্খলিত করিল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স আনন্দে উৎসাহে উন্মত্তপ্রায় হইয়া, দুই হাতে মিঃ ব্লেককে দৃঢ়রূপে জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার মুখচুম্বন করিলেন; কুট্‌সের ঝাঁটার মত গোঁফের ডগা তাঁহার মসৃণ গালে বিঁধিয়া গেল। তিনি বিব্রত ভাবে বলিলেন, "ও কি! ক্ষেপিলে না কি? ছাড়, ছাড়! আঃ, কি বিপদ!"—তিনি সবলে কুট্‌সের আলিঙ্গন-পাশ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স এক হাতে পিস্তলটা উপর তুলিয়া অন্য হাত কোমরে দিয়া নাচিতে নাচিতে বলিলেন, "এত দিন শত্রু-নিপাত হইল। ব্লেক! এত দিনে সাটিরাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিলাম। আজ আমার জীবন সার্থক! আজ আমি জয়ী! কি আনন্দ! কি ফুর্ত্তি! স্মিথ, বাবা! এস, আমার কাঁধে চড়, তোমাকে কাঁধে তুলিয়া খানিক নাচিয়া লই।"

মিঃ ব্লেক কিছুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া পিস্তলটি পকেটে রাখিলেন, তাহার পর গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "হঁা, এত দিনে সাটিরার হাতে দড়ি পড়িল: এই মারুতি-মূর্ত্তির লোভ না করিলে সে নিশ্চয়ই ধরা পড়িত না। যাহা হউক, সার হেনরী ফেয়ারফক্স আমাদের যুদ্ধজয়ের সংবাদে নিশ্চয়ই আনন্দিত হইবেন।"

ইন্স্পেক্টর কুট্‌স মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া হঠাৎ নৃত্য বন্ধ করিয়া বলিলেন, "তাই ত! বড় সাহেবের কথা যে ভুলিয়াই গিয়াছিলাম! কোথায় তিনি? এখনও যে তাঁহার সন্ধান নাই! শয়তানটা তাঁহাকে হত্যা করে নাই ত?"

মিঃ ব্লেক একটি চুরুট ধরাইয়া লইয়া বলিলেন, "এই বাড়ী খানাতল্লাস করিলেই তাঁহাকে পাওয়া যাইবে। সাটিরা আজ ধরা না পড়িলে কাল তাঁহার মৃতদেহ টেম্‌স নদীর স্রোতে ভাসিয়া যাইতে দেখিতাম; কিন্তু সে ভয় আর নাই; সাটিরা তাঁহাকে এই বাড়ীতেই কয়েদ করিয়া রাখিয়াছে, খুঁজিয়া দেখ।"

মিঃ ব্লেকের অনুমান সত্য। সাটিরা পুলিশ-কমিশনর সার হেনরী ফেয়ার-ফক্সকে সেই অট্টালিকার দ্বিতলের একটি কক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। তিনি অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই মুক্তিলাভ করিলেন।

বহু পূর্ব্বেই জেরি ড্রায়মারের চেতনাসঞ্চার হইয়াছিল; কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া সে মুখ গুঁজিয়া ও চোখ বুজিয়া সেই আলিসার আড়ালে মৃতবৎ পড়িয়া ছিল। একজন গোয়েন্দা তাহাকে সেই অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার হাতে হাতকড়ি দিল।

আধ ঘণ্টা পরে ডাক্তার সাটিরা, জেরি ড্রায়মার ও সাটিরার বানরমুখো অনুচরটা পুলিশের গারদে (police cell) আবদ্ধ হইল। মিঃ ব্লেক সার হেনরী ফেয়ারফক্স, স্মিথ ও ইন্স্পেক্টর কুট্‌সের সঙ্গে বাড়ী ফিরিলেন।

মিঃ ব্লেক বাড়ী আসিয়া উপবেশন-কক্ষে বসিয়া গম্ভীরভাবে ধূমপান করিতে লাগিলেন। আনন্দে ও উৎসাহে সেই গভীর রাত্রে স্মিথেরও নিদ্রাকর্ষণ হইল না। সে মিঃ ব্লেকের পাশে বসিয়া আপন-মনেই বকিয়া যাইতে লাগিল। মিঃ ব্লেক নিস্তব্ধভাবে তাহার কথা শুনিতেছিলেন, তিনি কোন মন্তব্য প্রকাশ করিলেন না।

অন্যান্য কথার পর স্মিথ বলিল, "কর্ত্তা, এত দিনে আমরা নিশ্চিন্ত হইলাম।

ডাক্তার সাটিরার লীলা-খেলা জন্মের মত সাঙ্গ হইল ; আর তাহার অত্যাচারের ভয় রহিল না।”

মিঃ ব্লেক এইবার কথা কহিলেন ; তিনি পাইপ নামাইয়া বলিলেন, “যে দিন খবরের কাগজে তাহার ফাঁসির সংবাদ পাঠ করিব, সেই দিন বলিতে পারিব—এত দিনে ডাক্তার সাটিরার অত্যাচারের ভয় দূর হইল ; সে আর আমাদিগকে বিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতে পারিবে না। যদি কাল সকালে তাহাকে ফাঁসিতে লট্‌কাইয়া দেওয়া হইত; তাহা হইলে কালই নিশ্চিন্ত হইতে পারিতাম; কিন্তু তাহা ত হইবার নহে। আইনের গতি অতি বিচিত্র ! সে গণ্ডা গণ্ডা নরহত্যা করিলেও এবং তাহার চাক্ষুষ প্রমাণ থাকিলেও—তাহাকে বিচারালয়ে আসামীর কাঠগড়ায় তুলিয়া তাহার অপরাধের বিচার করা হইবে ; সে আত্মসমর্থনের ইচ্ছা করিলে তাহাকে আত্মসমর্থন করিবার সকল সুযোগই দেওয়া হইবে। এই বিচার শেষ হইতে এক সপ্তাহ লাগিতে পারে, এক মাস ধরিয়াও তাহার বিচার চলিতে পারে। তাহার পর নিশ্চয়ই তাহার ফাঁসি হইবে, কিন্তু তাহার বিচার শেষ হইবার পূর্ব্বেই কত কি বিভ্রাট ঘটিতে পারে।”

স্মিথ আগ্রহভরে বলিল, “আবার কি বিভ্রাট ঘটিবে কর্ত্তা !”

মিঃ ব্লেক উৎক্ষিপ্ত ধূম-কুণ্ডলীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, “তাহার প্রাণ-দণ্ডের আদেশ হইবার পূর্ব্বে সে হঠাৎ অদৃশ্য হইতে পারে। সে নিশ্চয়ই ফাঁসিকাঠে ঝুলিবে—এ কথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায় কি ?”

স্মিথ সবিস্ময়ে বলিল, “আপনি বলেন কি কর্ত্তা ! আবার সে পলায়ন করিবে ? অসম্ভব !”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “সাটিরার পক্ষে অসম্ভব নহে।”

কয়েক দিন পরেই স্মিথ বুঝিতে পারিল—মিঃ ব্লেক সেই স্মরণীয় ঘটনার রাত্রে তাহাকে যে কথা বলিয়াছিলেন—তাহা দৈববাণীবৎ অব্যর্থ।

সাটিরার প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইবার পূর্ব্বে যে সকল লোমহর্ষণ, অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছিল, ডাক্তার সাটিরা ভিন্ন অন্য কোন মনুষ্যের তাহা অসাধ্য। সেই বিস্ময়াবহ, বিচিত্র কাহিনী শুনিবার জন্য পাঠক পাঠিকাগণকে অপেক্ষা করিতে হইবে।

সমাপ্ত